BANGLA POST Year: 22 ◆ Issue: 1041 ◆ Friday 20 December - Thursday 26 December 2024 FREE

বাংলা পোস্ট

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED FREE BANGLA NEWSPAPER

বড়দিনের শুভেচ্ছা ও শুভ নববর্ষ

খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসব বড়দিন ও পয়লা জানুয়ারি ২০২৫ নতুন বছরে সকলকে শুভেচ্ছা। এই উপলক্ষে আগামী ২ সপ্তাহ সাপ্তাহিক বাংলা পোস্ট প্রকাশিত হবে না। ছুটি শেষে যথারীতি আগামী ১০ ই জানুয়ারি ২০২৫ সাপ্তাহিক বাংলা পোস্ট আবার প্রকাশিত হবে ।

বাংলা পোস্ট

রক্তাক্ত বিশ্ব ইজতেমা ময়দান

॥ এম. হাসানুল হক উজ্জ্বল ॥

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার অদুরে গাজীপুরের তুরাগ তীর এখন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নিয়ন্ত্রনে রয়েছে। তবে দেশব্যাপী ইজতেমা সমর্থক দু'পক্ষের মধ্যে টান টান উত্তেজনা বিরাজ করছে। টঙ্গীর বিশ্ব ইজতেমা ময়দান দখলকে কেন্দ্র করে যোবায়ের ও সাদপন্থীদের মধ্যে সংঘর্ষ ও এ ঘটনায় ৪ জন নিহত ও শতাধিক আহত হওয়ার পর থেকে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সংঘর্ষ শুরু হয় বুধবার ভোর সাড়ে ৩টার দিকে আর চলে দিনভর। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত উভয় পক্ষ মুখোমুখি অবস্থানে রয়েছেন। দেশব্যাপী দু'পক্ষের অনুসারিরাও একই অবস্থানে রয়েছেন।

উগ্র হিন্দুত্ববাদী নরেন্দ্র মোদির আস্থাভাজন হিসেবে খ্যাত সা'দ কান্দলভী গ্রুপের বুধবারের নৃশংস তাণ্ডবে স্তব্ধ গোটা মুসলিম সমাজ। টঙ্গীর বিশ্ব ইজতেমা ময়দান দখলকে কেন্দ্র করে যোবায়েরপন্থীদের ওপর সাদ অনুসারীরা পূর্বপরিকল্পিত হামলায় ক্ষোভ ও নিন্দায় ভাসছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। দেশকে অস্থিতিশীল করতে ভারতীয় ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে সাদপন্থী সন্ত্রাসীরা এই তাণ্ডব চালিয়েছে বলে মনে করেন সচেতন মহল।

বিশ্লেষকদের মতে, সাধারণ মানুষকে ইসলামমুখী করতে দেশব্যাপী তাবলীগ জামায়াতের দীর্ঘদিন থেকে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। মুসলিমদের চির শত্রু ভারত ও ইসরাইল যা কখনই পছন্দ করে না। তাই মুসলিম গণহত্যাকারী দুই দেশ, নিজেদের এজেন্ট ঢুকিয়ে পরিকল্পিতভাবে তাবলীগ জামায়াতকে বিভক্ত করে মানুষের মাঝে ক্ষোভ সৃষ্টি করতে তৎপরতা চালিয়ে আসছে।

সচেতন মহল বলছেন, ভারত আওয়ামী লীগকে পূনর্বাসনের জন্য বাংলাদেশের শান্ত পরিবেশ নষ্ট করে বহির্বিশ্বকে দেখিয়ে ফায়দা নিতে চায়। আর তাদের সর্বশেষ হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে সাদপন্থীরা। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, যুবায়েরপন্থীদের আজকে মিমাংসার জন্য মাঠে থাকার কথা ছিল। তাহলে রাত ৩টায় মাঠ দখল করতে কেন যাবে ভারতীয় সাদপন্থীরা? তাদের দাবি, ভারতীয় গুপ্তচরদের প্রত্যক্ষ মদদে পরিকল্পিতভাবে এই সহিংসতা চালানো হয়েছে।

এদিকে বাংলাদেশে একটাই ইজতেমা হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন তাবলিগের জুবায়েরপন্থিদের শীর্ষ মুরুব্বি মুফতি আমানুল ––১৬ পৃষ্ঠায়

রেকর্ড সংখ্যক ভিসা দিচ্ছে সৌদি আরব

পোস্ট ডেস্ক : প্রতিদিন বাংলাদেশকে রেকর্ড সংখ্যক ভিসা দিচ্ছে সৌদি আরব। দিনে চার হাজার থেকে ছয় হাজার বাংলাদেশীকে ভিসা দেয়া হচ্ছে, গত ৫৩ বছরের মধ্যে কখনো এত ভিসা দিতে দেখা যায়নি।

গত মাসে ৮৩ হাজার বাংলাদেশীকে কাজ করার ভিসা দিয়েছে সৌদির সরকার। এটিও রেকর্ড। কারণ এর আগে কখনো এক মাসে এত বাংলাদেশীকে ভিসা দিতে দেখা যায়নি।

সৌদি আরব তাদের উচ্চাভিলাষী ভিশন ২০৩০ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মেগা প্রকল্পগুলোতে ব্যস্ত সময় পার করছে। এতে কর্মসংস্থানের সুযোগ ব্যাপকভাবে বেড়েছে। দেশটি ২০৩৪ সালে ফিফা বিশ্বকাপ ––১৬ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাজ্যে বাড়ছে আবাসন সংকট

পোস্ট ডেস্ক : যুক্তরাজ্যে প্রতিবছরই বেড়ে চলেছে গৃহহীন মানুষের সংখ্যা। দীর্ঘ সময় ধরেই আবাসন সংকটে ভুগছে দেশটির অধিকাংশ মানুষ। অতিরিক্ত ভাড়া ও আনুষঙ্গিক খরচ মেটাতে না পেরে রাস্তায় থাকতে হচ্ছে অনেককেই।

গত ১২ মাসে ইংল্যান্ডে আবাসন সমস্যা ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্ব ইংল্যান্ডজুড়ে গৃহহীন হয়ে পড়েছে ২৪,০০০ মানুষ। তাদের মধ্যে রয়েছে ১১,৫০০ শিশু। এ নিয়ে দেশটিতে গৃহহীন মানুষের সংখ্যা সাড়ে তিন লাখ দাঁড়াল। বুধবার বিবিসির প্রতিবেদনে উঠে আসে এই তথ্য।

কাউন্সিল জেলার পরিসংখ্যান অনুযায়ী, পূর্ব ইংল্যান্ডের অঞ্চলগুলোর মধ্যে লুটন, বেডফোর্ড এবং এসেক্সে ব্যাসিলডনে সবচেয়ে বেশি গৃহহীন মানুষ রয়েছে। লুটনে ৫৭ জনে একজন গৃহহীন। ব্যাসিলডনে ৯৪ জনে একজন ও বেডফোর্ডে ১০৩ জনের মধ্যে একজন গৃহহীন।

সাউথেন্ড-অন-সি সর্বোচ্চ পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ––১৬ পৃষ্ঠায়

'বাংলাদেশ' ব্যাগ নিয়ে লোকসভার অধিবেশনে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী

পোস্ট ডেস্ক : 'বাংলাদেশ' লেখা ব্যাগ নিয়ে লোকসভার অধিবেশনে যোগ দিয়ে নতুন বিতর্কের জন্ম দিলেন ভারতের প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী।

মঙ্গলবার (১৭ ডিসেম্বরে) পার্লামেন্টে যাওয়ার সময় 'বাংলাদেশ' লেখা ব্যাগ বহন করেন প্রিয়াঙ্কা। ––১৬ পৃষ্ঠায়

মহান বিজয় বিদস উদযাপন

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ৫৪তম বিজয় দিবসে বীরের জাতি হিসেবে 'চেতনার শৃঙ্খল মুক্ত' আত্মমর্যাদায় বলীয়ান হয়েই নতুন উদ্দীপনায় মহান বিজয় দিবস উদযাপন করেছে। বঙ্গভবনসহ রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানাদি থেকে শুরু করে সবগুলো আয়োজনে বরেণ্য ব্যক্তিদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ছিল লক্ষণীয়। স্বতঃস্ফূর্তভাবে দিবসটি পালিত হয়েছে। এবার বিজয় দিবসে চিহ্নিত বুদ্ধিজীবী, ––১৬ পৃষ্ঠায়

বিজয় দিবস নিয়ে মোদির বিতর্কিত পোস্ট, বাংলাদেশের প্রতিবাদ

পোস্ট ডেস্ক : ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাত থেকে মুক্ত হয় বাংলাদেশ। লাখো শহীদের রক্ত ও মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে পাওয়া সেই স্বাধীনতাকে নিজেদের দাবি করছে ভারত।

সোমবার (১৬ ডিসেম্বর) বাংলাদেশের বিজয় দিবসের দিনকে ভারতের ঐতিহাসিক বিজয় উল্লেখ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে একটি পোস্ট দিয়েছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ––১৬ পৃষ্ঠায়

৬৪ ডিসির প্রতিবাদ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : উপসচিব পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ জানিয়েছে দেশের সবগুলো জেলা প্রশাসনে কর্মরত কর্মকর্তাসহ জেলা প্রশাসকরা (ডিসি)। প্রতিবাদ জানায় বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনও।

বুধবার এ সংক্রান্ত প্রতিবাদলিপি মন্ত্রিপরিষদ সচিব ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবের দপ্তরে দেয়া হয়। এতে ৬৪ জেলার ডিসিরা পৃথক কার্যবিবরণী পাঠিয়েছেন। প্রতিবাদপত্রে বলা হয়, উপসচিব পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে সংস্কার কমিশন যে ধরনের ––১৬ পৃষ্ঠায়

দর্শক ভালোবাসায় ২০ থেকে ২১ বছরে পা রাখলো জনপ্রিয় টেলিভিশন চ্যানেল এস

বিলেতে প্রতিষ্ঠিত ইউরোপে বাঙালীদের সংকট সংগ্রাম ও সম্ভাবনার সব খবরে দর্শক ভালোবাসায় ২০ থেকে ২১ বছরে পা রাখলো জনপ্রিয় টেলিভিশন, চ্যানেল এস। কমিউনিটির বিশিষ্ট জন ও দর্শক ভালোবাসায় বর্ণাঢ্য আয়োজনে পালিত হয়েছে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী।

সোমবার চ্যানেল এস এর নিজস্ব ভবনে বিভিন্ন ––১২ ও ১৩ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাজ্য জাসদের উদ্দোগে ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস পালিত

লন্ডন ১৬ই ডিসেম্বর ২০২৪: বাংলাদেশের ৫৩তম জাতীয় বিজয় দিবস উপলক্ষে পূর্ব লন্ডনের প্রীন্সলেট ষ্ট্রীটের লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবে যুক্তরাজ্য জাসদের উদ্দোগে বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

যুক্তরাজ্য জাসদের সভাপতি বীর মুক্তিযুদ্ধা এডভোকেট হারুনুর রশীদের সভাপতিত্বে এবং যুক্তরাজ্য জাসদের সাধারন সম্পাদক সৈয়দ আবুল মনসুর লিলু ও যুগ্ম সাধারন সম্পাদক সালেহ আহমদের যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাধীনতা যুদ্ধের সকল শহীদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে ১ মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। এর পর সম্মিলিত কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে আলোচনা শুরু হয়।

সভার শুরুতে যুক্তরাজ্য জাসদের সভাপতি হারুনুর রশীদের স্বাগতিক বক্তব্য তুলে ধরেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে স্বাধীনতা যুদ্ধের সকল শহীদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান এবং বিজয় দিবসের আলোকে বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের উপর বিষদ আলোচনা করেন। তিনি বলেন, পৃথিবীর মধ্যে যে গুটিকয়েক দেশ দখলদারদের সাথে সরাসরি যুদ্ধ করে বুকের রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছে, বাংলাদেশ তাদেরই একটি। তাই যে কেউ ইচ্ছা করলেই ইতিহাস থেকে '৭১ এর মুক্তিযুদ্ধকে মুছে ফেলতে পারবেনা। তিনি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল রাজনৈতিক শক্তির অটুট ঐক্যের আহ্বান জানান।

সভায় বক্তারা তাদের বক্তব্যে বলেন, বিগত সরকারের সীমাহীন দূর্নীতি এবং স্বেচ্ছাচারিতাই বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থার জন্য দায়ী। বক্তাগণ বাংলাদেশকে আজকের অবস্থা থেকে ফিরিয়ে আনতে '৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সকল প্রগতিশীল রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করার আহবান জানান ।

যুক্তরাজ্য জাসদ নেতৃবৃন্দ তাদের বক্তব্যে '৭১ এর জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, কেউ ইচ্ছা করলেই ২০২৪ সাল দিয়ে বিশ্বনন্দিত ঐতিহাসিক ১৯৭১ সালকে ইতিহাস থেকে মুছে ফেলতে পারবেননা। পৃথিবীর বুকে বাংলাদেশ যতদিন থাকবে ততদিন '৭১ এর জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার ইতিহাস এবং বঙ্গবন্ধুর নাম চির ভাস্কর হয়ে থাকবে।

তারা বলেন, মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত শক্তি পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে ২৪ দিয়ে '৭১কে মুছে ফেলতে চাইছে। মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত শক্তিসহ বাংলাদেশের জন্মশত্রুরা তাদের পরাজয়ের প্রতিশোধের রাজনীতি শুরু করেছে। তারা মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশকে মুছে ফেলে পূর্ব পাকিস্তান পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছে।

যুক্তরাজ্য জাসদ নেতৃবৃন্দ কেন্দ্রীয় জাসদ সভাপতি, সাবেক মন্ত্রী বীর মুক্তিযুদ্ধা জননেতা হাসানুল হক ইনুর উপর থেকে মামলা প্রত্যহার করে নির্শত মুক্তির দাবী জানান। সাথে সাথে সারা দেশের জাসদের নেতা কর্মীদের উপর রাজনৈতিক প্রতিহিংসা মূলক মামলা প্রত্যহার করে নেওয়ার জন্য অন্তর্বর্তিকালীন সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

যুক্তরাজ্য জাসদ নেতৃবৃন্দ জাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি, সিলেট জেলা জাসদের সভাপতি, সিলেট ডায়াবেটিস সমিতির সাধারন সম্পাদক বিশিষ্ট সমাজসেবক জননেতা লোকমান আহমদসহ তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের উপর থেকে মিথ্যা মামলা পরিহার করে নেওয়ার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

সভায় বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য জাসদের সিনিয়র সদস্য বীর মুক্তিযুদ্ধা ডঃ আবু মুস্তফা, সাধারন সম্পাদক সৈয়দ আবুল মনসুর লিলু, যুগ্ম সাধারন সম্পাদক সালেহ আহমদ, সিলেট জেলা জাসদের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক এবং যুক্তরাজ্য জাসদের কার্যকরী কমিটির সদস্য আলাউদ্দিন আহমদ মুক্তা, সিনিয়র জাসদ নেতা আব্দুল হক, যুক্তরাজ্য জাসদের অর্থ বিষয়ক সম্পাদক রেদওয়ান খাঁন, প্রচার ও যোগাযোগ বিষয়ক সম্পাদক এমরান আহমদ, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক সৈয়দা বিলকিস মনসুর, যুক্তরাজ্য জাসদ ও নারীজোট নেত্রী রেহানা বেগম, যুক্তরাজ্য জাসদের সদস্য মিসেস রহিমা খাতুন।

এছাড়াও অথিতিদের মধ্যে যারা বক্তব্য রাখেন তারা হলেন যথাক্রমে, লন্ডন বারা অব টাওয়ার হেমলেট কাউন্সিলের সাবেক মেয়র সেলিম উল্লাহ, গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সভাপতি মুহিবুর রহমান, বীর মুক্তিযুদ্ধা মোহাম্মদ আব্দুল হাদী, প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আ, ক, চুন্নু; ফেরদৌসি পারভিন লিপি, টিভি উপস্থাপিকা নাজরাতুন নাঈম, সমাজকর্মী দিলু চৌধুরী, বিয়ানীবাজার উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি আবুল হোসেন ওয়াদুদ, বিয়ানীবাজার ছাত্রলীগ সাবেক নেতা আতিকুর রহমান, মুজাহিদুল ইসলাম। আরও বক্তব্য রাখেন, সমাজকর্মী আব্দুল গাফ্ফার, আব্দুল মান্নান, সিরাজ উদ্দিন, নিশাত তাসনিম প্রভা প্রমুখ। সভাপতি হারুনুর রশীদের সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি হয়। সভা শেষে যুক্তরাজ্য জাসদের পক্ষ থেকে হালকা খাবার পরিবেশন করা হয় ।

টাওয়ার হ্যামলেটস টাউন হলে 'উইমেন ইন বিজনেস ফেস্টিভ্যাল' ১৯ ডিসেম্বর থেকে

ব্যবসায় নারীদের অংশগ্রহণকে উদযাপন এবং তাদের তৈরি পণ্য উপস্থাপন করতে টাওয়ার হ্যামলেটস টাউন হলে আগামী ১৯ ডিসেম্বর থেকে ২২ ডিসেম্বর প্রতিদিন সকাল ১১ টা থেকে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে উইমেন ইন বিজনেস।

চারদিনের এই উৎসবে নেটওয়ার্কিং, কেনাকাটা এবং ব্যবসায় মহিলাদের অংশগ্রহণকে উদযাপন করা হবে। সমমনা ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে, নতুন পণ্য এবং সার্ভিসগুলো সম্পর্কে জানতে এবং মহিলা উদ্যোক্তাদের সমর্থন করতে এই উৎসবে যোগ দিতে সবাইকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

এবারের উৎসবে, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন নারীর স্বাস্থ্য, নারীর প্রতি সহিংসতা এবং স্থানীয় ব্যবসায় নারীদের সাফল্য নিয়ে প্যানেল আলোচনা এবং সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা রেখেছে।

সপ্তাহান্তে শিশুদের ফেস পেইন্টিং, আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট এবং বেলুন মডেলিং এর আয়োজন রয়েছে।

এই উৎসব সকল পরিবারের জন্য ফ্রি। বিস্তারিত তথ্য জানতে ভিজিট করুনঃ www.eventbrite.co.uk/e/women-in-business-festive-fair-2024-tickets-10970378

প্রকাশিত হয়েছে 'আওয়ার ইস্ট এন্ড' এর ডিসেম্বর ইস্যূ

টাওয়ার হ্যামলেটস্ কাউন্সিলের ত্রৈমাসিক প্রকাশনা 'আওয়ার ইস্ট এন্ড' এর ডিসেম্বর সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

বারার নতুন খবর, আপডেট এবং স্থানীয় কমিউনিটির গল্পসমূহ নিয়ে সমৃদ্ধ এই ম্যাগাজিনটি এখন টাওয়ার হ্যামলেটসের প্রতিটি ঘরে পৌঁছে দেয়া হচ্ছে।

আপনি যদি অনলাইনে এই ইস্যূ সহ পুরনো ইস্যূ পড়তে চান, তাহলে ভিজিট করুনঃ https://www.towerhamlets.gov.uk/News_events/Our_Ea

স্টাফ এবং বাসিন্দাদের জন্য নতুন গাড়ি ক্লাব স্কিম চালু করেছে টাওয়ার হ্যামলেটস্ কাউন্সিল

কাউন্সিলের স্টাফদের সহায়তা, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কার্বন নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল গাড়ি-শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম হিয়াকার-এর সঙ্গে অংশীদারিত্ব করেছে। এই উদ্যোগে কর্মীদের জন্য একটি বিশেষ গাড়ি ক্লাব চালু ও পরিচালনা করা হবে। ২ ডিসেম্বর থেকে, টাউন হলে তিনটি হাইব্রিড গাড়ি কর্মীদের জন্য সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত ব্যবহারের জন্য রাখা হয়েছে।

কাজের মূল সময়ের বাইরে, এই গাড়িগুলো হিয়াকার-এর বুকিং সিস্টেমের মাধ্যমে সাধারণ জনগণের জন্য ভাড়ায় পাওয়া যাবে।

এই অংশীদারিত্বের লক্ষ্য হলো খরচ কমানো, ভ্রমণের ব্যবস্থা সহজতর করা এবং কাউন্সিল স্টাফদের জন্য একটি নিম্ন-নিঃসরণ পরিবহন বিকল্প সরবরাহের মাধ্যমে কার্বন হ্রাসের লক্ষ্যে কাজ করা।

এই উদ্যোগের মাধ্যমে কাউন্সিলের বহরের খরচ কমানো এবং সেল্ফ-সার্ভিস বুকিং প্ল্যাটফর্ম ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কাউন্সিল মালিকানাধীন যানবাহনের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা যাবে।

গবেষণা অনুযায়ী, কার ক্লাবগুলো কমিউনিটির জন্য অনেক সুবিধা নিয়ে আসে। এই সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছে, গাড়ি ব্যবহারের মাইলেজ কমে, পাবলিক স্পেস খালি হয় এবং যারা মাঝে মাঝে গাড়ি ব্যবহার করেন তাদের সহায়তা হয়।

কোলাবোরেটিভ মোবিলিটি ইউকের ২০২৩ সালের বার্ষিক রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৩ সালে যুক্তরাজ্যে প্রতিটি গাড়ি ক্লাবের যানবাহন ১৪ থেকে ৩২টি ব্যক্তিগত গাড়ির বিকল্প হিসেবে কাজ করেছে। ৭৫% মানুষ বলেছেন, তারা গাড়ি ক্লাবে যোগ দিয়েছেন কারণ তাদের প্রায়ই গাড়ির প্রয়োজন হয় না। গড়ে, প্রতিটি সদস্য বছরে তাদের মোট গাড়ি মাইলেজ ১৫৩ মাইল কমিয়েছেন।

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল সুয়াল বরো কাউন্সিল, সেন্ট্রাল বেডফোর্ডশায়ার কাউন্সিল, ইস্ট লোথিয়ান কাউন্সিল এবং ল্যাংকাস্টার সিটি কাউন্সিলের মতো অন্যান্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে গাড়ি-শেয়ারিং প্রযুক্তি গ্রহণে যোগ দিয়েছে।

কাউন্সিলের এনভায়রনমেন্ট এন্ড দ্যা ক্লাইমেট ইমার্জেন্সি বিষয়ক কেবিনেট মেম্বার কাউন্সিলর শফি আহমেদ বলেন, "আমাদের এই জনপদকে একটি পরিষ্কার ও পরিবেশ বান্ধব সবুজ টাওয়ার হ্যামলেটস তৈরির পথে এগিয়ে নিতে এই অংশীদারিত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আমাদের কর্মীদের জন্য একটি টেকসই ও সাশ্রয়ী ভ্রমণ বিকল্প সরবরাহ করার মাধ্যমে, আমরা শুধু আমাদের কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমাচ্ছি না, বরং কাউন্সিলের সম্পদগুলোরও সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করছি। আমরা দক্ষতা উন্নত করতে, আমাদের কর্মীদের সহায়তা করতে এবং পুরো বারাতে পরিবেশ-বান্ধব নীতি প্রচারে সম্পূর্ণভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

তিনি আরও বলেন, "আমি বিশেষভাবে আনন্দিত যে এই যানবাহনগুলো কাজের সময়ের বাইরে স্থানীয় সাধারণ জনগণের ব্যবহারের জন্যও উপলব্ধ থাকবে। এটি আমাদের স্থানীয় কমিউনিটিকে আরও সুবিধা প্রদান করবে এবং নিম্ন-নিঃসরণ পরিবহন ব্যবহারে উৎসাহিত করবে।"

হিয়াকার-এর কাস্টমার সাকসেস প্রধান অ্যান্ডি বার্নস বলেন, "টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সঙ্গে কাজ করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। এই দূরদর্শী প্রতিষ্ঠানটি আমাদের প্রযুক্তি ব্যবহার করে শুধুমাত্র নিঃসরণ কমানো, যানবাহনের ব্যবহার বাড়ানো, গ্রে-মাইলেজ খরচ কমানো এবং বহর ব্যবস্থাপনাকে সহজতর করছে না, বরং সন্ধ্যা, ছুটির দিন ও সরকারি ছুটিতে সাধারণ মানুষের জন্য যানবাহন ভাগাভাগির সুযোগও দিচ্ছে। এটি টাওয়ার হ্যামলেটসের বাসিন্দা ও দর্শনার্থীদের জন্য সাশ্রয়ী গাড়ি ক্লাব ব্যবহারের সুবিধা আরও সহজতর করছে।"

ইকরা বাংলা টিভির উদ্যোগে লন্ডনে সাওতুল কোরআনের গ্রান্ড ফাইনালে অনুষ্ঠিত

ইকরা বাংলা টিভির উদ্যোগে লন্ডনের রয়েল রিজেন্সি হলে আন্তর্জাতিক কুরআন তিলাওয়াত প্রতিযোগিতা সাউতুল কুরআন এর গ্রান্ড ফাইনাল অনুষ্ঠান সম্পন্ন। গত ১৫ ডিসেম্বর রবিবার বৃটেনের বিভিন্ন শহর থেকে দলে দলে গ্রান্ড ফিনালে অনুষ্ঠানে ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা যোগদান করেন।

বিকেল ৪ টা থেকে নিয়ে রাত ৮টা পর্যন্ত বিভিন্ন পর্বে আল কোরআনকে নিয়ে ছিল চমৎকার আয়োজন। সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন আল খায়ের ফাউন্ডেশন ও ইকরা টিভির চেয়ারম্যান ইমাম কাসিম রশিদ আহমদ।

আন্তর্জাতিক কুরআন তিলাওয়াত প্রতিযোগিতা সাওতুল কোরআন প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন আব্দুর রহমান ছাবিদ। সাউতুল কুরআন ২৪ ইং প্রথম স্থান অর্জন করে তিনি পুরষ্কার হিসেবে পেয়েছেন তিন হাজার পাউন্ডের চেক ও ক্রেস্ট। রয়েল রিজেন্সি হল লন্ডনে এ প্রতিযোগিতার ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৮ জন প্রতিযোগি অংশ নেন। প্রতিযোগিতায় ২য় স্থান অধিকার করে দুই হাজার পাউন্ডস পেয়েছেন ইসা হক, আর ৩য় স্থান অর্জন করে এক হাজার পাউন্ডস পেয়েছেন ইলিয়াস হামিদ সুলতান। এছাড়াও প্রত্যেক ফাইনাল প্রতিযোগিকে তিন শত পাউন্ডস ও একটি করে ট্রফি তার সাথে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

ইক্বরা বাংলা টিভির উদ্যোগে আন্তর্জাতিক ভাবে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ আয়োজনে বিভিন্ন দেশের প্রায় ১৫০ প্রতিযোগি অংশ নেন। বিভিন্ন ধাপ পেরিয়ে ৮ জন প্রতিযোগি ফাইনালে পৌঁছেন। ইক্বরা বাংলা টিভির পরিচালক ও সাওতুল কোরআন প্রতিযোগিতার প্রধান বিচারক শায়খ ক্বারী হুজাইফার সার্বিক তত্ত্বাবধানে বেলা ৪ টায় শুরু হয় ফাইনাল প্রতিযোগিতার এ অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠানের উপস্থাপনায় ছিলেন মুফতী শাহ হামজা ।সহযোগী ছিলেন মুফতী ছালেহ আহমদ ও মাওলানা আবদুল বাসিত।

আল কোরআনকে কেন্দ্র করে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পর্বে কোরআনের তেলাওয়াত শুনে মুগ্ধ হন উপস্থিত হাজারো শ্রোতাবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্যে রাখেন বৃটেনের বিশিষ্ট আলেম শায়খুল হাদিস মুফতী আব্দুর রহমান মনোহরপুরী ও শায়খ মাওলানা মুফতী আব্দুল মুনতাকিম।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট জনের মধ্য উপস্থিত ছিলেন ইষ্ট লন্ডন মসজিদের ইমাম হাফিজ মাওলানা আবুল হুসাইন খান,মাওলানা গোলাম কিবরিয়া, মাওলানা ইমদাদুর রহমান আল মাদানী, মাওলানা ফয়েজ আহমদ, মাওলানা ছাদিকুর রহমান,লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের সেক্রেটারি তাইসির মাহমুদ,হাফিজ হোসাইন আহমদ বিশ্বনাথী, মাওলানা সৈয়দ নাঈম আহমদ, ক্বারী মাওলানা আনিসুল হক, ক্বারী মাওলানা মুদ্দিসসির আনোয়ার, মাওলানা ছাইদ আলী,মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, মাওলানা

কামরুল হাসান,মাওলানা ছালেহ আহমদ, মাওলানা শেখ মনোয়ার,মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন,মাওলানা নাজমুল হাসান প্রমুখ।

সাউতুল কুরআনের প্রতিযোগিতায় ইকরা বাংলা টিভির ১০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে বিশেষ আয়োজন ছিল। ১০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে উপস্তিত সম্মানিত অতিথি গণ তাদের মুল্যবান অনুভূতি প্রদান করেন এবং এর পাশাপাশি ইকরা বাংলা টিভি এর গত ১০ বছরের কমিউনিটির কল্যাণে পরিচালিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও বিশ্বব্যাপী কার্যক্রমের ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়।

আল কোরআনকে কেন্দ্র করে আয়োজিত ব্রিটেনের সর্ববৃহৎ এই অনুষ্ঠানটি লাইভ সম্প্রচারিত হয় ইকরা টিভি, ইকরা বাংলা টিভি ও ইসলাম টিভিতে। এর মাধ্যমে লাখো শ্রোতা বিভিন্ন দেশ থেকে আল কোরআন কনফারেন্সে সংযুক্ত ছিলেন। আল খায়ের ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ইমাম কাসীম রাশিদ আহমদের দোয়ার মাধ্যমে আল কোরআন কনফারেন্সের সমাপ্তি ঘটে।

আন্তর্জাতিক কুরআন তিলাওয়াত প্রতিযোগিতা সাউতুল কুরআনের অনুষ্ঠানটি সর্বাত্মকভাবে সফল করায় সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান উপদেষ্টা শাইখুল হাদিস মুফতি আব্দুর রহমান, সম্মেলন বাস্তবায়ন কমিটির অন্যতম সদস্য মুফতি আব্দুল মুনতাকীম,মাওলানা ফয়েজ আহমদ,হাফিজ হোসাইন আহমদ বিশ্বনাথী, মুফতি সালেহ আহমদ,মাওলানা আব্দুল বাসীত ও মাওলানা সৈয়দ নাঈম আহমদ।

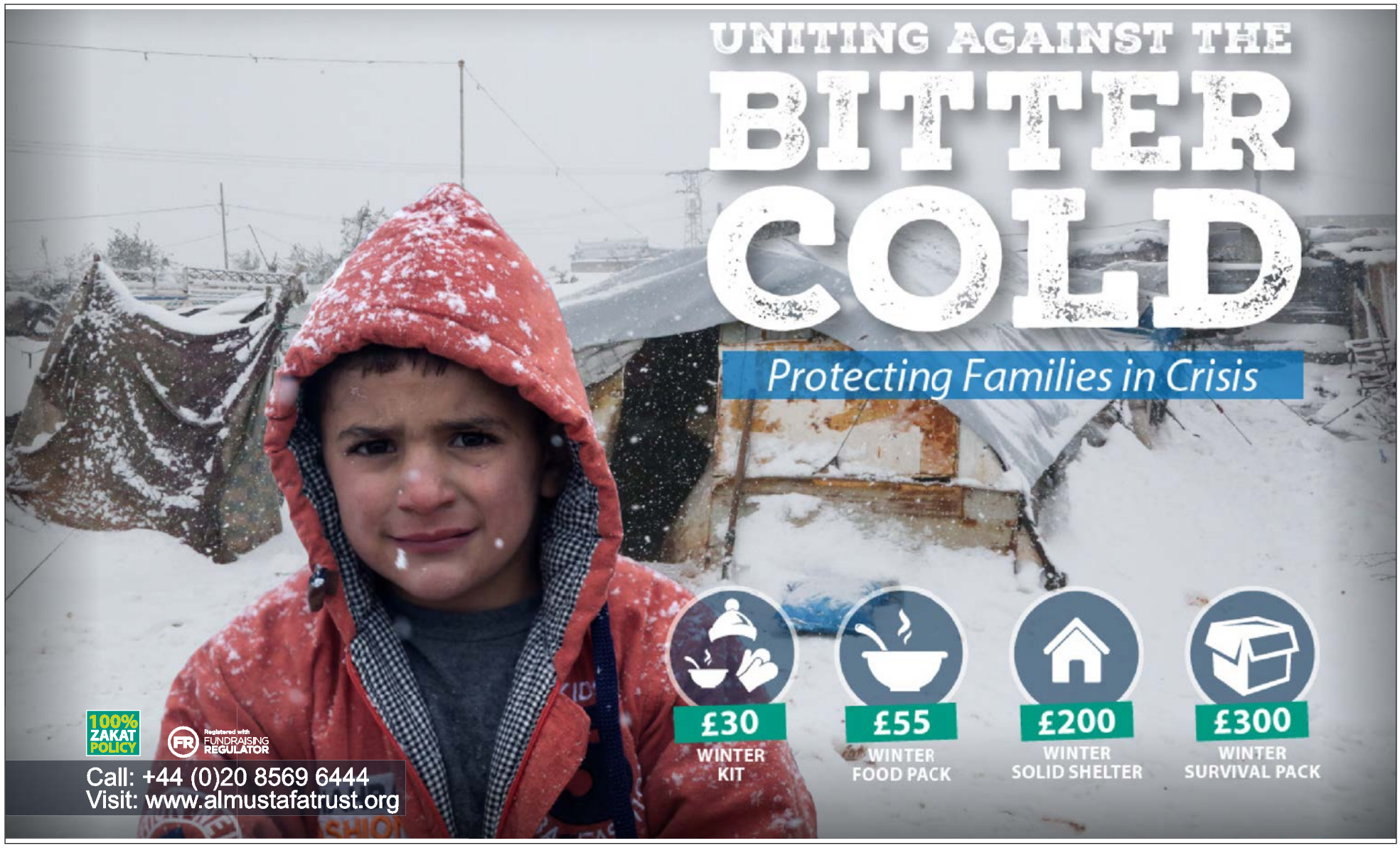

বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল ইউ কে এর উদ্যোগে নো ভিসা ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে সভা

গত ৯ ডিসেম্বর ২০২৪ ইংরেজী তারিখে বাংলাদেশ ওয়েল ফেয়ার কার্ডন্সিল ইউ কে এর উদ্যোগে দর্পণ মিডিয়া সেন্টারে বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার কাউন্সিলের সভাপতি মোহাম্মদ আব্দুল মুকিত এর সভাপতিত্বে সহ-সাধারন সম্পাদক জহির উদ্দিন লাকীর পরিচালনায় নো ভিসা ফি ৪৬ পাউন্ড থেকে ৭০ পাউন্ড এবং ই-পাসপোর্ট ফি বৃদ্ধি করার প্রতিবাদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে পবিত্র কোরআন থেকে তেলওয়াত করেন মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল কুদ্দুছ, অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সাংবাদিক রহমত আলী, সলিসিটর মোহাম্মদ ইয়াওর উদিন, সেলিম আহমদ, শেখ ইসতাব উদ্দিন আহমদ, এম এ রব, কদর উদ্দিন, মোঃ আলী আফসার, মোঃ ফয়সাল আহমদ জনি, মোঃ নূরুল ইসলাম, লায়েক মিয়া, আব্দুর রহিম বেগ, ফয়সল আহমদ প্রমুখ।

বক্তাগণ তাদের বক্তব্যে বলেন অনথি বিলম্বে নো ভিসা ফি ৪৬ পাউন্ড থেকে ৭০ পাউন্ড এবং ই-পাসপোর্ট ফি বৃদ্ধি প্রত্যাহার করার দাবি জানানো হয়।

বাংলাদেশে মব ভায়োলেন্স ও সাধারন মানুষের নিরাপত্তা চেয়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরাবরে এনআরবি রাইট ইন্টারন্যাশনাল ইউকে'র স্মারকলিপি

আনসার আহমেদ উল্লাহ ঃ বাংলাদেশে মব ভায়োলেন্স, অন্যায়-অনিয়ম, দেশব্যাপী সহিংসতা এবং ধর্মীয় উগ্রবাদের উত্থান, সংখ্যালঘু নির্জাতন ও সাধারন মানুষের জান-মালের নিরাপত্তার দাবী জানিয়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরাবরে একটি স্মারক লিপি প্রদান করেছে ''এনআরবি রাইট ইন্টারন্যাশনাল ইউকে'' নামের একটি মানবাধিকার সংগঠন। ১৭ ডিসেম্বর মঙ্গলবার ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর অফিস ১০নং ডাউনিং ষ্ট্রীটে স্মারকলিটি পৌঁছেদেন সংগঠনের প্রেসিডেন্ট আব্দুল কাদির চৌধুরী মুরাদ, সেক্রটারী শাহ মুস্তাফিজুর রহমান বেলাল, ইয়াছিন সুলতানা পলিন ও কিটন শিকদার।

স্মারক লিপিতে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় ইংরেজী দৈনিক ডেইলী ষ্টার এর প্রতিবেদন এবং নির্জাতিত মানুষের উদৃতি উল্লেখ করে বলা হয় চলতি বছরের ৫ আগষ্ট আওয়ামীলীগ সরকারের পতনের পর দেশব্যাপী ড. ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তরবর্তি কালীন সরকারের অধীনে, প্রতিদিনই চলছে দেশব্যাপী মব-জাষ্ট্রিজ, দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধর্মালম্বী ও ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের মুসলিম সহ ধর্মীয় সংখ্যালঘুর উপর চলছে নিপীড়ন নির্য্যাতন। সমগ্র দেশে সাংবাদিক, মানবাধিকারকর্মি, সহ বিভিন্ন পেশাজীবিরাও নিরাপত্তা হীনতায় ভোগছে। কয়েক হাজার পুলিশ সদস্যকে হত্যা করা হয়েছে। চিহ্নিত ক্রিমিনাল এবং সাজাপ্রাপ্তদের মুক্ত করে দিয়েছে সরকার। মিথ্যা মামলায় কোন ওয়ারেন্ট ছাড়াই অসংখ্য মানুষকে গ্রেফতার করা হচ্ছে। নিরাপত্তাহীনতায় ভোগছে সাধারণ মানুষসহ পাহাড়ি উপজাতিরাও।

উগ্রবাদিরা প্রকাশ্যে হুমকি দিচ্ছে অভিন্ন ধর্ম বর্ন ও জাতি গোষ্ঠীর মানুষদের। এমন অবস্থাতে পুলিশও কোন মামলা বা সহযোগিতায় সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারছেনা। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তায় ও নিরাপত্তা বাহিনীকে রাজনৈতিকভাবে স্তিমিত করে রাখা হয়েছে। স্মারকলিপিতে বাংলাদেশের ব্যাপারে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়।

লন্ডনে কাউন্সিলর আব্দুল মুবিন ও নবনির্বাচিত সম্পাদক মিছবাহ্ সংবর্ধিত

মোজাম্মেল আলী, কার্ডিফ, ইউকেঃ গোয়াইনঘাট প্রবাসী সমাজকল্যাণ পরিষদের উদ্যোগে কাউন্সিলর আব্দুল মুবিন ও নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মিছবাহ্ উদ্দিনের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানসম্পন্ন হয়েছে।

১০/১২/২০২৪ তারিখ রোজ মঙ্গলবার লন্ডনের হোয়াইটচ্যাপেল তারাতারী রেস্টুরেন্টের হল রুমে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় সিলেটের গোয়াইনঘাট থেকে যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ডশায়ারের উটনি টাউন কাউন্সিলে নবনির্বাচিত কাউন্সিলর আব্দুল মুবিন এবং গোয়াইনঘাট প্রবাসী সমাজকল্যাণ পরিষদের কেন্দ্রীয় ত্রি বার্ষিক নির্বাচন ২০২৪ এ নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মিছবাহ্ উদ্দিনের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে।

যুক্তরাজ্য শাখার সভাপতি মোহাম্মদ মিছবাহ্ উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও যুক্তরাজ্য শাখার যুগ্ম সম্পাদক আহমেদ সুজনের সঞ্চালনায় এবং যুক্তরাজ্য শাখার সদস্য মিনহাজ আহমেদের কুরান তেলাওতের মাধ্যমে শুরু হওয়া সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে লন্ডন টাওয়ার হ্যামলেটস্ কাউন্সিলের স্পিকার সাইফুদ্দিন খালেদ প্রধান অতিথি, সংবর্ধিত অতিথি হিসেবে সদ্য সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মোহাম্মদ সদরুল ইসলাম, বিশেষ অতিথি বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ গোলাপ মিয়া, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ হেলাল উদ্দিন, গ্রেটার জৈন্তা নেটওয়ার্ক ফর জাস্টিস ইউকের উপদেষ্টা ব্যারিস্টার আবু সাদাত সোহেল ডালিম, কোম্পানীগঞ্জ অ্যাসোসিয়েশন ইউকের সাধারণ সম্পাদক সেলিম, যুক্তরাজ্য শাখার প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি ফারুক মিয়া, যুক্তরাজ্য শাখার সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী সুমন,বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী তোরাব আলী, ফজলু মিয়া, খালিদ কিবরিয়া,গ্রেটার জৈন্তা নেটওয়ার্ক ফর জাস্টিস ইউকের উপদেষ্টা গোলাম কুদ্দুস কামরুল, গ্রেটার জৈন্তা নেটওয়ার্ক ফর জাস্টিস ইউকের উপদেষ্টা আহসানুল কবির বুলবুল, এখলাছ উদ্দিন, নূরুল আলম বাবুল, সাইফুর রহমান মিলাদ, দেলোয়ার হোসেন, যুক্তরাজ্য শাখার সহ সভাপতি ইকবাল আহমদ, গ্রেটার জৈন্তা নেটওয়ার্ক ফর জাস্টিস ইউকের সমন্বয়ক লাহিন আহমেদ, যুক্তরাজ্য শাখার কার্য্যনির্বাহী সদস্য মহি উদ্দিন সুমন, রন্জন বিশ্বাস, ছাত্রদল নেতা সালেহ্ আহমেদ প্রমুখ বক্তব্য প্রদান করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্পিকার সাইফুদ্দিন খালেদ বলেন " কাউন্সিলর থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রীর পদ পর্য্যন্ত আমাদের মাঝ থেকেই কেউ হবে ,আমাদের সন্তান হবে না হয় আমাদের নাতি নাতনি হবে " বলে ইউকে মূল ধারার রাজনীতির সাথে জড়িত হতে সবাইকে উৎসাহ প্রদান করেন।

বিজয় দিবসে ম্যানচেস্টারে বাংলাদেশ সহকারী হাইকমিশনে প্রবাসীদের উপচে পড়া ভীড়

এ বছরের বিজয় দিবস ছিলো বিপ্লব পরবর্তী প্রথম বিজয় দিবস। বাংলাদেশ ও সারা বিশ্বের বাংলাদেশীদের মতো ব্রিটেনের বাংলাদেশী কমিউনিটিও দেশ গড়ার নতুন প্রত্যয়ে অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশে ষোলোই ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিজয় দিবস উদযাপন করেছেন। এরই অংশ হিসাবে নর্থ ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টারে বাংলাদেশ সহকারী হাইকমিশন আয়োজিত বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে ছিলো প্রবাসী বাংলাদেশীদের উপচে পড়া ভীড়। বিদায়ী এসিস্ট্যান্ট হাইকমিশনার কাজী জিয়াউল হাসানের সভাপতিত্বে সমাবেশে নতুন এসিস্ট্যান্ট হাইকমিশনার মোহাম্মদ জুবায়েদ হোসেনও উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত ও জাতীয় সঙ্গীতের পর মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা এবং পররাষ্ট্র উপদেষ্টার বাণী পড়ে শোনান হাইকমিশনের কর্মকর্তারা। বিজয় সমাবেশে নর্থ ইংল্যান্ডের বিভিন্ন শহর থেকে বিপুল সংখ্যক কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ অংশ গ্রহণ করেন। বিজয় দিবসের তাৎপর্য এবং বিপ্লব পরবর্তী বাংলাদেশের উন্নয়নে বিভিন্ন করণীয় নিয়ে বিশিষ্টজন বক্তব্য দেন। বক্তাদের অন্যতম কয়েকজন হলেন রচডেল সিটির মেয়র আলী আহমেদ, মানচেস্টার সিটির কাউন্সিলর আহমেদ আলী, নর্থ ইংল্যান্ড বাংলাদেশী টিভি রিপোর্টারস এসোসিয়েশন নেবট্রা'র সভাপতি এম জি কিবরিয়া, উপদেষ্টা ফারুক যোশী ও এম আহমেদ জুনেদ, প্রশিক্ষণ সম্পাদক সৈয়দ মিজান, নির্বাহী সদস্য বশীর আহমেদ, যুক্তরাজ্য বিএনপি জোন থ্রি এর সভাপতি কামাল হোসেন, সেক্রেটারি লিটন চৌধুরী, কমিউনিটি নেতা আমান আজমী, মনসুর আহমদ, কামাল খান, ফয়জুল ইসলাম, মোসাদ্দিক আহমেদ, সৈয়দ আহমেদ আলী, ওয়াহিদ মল্লিক, সৈয়দ জাবের আহমদ, গোলাম রব্বানীসহ আরো অনেকে। নেবট্রা সভাপতি এম জি কিবরিয়া এবং আরো কয়েকজন বক্তা হাইকমিশনের কনস্যুলার সার্ভিসের মানোন্নয়ন, নো ভিসা ফি কমানো এবং বিমানের ম্যানচেস্টার-সিলেট ফ্লাইট চালু রাখার দাবী জানান। ম্যানচেস্টারস্থ বাংলাদেশী এসিস্ট্যান্ট হাইকমিশনের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সমাবেশে সবার চোখে মুখে ছিলো নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন। আগতরা নতুন ও বিদায়ী হাইকমিশনারদের সাথে কুশল বিনিময় করেন। দোয়া ও সংক্ষিপ্ত আপ্যায়নের মাধ্যমে সমাবেশ শেষ হয়।

রেডব্রিজ কমিউনিটি ট্রাস্ট ইউকে বিজয় দিবস উদযাপন করেছে

রেডব্রিজ কমিউনিটি ট্রাস্ট ইউকে গতকাল রাতে পূর্ব লন্ডনের ফরেস্ট গেটের আয়ানস রেস্টুরেন্টে বাংলাদেশের ৫৪তম বিজয় দিবস উদযাপন করেছে। ট্রাস্টের সভাপতি মোহাম্মদ অহিদ উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক (আরটিএন)শাহীন শাহ আলম চৌধুরী। সম্মানিত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন ফ্রেন্ডস অফ ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন সিলেট ইউকে-এর সেক্রেটারি সৈয়দ মনসুর আহমেদ খান এবং জনতা ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার শাহাদাত হোসেন সরকার। ডক্টর মাশুক আহমেদের কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়, এরপর বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

বক্তারা বাংলাদেশের বিজয় দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরেন, মুক্তিযুদ্ধের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। তারা নয় মাসের সংগ্রামে অগণিত শহীদের জীবন এবং তাদের মর্য্যাদা ও জীবন হারানো লক্ষাধিক নারীর সহ্য করা বিশাল ত্যাগের কথা তুলে ধরেন। বক্তারা যারা পাকিস্তান থেকে স্বাধীনতা অর্জনে অবদান রেখেছেন তাদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সহ-সভাপতি আফসার হোসেন এনাম, কোষাধ্যক্ষ এনামুল হক এনাম, যুগ্ম সম্পাদক নিয়াজ চৌধুরী, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব এবং প্রেস ও প্রচার সম্পাদক মিসবাহ জামাল, শিক্ষা সচিব শাহীন আহমেদ, সদস্য সচিব জয়নুল চৌধুরী, সমাজ ও কল্যাণ সম্পাদক আবু তারেক চৌধুরী, ডাঃ সাঈদ মাশুক আহমেদ, এনিল চৌধুরী, কামরুল হোসেন দেলোয়ার, সিরাজুল ইসলাম, নাজমুল ইসলাম চৌধুরী, সৈয়দ মাহবুব আলম, জহির হোসেন গাউস, মহিউদ্দিন আহমেদ আলমগীর, শাহাদাত হোসেন মনির ও নাঈম আহমেদ জয়।

সভা শেষ করার আগে, সভাপতি মোহাম্মদ অহিদ উদ্দিন উপস্থিত থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানান এবং ১৮ জানুয়ারী ২০২৫ শনিবার সেন্ট জনস্ স্ট্রিটে, সেন্ট জন'স চার্চে, তাদের বন্ধুবান্ধব ও পরিবারের সাথে নির্ধারিত আসন্ন স্টুডেন্ট অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য সবাইকে আমন্ত্রণ জানান।

মহান বিজয় দিবসে লন্ডন মহানগর বিএনপির শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি লন্ডন মহানগর ১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে প্রথম প্রহরে ১২:০১ ইস্ট লন্ডনের আলতাব আলী পার্কে নির্মিত কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মহান বিজয় দিবসে মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুস্তক অর্পণ করেন শ্রদ্ধা জানিয়েছে। লন্ডন মহানগর বিএনপির সাবেক সভাপতি. যুক্তরাজ্য বিএনপির সহসভাপতি মোঃ তাজুল ইসলাম, ও লন্ডন মহানগর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক. যুক্তরাজ্য বিএনপির সহসভাপতি আবেদ রাজা এবং যুক্তরাজ্য বিএনপির সদস্য. সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদ চৌধুরীর নেতৃত্বে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন লন্ডন মহানগর বিএনপির সাবেক সহসভাপতি সাহেদ উদ্দিন চৌধুরী, শরীফ উদ্দিন ভুঁইয়া বাবু. আব্দুর রব, কদর উদ্দিন. এম এ তাহের. সিনিয়র যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ফয়সল আহমেদ. যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক রোমান আহমেদ চৌধুরী.সোহেল শরীফ মোহাম্মদ করিম, সহ সাধারণ সম্পাদক সোহেল আহমেদ, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক জহিরুল হক জামান. বাবুল আহমেদ. কোষাধ্যক্ষ মোঃ জিয়াউর রহমান. দফতর সম্পাদক নজরুল ইসলাম মাসুক. সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক দেওয়ান মইনুল হক উজ্জ্বল. আইন বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার মোঃ শাহনেওয়াজ জুয়েল. ক্রীড়া সম্পাদক সৈয়দ আতাউর রহমান. সাংস্কৃতিক সম্পাদক আশিক বক্স. লন্ডন মহানগর বিএনপি নেতা মো: আমির হোসেন, শেরওয়ান আলী, সামসুল হক, বাচ্চু মিয়া. জামাল হোসেন. আলী আহমদ লিটন মোড়ল. বাবুল মুন্সি.আল মামুন. রফিক আহমদ. জয় ইসলাম মনির. শাহ টিপু. আব্দুল সালাম. হালিমুল ইসলাম হালিম. ইফতেখার হোসেন চৌধুরী সাকী. শাহ মোহাম্মদ রুমন মিয়া. মোহাম্মদ মিনহাজুল আবেদীন রাজা. খালেদ আহমেদ. বেলাল খান.উজ্জ্বল আলম চৌধুরী. মোঃ মুজিবুর রহমান. রুমেল আহমেদ. শাহীন আহমদ. ছাদিকুর রহমান. মো:শাহরিয়ার বিন আরিফ. মামুন মিয়া. মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ. নজরুল ইসলাম রাজু. আল আমিন মিয়া. ফরহাদ আহমদ. তোফায়েল আহমেদ. আহমদ বাছিত সাফিন. সোহেল আহমদ. আমির আলী. মোঃ নাহিদ. আল আমিন. আবু তাহের নাদিম. নোমান মিয়া. মোঃ হিফজুর রহমান. ফাহামিদ আহমদ প্রমুখ।

লন্ডন মহানগর বিএনপির সভাপতি মোঃ তাজুল ইসলাম তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন ১৭ বছর ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকার পার্শ্ববর্তী একটি দেশের ইশারায় গণতন্ত্র কে ধ্বংস করে মানুষের ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়েছিল। ছাত্র জনতার গণ আন্দোলনে হাসিনা পালিয়ে গেলেও তার ধূসর এখনও ষড়যন্ত্র লিপ্ত। তাই অবিলম্বে অন্তবর্তীকালীন সরকার তাদের আইনের আওতায় এনে দ্রুত বিচারের দাবী জানান।

লন্ডন মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবেদ রাজা বলেন দলের নেতাকর্মীদের সকল ভেদাভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ ভাবে সকল ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সজাগ থেকে দেশের জনগণের পক্ষে কাজ করার জন্য আহবান জানিয়েছেন।

হোয়াইটচ্যাপেল এন্ড শ্যাডওয়েল নেটওয়ার্কের আত্মপ্রকাশ

কমিউনিটির সেবায় আত্মপ্রকাশ করেছে নবগঠিত হোয়াইটচ্যাপেল এন্ড শ্যাডওয়েল নেটওয়ার্ক। আত্মপ্রকাশ উপলক্ষে সংগঠনের সভাপতি, বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা আবুল কাশেম হেলালের সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি মুহাম্মদ আলীর পরিচালনায় এবং আলতাব উদ্দিনের কোরান তেলায়তের

মাধ্যমে পূর্ব লন্ডনের হাক্লেস সেন্টারে গত সোমবার এক মনোজ্ঞ আলোচনা ও মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ডেপুটি মেয়র মায়ুম মিয়া তালুকদার।

এছাড়া, অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর আবু তালহা চৌধুরী, হারুন মিয়া, বদরুল চৌধুরী, আব্দুল ওয়াহিদ, আব্দুল মান্নান, আনা মিয়া, কাউন্সিলর আমিন, সাবিনা খান, টাওয়ার হ্যামলেটস কেয়ারার্স অরগানাইজেশান এর সভাপতি আব্দুল মান্নান, সেক্রেটারি আমির উদ্দিন, কমিউনিটি নেতা সিরাজুল ইসলাম শাহীন, সাদিকুর রহমান, আব্দুল্লাহ তারেক, আখতার মিয়া, মনির উদ্দিন, মুশাহিদ আলী, জোছনা বেগম, সাইদুল ইসলাম, আব্দুল্লাহ আল মুনিম, হাবিবুর রহমান বাবলু, সাইয়েদ জামাল আহমেদ, নাজিম উদ্দীন, হাফিজ সুমন, নিজাম উদ্দিন, শাহজাহান আহমেদ, তারেক, প্রমুখ।

সভায় বক্তারা বলেন, হোয়াইটচ্যাপেল ও শ্যাডওয়েল এলাকার জনগণের উন্নয়ন ও কল্যাণে এই নেটওয়ার্ক একটি নতুন পদক্ষেপ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। তারা স্থানীয় কমিউনিটিতে শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের সম্প্রসারণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, স্বাস্থ্যসেবা এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। বক্তারা আরো বলেন, এই নেটওয়ার্ক এলাকার সকল নাগরিকের জন্য একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে, যা সমাজে সাম্য, শান্তি এবং উন্নয়ন প্রতিষ্ঠা করবে।

সমাপনী বক্তব্যে আবুল কাশেম হেলাল কমিউনিটির বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পে অংশগ্রহণের জন্য সকলের সহযোগিতা ও সমর্থন কামনা করেন, যাতে এলাকার উন্নয়ন আরও ত্বরান্বিত হয়।

পরে এক মনোজ্ঞ নৈশভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

হবিগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইউকের নবগঠিত কমিটি ও সভা

লন্ডনঃ গেল ৪ ডিসেম্বর ২০২৪ইং বুধবার বিকাল ৬.০০ টায় হবিগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইউকে'র নবগঠিত ৭১ সদস্য বিশিষ্ট কর্যকরি কমিটি উপস্থাপনের লক্ষ্য ও সংগঠনের করনীয় বিষয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে এক সভা ১৩৫ কর্মাশিয়াল ষ্ট্রীটস্থ জিএসসি ইউকের সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ সমাজকর্মী নবগঠিত কমিটির পূনরায় নির্বাচিত সভাপতি এম, এ, আজিজ। সভায় সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন নব নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক শামসুদ্দিন আহমেদ। সভার আলোচ্য সূচি ছিল

১। নবগঠিত কমিটির নেতৃবৃন্দ ও সদস্য গণের পরিচিতি ২। সদস্য সংগ্রহ ও মেম্বাশীপ ফিস আদায়। ৩। সংগঠনের তিনজন প্রয়াত নেতার বিদেহী আত্মার প্রতি সম্মান জানিয়ে শোক প্রকাশ। ৪। সংগঠনের তহবিল গঠন।

৫। কার্যকরী কমিটির নিয়মিত সভার আয়োজন করা। ৬। বিবিধ। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। অতঃপর নবগঠিত পূর্ণাঙ্গ কমিটির নেতৃবৃন্দ ও সদস্যদের নাম ঘোষণা করেন সংগঠনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার মাহমুদুল হক। তিনি নবগঠিত কমিটির সকল নেতৃবৃন্দকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। সংগঠনের সভাপতি সভায় অংশগ্রহণকারী সকল নেতৃবৃন্দ ও সদস্যদের স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। এবং সংগঠনকে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য তাকে পূনঃরায় দায়িত্ব দেওয়ার জন্য সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি নিজেদের মধ্যে ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব গড়ে তুলে সংগঠনকে শক্তিশালী ও গতিশীল করে প্রবাসে ও স্বদেশে আর্তমানবতার সেবা, উন্নয়ন এবং বিনোদন মূলক কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। সভায় অন্যান্যদের মাঝে বক্তব্য রাখেন সর্বজনাবঃ ব্যারিষ্টার মাহমুদুল হক, জুবায়ের আহমেদ, চৌধূরী নিয়াজ মাহমুদ লিংকন, মোঃ আব্দুল মোতাকাব্বির হারুন, জাহাঙ্গীর রানা, শাহ ফয়েজ আহমেদ, শেখ আইয়ূব আলী সোহেল, লিয়াকত চৌধুরী, গিয়াস উদ্দিন, অলিউর রহমান শাহীন, জালাল আহমেদ, দেওয়ান এ, রব মোর্শেদ, খায়ের জামান জাহাঙ্গীর, অদিত্য সাদী, এ রহমান অলি, জালাল উদ্দিন, মোঃ গাজীউর রহমান গাজী, মহিউদ্দিন আহমেদ, ইমরুল হোসেন, কামাল চৌধুরী, সৈয়দ মারুফ আহমেদ, সুমন আজাদ, মোঃ শাহীদুর রহমান ও শামসুদ্দিন আহমেদ প্রমূখ নেতৃবৃন্দ। সভায় বিস্তারিত আলাপ আলোচনা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নে লিখিত সিদ্ধান্তবলী গ্রহণ করা হয়।

১। নবগঠিত কমিটির প্রত্যেক সদস্যগণকে কুড়ি পাউন্ড ফিস পরিশোধ করে প্রাথমিক সদস্যপদ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অপর এক প্রস্তাবে যে সকল সদস্য এখনো ফিস পরিশোধ করেননি তাদেরকে আগামী কমিটি মিটিং এর আগে মেম্বারশীপ ফিস পরিশোধ করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। একই সাথে প্রত্যেক সদস্যগনকে নতুন সদস্য সংগ্রহ করার প্রস্তাব গ্রহন করা হয়।

২। সংগঠনের তহবিল গঠনের লক্ষ্যযে কার্যকরি কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক সকল নেতৃবৃন্দ ও সদস্যগণকে এককালীন অনুদান প্রদানের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৩। যথা শীঘ্র সম্ভব সংগঠনের একটি ব্যাংক একাউন্ট খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

৪। সংগঠনের প্রয়াত নেতৃবৃন্দ যথাক্রমে সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি জনাব ওমর ফারুক আনসারি, সহ- সভাপতি জনাব গুলজার হোসেন বাবুল ও সদস্য কবি দেওয়ান হাবিবের বিদেহী আত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এক মিনিট নিরবতা পালন করে তাদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করা হয়।

৫। প্রতি বছরে তিন মাস অন্তর অন্তর কার্যকরি কমিটির মিটিং যথাক্রমেঃ- প্রথম সভাটি ইফতার মাহফিল সহ মার্চ মাসের ১৬ তারিখ রবিবারে অনুষ্ঠানের প্রস্তাব গৃহীত হয়। দ্বিতীয় কমিটি সভাটি জুন মাসের ১৫ তারিখ রবিবার, তৃতীয় কমিটি সভাটি সেপ্টেম্বর মাসের ১৪ তারিখ রবিবার এবং চতুর্থ সভাটি ডিসেম্বর মাসের ২১ তারিখ রবিবারে একসাথে সাধারণ সভা ও বিজয় দিবস উদযাপন করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় । অপর এক প্রস্তাবে ১১ থেকে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, অতঃপর সভার সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ সমাপ্ত ঘোষণা করেন। ৭১সদস্য বিশিষ্ট নতুন কার্যকরি কমিটি, সভাপতি এম এ আজিজ, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ গাজী, ভাইস প্রেসিডেন্ট বৃন্দ যথাক্রমে আব্দুল মুমিন চৌধুরী (বুলবুল), জনাব এম এ আউয়াল, ব্যারিস্টার এনামুল হক, মীর গোলাম মোস্তফা, নাসির মিয়া, সিরাজুল ইসলাম, ফজিলত আলী খান, জালাল উদ্দিন সাধারণ সম্পাদক শামসুদ্দিন আহমেদ, যুগ্ম সম্পাদক বৃন্দ যথাক্রমে জালাল আহমেদ, মারুফ চৌধুরী, অলিউর রহমান শাহীন, খায়রুজ্জামান জাহাঙ্গীর, কামাল চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ দেওয়ান সৈয়দ রব মোর্শেদ, সহকারী কোষাধ্যক্ষ আইয়ুব শেখ সোহেল, সাংগঠনিক সম্পাদক এ রহমান অলি, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক বৃন্দ যথাক্রমে কাজী তাজ উদ্দিন (আকমল) নিয়ামুল হক (ম্যাক্সিম), শাহ ফয়েজ, প্রচার সম্পাদক আব্দুল আহাদ (সুমন), সহ প্রচার সম্পাদক সৈয়দ মারুফ আহমেদ, আইন বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার আশরাফুল আলম চৌধুরী, শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক মোঃ হেলাল, আন্তর্জাতিক সম্পাদক ইমরুল হোসেন, সাংস্কৃতিক সম্পাদকঃ আদিত্য খান সাদী, ত্রাণ বিষয়ক সম্পাদক গিয়াস উদ্দিন, সমাজ বিষয়ক সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম, পরিবেশ সম্পাদক মোহাম্মদ হারুন, মানবাধিকার সম্পাদক সালেহ আহমেদ, ক্রীড়া সম্পাদক ইকরামুল বর চৌধুরী উজ্জ্বল, সহ-ক্রীড়া সম্পাদক আব্দুল মজিদ খোকন, যুব বিষয়ক সম্পাদক আলী নেয়াজ (মিন্টু), ধর্ম সম্পাদক শামীম চৌধুরী, স্বাস্থ্য সম্পাদকঃ ডাঃ সুজন আলম, আইটি সেক্রেটারি সজিব খান, মহিলা সম্পাদিকা রৌশন আরা বেগম (মনি), মেম্বারশীপ সম্পাদক লিয়াকত চৌধুরী। কার্যনির্বাহী সদস্য সর্বজনাব মহি উদ্দিন আহমেদ, ইকবাল ফজলু, মুমিন আলী, ড. হাসনীন চৌধুরী, আব্দুস সালাম, তাহির আলী, জুবায়ের আহমেদ, শহীদুল আলম চৌধুরী (বাচ্চু), চৌধুরী ফয়জুর রহমান (মোস্তাক), গীতিকবি জাহাঙ্গীর রানা, চৌধুরী নিয়াজ মাহমুদ (লিংকন), আমিনুর রশীদ (শিল্প), মাসুক আহমদ, সেলিম রেজা, নাজমুল আজিজ জুবায়ের, দেলোয়ার হোসেন চৌধুরী এমরান, সাজ্জাদ খান (টিপু), আহমেদ ইকবাল সাদেক, শফিউল আলম সজল, শহিদুর রহমান, মনিরুজ্জামান (খিরাজ), মোঃ আল আমিন মিয়া, সৈয়দ শাহ নেওয়াজ, আছাবুর রহমান (জীবন), শাহজাহান কবির, অজিত লাল দাস, জাফর মোঃ মাসুদ, মাহমুদুর রহমান (রিয়াজ), সুমন আজাদ, আলাল মহসিন, টফি চৌধুরী প্রমুখ।

ওয়েলস বাংলাদেশ কমিউনিটির মহাণ বিজয় দিবস উদযাপন

আতিকুল ইসলাম: যথাযোগ্য মর্য্যাদায় ও ভাবগাম্ভীর্য্যের সাথে গণতন্ত্রের মাতৃভূমি নামে খ্যাত মাল্টিকালচারেল, ও মাল্টিন্যাশনালের বৃটেনের কার্ডিফের ইন্টারন্যাশনাল ম্যাদার ল্যাংগুয়েজ মনুমেন্ট তথা শহীদ মিনারে ফুলেল শ্রদ্ধা, সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত পরিবেশন ও আলোচনা সভার মাধ্যমে গত ১৬ ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের ৫৪ তম মহাণ বিজয় দিবস বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা ও আনন্দঘন পরিবেশে সফলভাবে উদযাপন করা হয়েছে।

কার্ডিফের সাবেক লর্ড মেয়র নব প্রজন্মের মেধাবী মূখ কাউন্সিলার ড. বাবলিন মল্লিক এর সভাপতিত্বে এবং ইউকে বিডি টিভির চেয়ারম্যান ও কার্ডিফ শহীদ মিনার ফাউন্ডার্স ট্রাষ্ট কমিটির সেক্রেটারি মোহাম্মদ মকিস মনসুর এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় কমিউনিটি ব্যাক্তিত্ব মাসুদ আহমেদ, আসাদ মিয়া, আসরাফ হোসেন, মুজিবুর রহমান, ইউসুফ খান জিমি, সেলিম আহমদ, আবুল কালাম মুমিন, শাহ শাফি কাদির, আব্দুর রুউফ তালুকদার, সিতাব আলী, মাহমুদ আলী ফয়ছল রহমান, নুরুল ইসলাম, রাসেল আহমদ, নুরুল আলম, তমসির আলী, আফরাজ আহমেদ, শেখ রায়হান, বদরুল হক মনসুর, ইমরান মিয়া, বেলাল আহমেদ, হারুন মিয়া, বেলাল খান, ইমরান হোসেন, মোহাম্মদ ফয়ছল মনসুর, যুবেদুর রহমান, সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

আলোচনার পূর্বে কার্ডিফের বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত বাংলাদেশীদের উপস্থিতিতে লোকে লোকারন্য হয়ে ওঠে কার্ডিফ শহীদ মিনার। লন্ডন সময় ১২ টা ১ মিনিটের সময় ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ মনুমেন্ট ফাউন্ডার্স ট্রাষ্ট কমিটি, ওয়েলস বিএনপি, ওয়েলস যুবদল, ওয়েলস আওয়ামী লীগ, ওয়েলস যুবলীগ, নিউপোট যুবলীগ ওয়েলস ছাত্রলীগ, গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে সাউথ ওয়েলস রিজিওন, ও নিউপোর্ট শাখা, অর্গেনাইজেশন ফর দ্যা রেকগনিশন অফ্ বাংলা এ্যাজ এ্যান অফিসিয়াল ল্যাংগুয়েজ অফ্ দা ইউনাইটেড নেশনস ইউকে সাউথ ওয়েলস শাখা, বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন, ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ওয়েলস বাংলাদেশ সোসাইটি, ওয়েলস বাংলাদেশ উইমেন্স এসোসিয়েশন, ও দলমত নির্বিশেষে কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন স্তরের মানুষ প্রত্যেকেই ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে শহীদ বেদিতে ১২ টা ১ মিনিটের সময় মহান মুক্তিযুদ্ধের বীরদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা নিবেদনে একে একে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেছেন।

আলোচনায় বক্তারা এ দিনটি বাঙালি জাতির বিশাল অর্জন ও গৌরবের উল্লেখ করে বলেন যাদের কারণে আমরা লাল বৃত্ত সবুজ পতাকা পেয়েছি, প্রবাসের মাটিতে একেকজন রাষ্ট্রদূত হিসাবে আমরা বাংলাদেশের পতাকা বহন করে চলছি, সেই সব বীরদের অবদানের কথা কৃতজ্ঞতাচিত্তে স্মরণ করা সহ সকল শহীদানদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছেন।

পরিশেষে কার্ডিফের ইন্টারন্যাশনাল ম্যাদার ল্যাংগুয়েজ মনুমেন্ট তথা শহীদ মিনার কমিটির সেক্রেটারি কমিউনিটি লিডার মোহাম্মদ মকিস মনসুর উপস্থিত সবাইকে আজকের অনুষ্ঠান সফলভাবে সম্পন্ন করতে সহযোগিতা করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেছেন।

বিলেতে গঠন করা হলো হযরত শাহজালাল (র.) অনুসারি পরিষদ যুক্তরাজ্য

বিলেতে গঠন করা হলো হযরত শাহজালাল (রহ.) অনুসারী পরিষদ যুক্তরাজ্য এর প্রাথমিক আহ্বায়ক কমিটি।

হযরত শাহজালাল (রহ.) ইয়ামেনী ও ৩৬০ আউলিয়া সহ বাংলাদেশের অন্যান্য সুফি দরবেশ স্মৃতি সংরক্ষনের লক্ষে এ পরিষদটি গঠন করা হয়েছে। বুধবার সন্ধায় পুর্ব লন্ডনের একটি প্রতিষ্টানে কমিনিউটি নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে হাফেজ এমডি জিলু খাঁনকে আহ্বায়ক এবং দক্ষিণ সুরমা সমাজ কল্যাণ সমিতির সভাপতি আকিকুর রহমান ও সাংবাদিক কামরুল আই রাসেলকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে ১২ সদস্যের এ কমিটি করা হয়। আহ্বায়ক কমিটির সদস্যরা হলেন বীর মুক্তিযুদ্ধা দেওয়ান গৌস সুলতান, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সাবেক কাউন্সিলর ও মেয়র সেলিম উল্লাহ, জাতিয় চার নেতা পরিষদ যুক্তরাজ্যের সভাপতি শাহ ফারুক আহমেদ, এসএম মুস্তাফিজুর রহমান, সৈয়দ গোলাব আলী, বিসিএর যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ নাছির উদ্দিন, কামাল উদ্দিন, সাংবাদিক আব্দুল কাদের জিলানী, সাবেক পুলিশ অফিসার আহবাব মিয়া। ঘোষিত প্রাথমিক এ আহ্বায়ক কমিটির সমন্বয়ে আগামি এক মাসের মধ্যে বিলেতে বসবাসরত সুফি দরবেশ অনুসারিদের নিয়ে বড় পরিসরে পুর্নাঙ্গ একটি আহ্বাক কমিটি গঠন করা হবে।

লেখক রাজিয়া নিলুফার আজাদ-এর দুটি গ্রন্থের পাঠ আলোচনা ও সুহৃদ আড্ডা

যুক্তরাজ্য প্রবাসী বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব কবি কে এম আবু তাহের চৌধুরী বলেছেন, আমরা একদিন পৃথিবী থেকে চলে যাবো। মানুষের কল্যাণের জন্য আমাদেরকে কাজ করতে হবে। যাতে মানুষ আমাদেরকে স্মরণে রাখে ও দোয়া করে। কবি ও প্রাবন্ধিক রাজিয়া নিলুফার আজাদ নৈতিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে লেখালেখিতে সক্রিয় রয়েছেন। তাঁর মননশীল এবং মূল্যবোধ সমৃদ্ধ চিন্তাধারা একটি আলোকিত সমাজ বিনির্মাণে আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করবে।

সিলেটের ঐতিহ্যবাহী প্রকাশনা সংস্থা 'পাণ্ডুলিপি প্রকাশন'-এর উদ্যোগে কবি, প্রাবন্ধিক ও গল্পকার রাজিয়া নিলুফার আজাদ'র দুটি গ্রন্থ 'জ্যোৎস্নার সোনালি রথে' এবং 'পাঁচমিশালী লেখাজোখা'-এর পাঠ আলোচনা ও সুহৃদ আড্ডায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

পাণ্ডুলিপি প্রকাশন-এর স্বত্বাধিকারী লেখক, প্রকাশক বায়েজীদ মাহমুদ ফয়সলের সভাপতিত্বে গত শনিবার (১৪ ডিসেম্বর, ২০২৪) নগরীর দরগাহ গেইটস্থ একটি অভিজাত হোটেলের কনফারেন্স রুমে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও গবেষক, মুরারিচাঁদ কলেজের সাবেক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ প্রফেসর নন্দলাল শর্মা, জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ শিক্ষাবিদ ও কবি লে. কর্নেল সৈয়দ আলী আহমদ (অব.), সিলেট সরকারি মহিলা কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর আবুল কালাম আজাদ, বর্ষীয়ান সাংবাদিক আফতাব চৌধুরী, বর্ষীয়ান সাংবাদিক ও গবেষক মুহাম্মদ ফয়জুর রহমান এবং অনুভূতি ব্যক্ত করেন গ্রন্থ দুটির লেখক কবি রাজিয়া নিলুফার আজাদ।

কবি ও সাংবাদিক জালাল জয়-এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিলেট লেখিকা সংঘের সাধারণ সম্পাদক ইশরাক জাহান জেলী। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সিলেট লেখিকা সংঘের সভাপতি রওশন আরা চৌধুরী, কবি ও সাহিত্য সমালোচক বাছিত ইবনে হাবীব, কবি ও সাহিত্য সমালোচক মামুন সুলতান, যুক্তরাজ্য প্রবাসী কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব ও সংগঠক শোভা মতিন। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন কবি কামাল আহমদ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কবি ছয়ফুল আলম পারুল, কবি এখলাসুর রহমান, কবি কানিজ আমেনা কুদ্দুস, কবি ও সাংবাদিক আব্দুল বাছিত, কবি জেনারুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দ গ্রন্থ দুটির মোড়ক উন্মোচন করেন।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও গবেষক প্রফেসর নন্দলাল শর্মা বলেন, কবি রাজিয়া নিলুফার আজাদের রয়েছে বহুমুখী প্রতিভা। তাঁর কবিতার ভাষা চমৎকার। তিনি মধ্যযুগীয় রীতিতে আধুনিক বিষয়ে অত্যন্ত সমৃদ্ধ কবিতা রচনা করেছেন। এছাড়া তাঁর প্রবন্ধগুলোর বিষয়বস্তুও চমৎকার। আমি আশা করছি, তিনি তাঁর লেখালেখিকে চালিয়ে যাবেন।

শিক্ষাবিদ ও কবি লে. কর্নেল সৈয়দ আলী আহমদ (অব.) বলেন, কবি রাজিয়া নিলুফার আজাদ আমার খুবই আত্মীয়। তাঁর কবিতার ভাষা খুবই চমৎকার। তাঁর প্রবন্ধের ভাষাও অত্যন্ত ঝরঝরে। সৃজনশীল চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতা ও যোগ্যতা রয়েছে। আমি আশা করছি, এটাকে কাজে লাগিয়ে তিনি আরো উন্নত সাহিত্য রচনায় অগ্রবর্তী হবেন।

অতিথির বক্তব্যে সিলেট সরকারি মহিলা কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর আবুল কালাম আজাদ বলেন, কবি রাজিয়া নিলুফার আজাদ একজন গুণী লেখক। তিনি তাঁর লেখার মাধ্যমে সমাজ ও দেশকে আলোকিত করবেন। তাঁর সৃজনশীলতা অব্যাহত থাকুক।

বর্ষীয়ান সাংবাদিক ও গবেষক মুহাম্মদ ফয়জুর রহমান বলেন, কবি রাজিয়া নিলুফার আজাদ'র দুটি গ্রন্থই অত্যন্ত সমৃদ্ধ। তাঁর লেখার একটি সামাজিক আবেদন রয়েছে। তাঁর সৃজনশীল চিন্তাধারা সমাজকে আলোকিত করতে ভূমিকা রাখবে।

সাংবাদিক ও কলামিস্ট আফতাব চৌধুরী বলেন, কবি রাজিয়া নিলুফার আজাদ'র স্বামী মাওলানা ফজলুল করিম আজাদ ছিলেন অমায়িক শিক্ষাবিদ। কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের সাথে তাঁর ছিল আত্মার সম্পর্ক। তাঁর স্ত্রী রাজিয়া নিলুফার আজাদ যেভাবে সাহিত্যের জন্য কাজ করছেন, তিনি সাহিত্যে ভালো একটি অবস্থান তৈরি করবেন।

অনুভূতি প্রকাশ করে কবি রাজিয়া নিলুফার আজাদ বলেন, মানুষের জন্মই সমাজের কল্যাণের জন্য। যাদের ধন আছে, তারা মানুষকে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু যার টাকা নাই, তার যদি কলম থাকে, তাহলে তার পক্ষে সমাজ ও দেশের কল্যাণের জন্য কাজ করা সম্ভব। আমি এই সমাজের কল্যাণের জন্য কলম হাতে তুলে নিয়েছি। আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও কৃতজ্ঞতা, সিলেটের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আমার অনুষ্ঠানে এসে আমাকে উৎসাহিত করেছেন।

সভাপতির বক্তব্যে লেখক, প্রকাশক ও সংগঠক বায়েজীদ মাহমুদ ফয়সল বলেন, কবি রাজিয়া নিলুফার আজাদ-এর দুটি গ্রন্থের পাঠ আলোচনায় যে সকল অতিথিবৃন্দ উপস্থিত হয়েছেন, তাঁদের মূল্যবান সময় দিয়েছেন, তাদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক শ্রদ্ধা-ভালোবাসা জ্ঞাপন করছি। অনুষ্ঠানে বিজ্ঞজনদের উপস্থিতি কবি রাজিয়া নিলুফার আজাদকে সাহিত্যক্ষেত্রে এগিয়ে আসার জন্য আরো বেশি উৎসাহিত করবে।

যুক্তরাজ্য বিএনপির উদ্যোগে লন্ডনে মহান বিজয় দিবস পালিত

লন্ডনে মহান বিজয় দিবস পালিত হয়েছে। ১৬ ডিসেম্বর সোমবার সন্ধ্যায় পূর্ব লন্ডনের একটি স্থানীয় হলে যুক্তরাজ্য বিএনপি'র আয়োজনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও যুক্তরাজ্য বিএনপি'র সভাপতি এম এ মালিকের সভাপতিত্বে এবং যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ খান এর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা সাবেক সংসদ সদস্য জহির উদ্দিন স্বপন। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি'র জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও যুক্তরাজ্য বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক কয়ছর এম আহমেদ।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে জহির উদ্দিন স্বপন বলেন, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ১৯৭১ সালে ২৬ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণার মাধ্যমে মহান মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্ব ফলে আমরা ১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জন করেছি। দেশে যত বার সংকটে পড়েছে তখনই জিয়া পরিবার দেশের নেতৃত্ব দিয়েছে। ১৯৭৫ সালে সিভিল ও মিলিটারি উভয় সেক্টরে যখন ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছিল তখনো ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে শহীদ জিয়া নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন ও ১৯ দফা কর্মসূচির মাধ্যমে দেশকে সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিয়েছিলেন। বিএনপি চেয়ারপার্সন মাদার অব ডেমোক্রেসি দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আপোষহীন নেতৃত্বে ১৯৯০ সালে দেশ স্বৈরাচার মুক্ত হয়েছিল। বর্তমানে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে ২০২৪ সালে বিএনপিসহ ছাত্র-জনতার গণবিপ্লবে বাংলাদেশ নতুন করে দ্বিতীয় স্বাধীনতা অর্জন করেছে। ফ্যাসিবাদমুক্ত নতুন বাংলাদেশ পুনর্গঠনে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান সংবিধান ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার গণতান্ত্রিক সংস্কার এবং অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে রাষ্ট্র মেরামতে ৩১ দফা ঘোষণা করেছে। তার আলোকেই আগামীর বাংলাদেশ বিশ্ব দরবারে সম্মানের সহিত মাথা উচু করে দাড়াবে। নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে তিনি সকলকে ঐক্যবদ্ধ এগিয়ে আসার আহব্বান জানান।

সভাপতির বক্তবে এম এ মালিক বলেন, বর্তমানে দেশ ও জাতি একটি ক্রান্তিকাল অতক্রম করছে। গণবিপ্লবে দেশ ফ্যাসিবাদ মুক্ত হলেও ফ্যাসিবাদের দোসরা আজও সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। তাদেরকে মোকাবেলায় আমাদেরকে সরবদা সজাগ থাকতে হবে। দেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করে গণবিপ্লবের নেতৃত্বের অগ্রভাগে ছিলেন ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তার নেতৃত্বে জনগণ বিজয় ছিনিয়ে এনেছে। এম এ মালিক বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধের মতো প্রবাসীদেরও এই গণআন্দোলনে সর্বাত্মক সহযোগিতা ছিল। তাই সময় এসেছে প্রবাসীদের যথাযথ মূল্যায়ন করতে হবে। প্রবাসিদের ভোটাধিকার সহ সকল ন্যায্য দাবি পুরন করতে হবে। তিনি বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বীরের বেশে অচিরেই বাংলাদেশে যাবেন।

প্রধান বক্তা কয়ছর এম আহমেদ তার বক্তব্যে বলেন, ১৯৭১ থেকে ২০২৪ পর্য্যন্ত দেশে যতবার সংকট এসেছে ততবার জিয়া পরিবার এগিয়ে এসেছে। ১৯৭১ সালে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণার মধ্য দিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর কাছ থেকে দখলদার মুক্ত হয়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। ১৯৭৫ সালে কিছু কুচক্রী মহল প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে নিয়ে চক্রান্তে মেতে উঠে। বন্দি করা হয় তাকে, কিন্তু কোন চক্রান্তই সফল হয়নি। সিপাহী ও জনতার সম্মিলিত বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে জিয়াউর রহমানকে বন্দীদশা মুক্ত হোন এবং পরবর্তীতে মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দেশের নেতৃত্ব দেন। তিনি বলেন ১৯৯০ সালে দেশের সংকটকালে স্বৈরাচার এরশাদের পতনে ঘটাতে এগিয়ে আসেন বিএনপির চেয়ারপারসন, মা বেগম খালেদা জিয়া। আওয়ামী ফ্যাসিবাদ ও লুটেরাদের কবল থেকে বাংলাদেশকে উদ্ধারে বীরদর্পে দেয়া নেতৃত্বের কারনে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান আপামর জনসাধারণের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

আলোচনা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সহ-সভাপতি মুজিবুর রহমান মুজিব, সিলেট মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এমদাদ হোসেন চৌধুরী, উপদেষ্টা আব্দুল হামিদ চৌধুরী, সহসভাপতি তাজুল ইসলাম, ব্যারিস্টার কামরুজ্জামান, এম এ মুকিত, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক পারভেজ মল্লিক, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক খসরুজ্জামান খসরু, মিসবাউজ্জামান সোহেল, ডক্টর মুজিবুর রহমান (দপ্তরের দায়িত্বে), সাবেক সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক শহিদুল ইসলাম মামুন, যুগ্ম সম্পাদক আজমল হোসেন চৌধুরী জাবেদ, কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সাবেক আন্তর্জাতিক সম্পাদক নসরুল্লাহ খান জুনায়েদ, আইনজীবী ফোরামের সাবেক আহবায়ক ব্যারিস্টার তারেক বিন আজিজ, যুগ্ম সহ-সাধারণ বাবুল আহমেদ চৌধুরী, টিপু আহমেদ, সেলিম আহমেদ (সহ দপ্তর সম্পাদক), সাংগঠনিক সম্পাদক শামিম আহমেদ, সিনিয়র সদস্য ফখরুল ইসলাম বাদল, কেন্দ্রীয় যুবদলের সাবেক আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক (যুগ্ম সম্পাদক পদ মর্য্যাদা) ও যুক্তরাজ্য যুবদলের সভাপতি রহিম উদ্দিন, কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের আন্তর্জাতিক সম্পাদক(সহসভাপতি পদ মর্য্যাদা) ও যুক্তরাজ্য সেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি নাসির আহমেদ শাহিন, যুক্তরাজ্য বিএনপির প্রচার সম্পাদক ডালিয়া লাকুরিয়া, কোষাধ্যক্ষ সালেহ গজনবী, কেন্দ্রীয় যুবদলের সাবেক সদস্য ও যুক্তরাজ্য যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আফজাল হোসেন, যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক আবুল হোসেন, কেন্দ্রীয় যুবদলের সাবেক সদস্য বাবর চৌধুরী, আইন বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার লিয়াকত আলী, স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ক সম্পাদক কামাল মিয়া, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক এম এ শহিদ, মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক সাদিক হাওলাদার, কেন্ট বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রুহুল ইসলাম রুলু, লন্ডন নর্থ ওয়েস্ট বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক গিয়াস আহমেদ, সহ প্রচার সম্পাদক মঈনুল ইসলাম, সহ স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ক সম্পাদক তৌকির শাহ, সহ তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক সোহেল আহমেদ সাদিক, সহপ্রবাসী কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক মোহাম্মদ আরিফ আহমেদ, কার্যনির্বাহী সদস্য সুজাত আহমেদ, তপু শেখ, সাবেক ছাত্রদল নেতা তোফায়েল বাছিত তপু, লন্ডন মহানগর বিএনপি নেতা তুহিন মোল্লা, যুবদলের সিনিয়র সহসভাপতি আব্দুল হক রাজ, সহসভাপতি দেওয়ান আব্দুল বাছিত, বাকি বিল্লাহ জালাল, যুগ্ম সম্পাদক নুরল আলী রিপন, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ লায়েক মোস্তাফা, স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম শিমু, সাংগঠনিক সম্পাদক আকমল হোসেন, লন্ডন মহানগর স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক শেখ সাদেক আহমেদ, শেখ আতিকুর রহমান, আলিফ মিয়া প্রমুখ।

সাউদাম্পটন আওয়ামী যুবলীগের মহান বিজয় দিবস উদযাপন

সাউদাম্পটন থর্নহিল রোড মিস্টারী রেস্টুরেন্ট এ রোজ সোমবার রাত ১২:২০ মিনিটে) মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে সাউদাম্পটন আওয়ামী যুবলীগের উদ্যোগে আলোচনা সভা, মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সাউদাম্পটন আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি জাহিদ ইসলাম এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ দিলুয়ার হোসেন সুমন এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন, প্রধান অতিথি সাউদাম্পটন আওয়ামীলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুল মোসাব্বির, প্রধান অতিথি বলেন বাংলাদেশের সাধারণ মানুষসহ আমাদের নেতাকর্মীদের হত্যা বন্ধ ও হত্যাকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে বিচার করতে হবে এবং এখনই এই নারকীয় অত্যাচার, নির্য্যাতন বন্ধ করতে হবে।

প্রধান বক্তা সাউদাম্পটন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক জগলুল করিম কোরেশী, প্রধান বক্তা বলেন কেউ যদি মনে করেন অত্যাচার, নির্য্যাতন করে আওয়ামী লীগকে ধ্বংস করে দেবেন তাহলে তারা বোকার স্বর্গে বাস করেন। আওয়ামী লীগের শিকড় অনেক গভীরে, এই দেশের জন্মের সঙ্গে আওয়ামী লীগের সম্পর্ক। দেশের ঐতিহ্যবাহী দল আওয়ামী লীগ স্বমহিমায় ফিরে আসবে আরো বক্তব্য রাখেন সাউদাম্পটন আওয়ামীলীগের সহ সভাপতি আব্দুল জালাল তালুকদার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম তরফদার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মুকিত আহমেদ শওকত, আব্দুল মজুমদার, সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ নাজিম সোহাগ, সাউদাম্পটন আওয়ামী যুবলীগের সহ সভাপতি জুনেদ আহমেদ, সহ-সভাপতি মো এমরান হোসেন রাব্বি, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অমিত হাসান, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ শাহরিয়ার চৌধুরী, রুহিন শাহ, সজীব আহমেদ, সজীব মিয়া, মোহাম্মদ তারেক আহমেদ, মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম প্রমুখ

SHAH JALAL MADRASA AND EATIM KHANA TRUST
Sulemanpur, Sunamganj
www.shahjalalmadrasa.com
(UK Charity Reg: 1126912)

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

আসসালামু আলাইকুম, সম্মানীত দানশীল ভাই ও বোনেরা আপনাদের দান সাদাকাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুনামগঞ্জ এর ভাটি এলাকা সুলেমান পুরে বিশাল শাহজালাল (রহ:) মাদ্রাসা ও এতিম খানা। বর্তমানে অসংখ্য দরিদ্র এতিম ছাত্রদের থাকা ও লিখাপড়ার জায়গা সংকুলান না হওয়ায় নতুন একটি ছয়তলা ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। আল্লাহর ওয়াস্তে আপনার অথবা আপনার মা বাবার নামে একটি রুম দান করে এতিম ছেলে মেয়েদের কোরআনে হাফিজ ও আলিম হওয়ার জন্য আপনার সাহায্য কামনা করা হচ্ছে। আপনার দানের জন্য আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে এর ছোয়াব দান করবেন ইনশাআল্লাহ।

The ways in which you can fulfil the needs of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana:

Assalamu Alaikum

Respectable Brothers and Sisters – Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana Trust, is an established UK based charitable organisation which provides and supports poor/ orphan student's education, free living accommodation, food and clothes through your kind donations. Alhamdulillah, we have started construction of a new 6 story building for the students of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana, Sulemanpur, Sunamganj - we are appealing to all our well-wishers and donors to give Sadaqah Jariyah to complete this building.
May Allah (SWT) reward you in this life and hereafter. Ameen.

The ways in which you can fulfil the needs of Shahjalal Madrasa and Eatim Khana:

- £2500 - Towards a room in the Madrasa in your name or in the name of your parents
- £1000 - Life member
- £500 - Sponsor 1 poor/orphan student
- £250 - One Kear Land
- £150 - Bukhari Sharif, Muslim Sharif, Tafsir set (full title jamat set)
- £100 - 20 Bags of cement
- £90 - 1000 Bricks
- £25 - 5 Zil Quran
- £20 - 1 Bag rice

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

- ২৫০০ পাউন্ড একটি রুম
- ১০০০ পাউন্ড লাইফ মেম্বার
- ৫০০ পাউন্ড হাফিজ স্পন্সর
- ২৫০ পাউন্ড দিয়ে এক কেয়ার জমিন
- ১৫০ পাউন্ড দিয়ে ফুল টাইটেল জামাতের এক সেট কিতাব
- ১০০ পাউন্ড দিয়ে বিশ বস্তা সিমেন্ট
- ৯০ পাউন্ড দিয়ে এক হাজার ইট
- ২৫ পাউন্ড দিয়ে পাঁচ জিলদ কোরআন
- ২০ পাউন্ড দিয়ে এক বস্তা চাউল

You can also become a life sponsor of poor/orphan student by donating £5, £10, £20 or any amount by setting up monthly direct debit

Bank Details : HSBC
Shah Jalal Madrasha and Eatim Khana Trust
Account No: 81419366, Sort Code: 40-11-43

www.justgiving.com/campaign/SMETRUST
Email: smszaman@hotmail.co.uk
Website: www.shahjalalmadrasa.com

Contact: Founder Chairman, Syed Moulana Shamsuzzaman, Mobile: 07944 267 205
You can make donations by PayPal by logging into our website

জাতির উদ্দেশ্যে প্রধান উপদেষ্টার ভাষণ

’২৫-এর শেষ বা ’২৬ সালের শুরুতে নির্বাচন হতে পারে

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ২০২৫ সালের শেষ দিক থেকে ২০২৬ সালের প্রথমার্ধের মধ্যে নির্বাচন হতে পারে বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি বলেছেন সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর বিভিন্ন খাতে সংস্কারের লক্ষ্যে গুম কমিশনসহ ১৫টি কমিশন গঠন করেছে। এসব কমিশন পূর্ণ উদ্যমে তাদের কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের সংস্কারের যে আকাঙ্ক্ষা সেটি বাস্তবায়নে প্রতিটি কমিশনই আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তবে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার ও সংবিধান সংস্কার কমিশনের কথা একটু আলাদাভাবে বলতে চাই- কেননা এই দু’টি কমিশনের সুপারিশের ওপর প্রধানত নির্ভর করছে আমাদের আগামী নির্বাচন প্রস্তুতি ও তারিখ।

গত সোমবার মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে এসব কথা বলেন তিনি। দীর্ঘ ভাষণে সরকারপ্রধান নির্বাচন, সংস্কার কমিশন, অর্থনীতি পুনরুদ্ধারসহ বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন তিনি। বলেন, আমি প্রধান সংস্কারগুলো সম্পন্ন করে নির্বাচন আয়োজন করার ব্যাপারে বারবার আপনাদের কাছে আবেদন জানিয়ে এসেছি। তবে রাজনৈতিক ঐকমত্যের কারণে আমাদেরকে যদি, আবার বলছি “যদি”, অল্প কিছু সংস্কার করে ভোটার তালিকা নির্ভুলভাবে তৈরি করার ভিত্তিতে নির্বাচন সম্পন্ন করতে হয় তাহলে ২০২৫ সালের শেষের দিকে নির্বাচন অনুষ্ঠান হয়তো সম্ভব হবে। আর যদি এর সঙ্গে নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং নির্বাচন সংস্কার কমিশনের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে এবং জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রত্যাশিত মাত্রার সংস্কার যোগ করি তাহলে অন্তত আরও ছয় মাস অতিরিক্ত সময় লাগতে পারে। মোটাদাগে বলা যায়, ২০২৫ সালের শেষদিক থেকে ২০২৬ সালের প্রথমার্ধের মধ্যে নির্বাচনের সময় নির্ধারণ করা যায়।

ড. ইউনূস বলেন, সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর বিভিন্ন খাতে সংস্কারের লক্ষ্যে গুম কমিশনসহ ১৫টি কমিশন গঠন করেছে। এসব কমিশন পূর্ণ উদ্যমে তাদের কাজ করে যাচ্ছে। গুম কমিশন গত পরশু তাদের প্রতিবেদনের প্রথম খণ্ড আনুষ্ঠানিকভাবে পেশ করে গেছেন। গুমের শিকার বহু পরিবারের নিরাপত্তার স্বার্থে এটা এখন প্রকাশ করা যাচ্ছে না। এই প্রতিবেদন পড়ার আগেই আপনাদেরকে সাবধান করে রাখি, এটা একটা লোমহর্ষক প্রতিবেদন। মানুষ মানুষের প্রতি কী পরিমাণ নৃশংস হতে পারে এতে আছে তার বিবরণ। অবিশ্বাস্য বর্ণনা। গত সরকারের ঘৃণ্যতম অধ্যায়ের ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে এই প্রতিবেদন অমর হয়ে থাকবে। আমি আশা করছি, কমিশনগুলো এখন থেকে নিয়মিতভাবে তাদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাদের প্রতিবেদন ও সুপারিশমালা পেশ করতে থাকবে।

তিনি বলেন, বড় খবর হলো প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়ে গেছে। কমিশন দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এখন থেকে তাদের হাতে দায়িত্ব ন্যস্ত হলো ভবিষ্যৎ সরকার গঠন করার প্রক্রিয়া শুরু করার। তারা তাদের প্রস্তুতির কাজ শুরু করেছেন। বড় কাজ ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা। এটা এমনিতেই কঠিন কাজ। এখন কাজটা আরও কঠিন হলো এজন্য যে গত তিনটা নির্বাচনে ভোটারদের অংশগ্রহণ করার সুযোগ ছিল না। ভোটার তালিকা যাচাই করার সুযোগ হয়নি কারোর। গত ১৫ বছরে যারা ভোটার হওয়ার যোগ্য হয়েছে তাদের সবার নাম ভোটার তালিকায় তোলা নিশ্চিত করতে হবে। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর এখানে গলদ রাখার কোনো সুযোগ নেই। আমার একান্ত ইচ্ছা এবারের নির্বাচনে প্রথমবারের তরুণ-তরুণী ভোটারেরা শতকরা ১০০ ভাগের কাছাকাছি সংখ্যায় ভোট দিয়ে একটি ঐতিহ্য সৃষ্টি করুক। নির্বাচন কমিশন এবং সকল সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও রাজনৈতিক দলের প্রতি আমার আহ্বান সবাই মিলে আমরা যেন এই লক্ষ্য অর্জনে নানা প্রকার সৃজনশীল কর্মসূচি গ্রহণ করি। তিনি বলেন, এখন থেকে সবাই মিলে এমন একটা ঐতিহ্য সৃষ্টি করতে পারি যে, স্থানীয় নির্বাচনসহ সকল নির্বাচনে সকল কেন্দ্রে প্রথমবারের ভোটাররা ১০০ শতাংশের এর কাছাকাছি সংখ্যায় ভোটদান নিশ্চিত করবে। এটা নিশ্চিত করতে পারলে ভবিষ্যতে কোনো সরকার মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেয়ার সাহস করতে পারবে না। এবার আমরা প্রবাসী বাংলাদেশিদেরকে ভোট দেয়া নিশ্চিত করতে চাই। সবকিছুই সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। এর সঙ্গে যদি আমরা নির্বাচন প্রক্রিয়া আরও উন্নত করতে চাই, নির্বাচন সংস্কার কমিশনের সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করতে চাই, তাহলে প্রয়োজনীয় সংস্কারের বিস্তৃতি ও গভীরতা অনুসারে নির্বাচন কমিশনকে সময় দিতে হবে।

মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ লক্ষ শহীদকে স্মরণ করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, অগণিত শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-জনতার আত্মত্যাগের ফলে স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু আমরা সেই অর্জনকে আমাদের দোষে সম্পূর্ণতা দিতে পারিনি। সর্বশেষ এবং প্রচণ্ডতম আঘাত হানলো এক স্বৈরাচারী সরকার। সে প্রতিজ্ঞা করেই বসেছিল এদেশের মঙ্গল হতে পারে এমন কিছুই সে অবশিষ্ট থাকতে দেবে না। তিনি বলেন, এ বছরের বিজয় দিবস বিশেষ কারণে মহাআনন্দের দিন। মাত্র চার মাস আগে একটি অসম্ভব সম্ভব হয়ে গেল, দেশের সবাই মিলে একজোটে হুংকার দিয়ে উঠলো, পৃথিবীর ঘৃণ্যতম স্বৈরাচারী শাসককে পালিয়ে যেতে বাধ্য করে আমাদের প্রিয় দেশকে মুক্ত করেছে ছাত্র-জনতার সম্মিলিত অভ্যুত্থান। নাগরিক অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিতের জন্য, গণতন্ত্রের জন্য, একটি বৈষম্যহীন দেশ গড়ার তাগিদে ছাত্র-জনতা স্বৈরাচারের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে রক্ত দিয়ে চার মাস আগে নতুন বাংলাদেশ গড়ার জন্য যে ঐক্য গড়ে তুলেছিল, সে ঐক্য এখনো পাথরের মতো মজবুত আছে। মাত্র কয়েক দিন আগে জাতি আবার গর্জে উঠে সমগ্র পৃথিবীকে সে কথা জানিয়ে দিয়েছে।

তিনি বলেন, পরাজিত শক্তি তাদের পরাজয় কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। তারা প্রতিদিন দেশের ভেতরে এবং বাইরে থেকে জনতার অভ্যুত্থানকে ব্যর্থ করার জন্য বিপুল অর্থব্যয়ে নানা ভঙ্গিতে তাদের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পাচার করা হাজার হাজার কোটি টাকা তাদের আয়ত্তে রয়েছে। তাদের সুবিধাভোগীরা সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। আমাদের ঐক্য অটুট থাকলে তারা আমাদেরকে আমাদের লক্ষ্য অর্জন থেকে ব্যর্থ করতে পারবে না। সজাগ থাকুন। নিজের লক্ষ্যকে জাতির লক্ষ্যের সঙ্গে একীভূত করুন। পৃথিবীর কোনো শক্তিই আমাদেরকে আমাদের লক্ষ্য অর্জন থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না। আমি দেশের গণমাধ্যমকর্মী ও জনগণের প্রতি আহ্বান জানাই, বিশ্বের কাছে দেশের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরুন। অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সত্যই হোক আমাদের হাতিয়ার।

ড. ইউনূস বলেন, জাতির এই নিরেট ঐক্য এই বছরের বিজয় দিবসকে স্মরণীয় করে রাখবে। ইতিহাসের অনন্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত করে রাখবে। এই ঐতিহাসিক অর্জনের জন্য দলমত নির্বিশেষে দেশের সকল তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সবাইকে আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই ঐক্যের জোরে আমরা আমাদের সকল সমস্যার দ্রুত সমাধান নিশ্চিত করতে পারবো।

এ সময় গণঅভ্যুত্থানকে অভিনন্দন জানাতে ও বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসা পূর্ব তিমুরের প্রেসিডেন্ট নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী প্রেসিডেন্ট হোসে রামোস-হোর্তাবেকে স্বাগত জানান ড. ইউনূস। বলেন, তিনি তার দেশের মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছেন। আমাদের দেশের মুক্তিযুদ্ধ তাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। ২০০২ সালে পূর্ব তিমুর স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। কয়েকদিন আগে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ১৯ জন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে আমার বৈঠক হয়েছে। এই প্রথমবারের মতো ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের প্রায় সকল দেশের রাষ্ট্রদূত একসঙ্গে ঢাকায় এসে সরকারের সঙ্গে বৈঠক করলেন। এই দেশগুলোর বেশির ভাগ দূতাবাস দিল্লিতে। তারা অনেকেই আগে কোনোদিন ঢাকায় আসেনওনি। এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। একত্রে ঢাকায় আসলেন শুধু এই বার্তা দেয়ার জন্য যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশকে সর্বোচ্চ সমর্থন ও সহযোগিতা দেয়ার জন্য প্রস্তুত। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সংস্কার উদ্যোগ এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনের প্রক্রিয়ার কথা আমি তাদেরকে জানিয়েছি। সেটিতে তারা পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন এবং সরকারকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করবেন বলে জানিয়েছেন। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অপপ্রচার এবং ভুল তথ্য প্রচারের বিষয়েও আমি ইউরোপীয় ইউনিয়নের কূটনীতিকদের জানিয়েছি। ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে যাদের ভিসা অফিস নয়াদিল্লিতে আছে, তাদেরকে ঢাকা বা অন্য কোনো প্রতিবেশী দেশে ভিসা অফিস নিয়ে আসার জন্য আমি অনুরোধ করেছি। তারা যদি ভিসা সেন্টার ঢাকায় নিয়ে আসেন তাহলে আমাদের ছেলেমেয়েদের ভোগান্তি কমে যাবে। এ ছাড়া অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে তাদের সহযোগিতার মাত্রা বাড়ানোর বিষয়ে আমি আলাপ করেছি। বিশ্বব্যাংকসহ অন্যান্য সকল দাতা প্রতিষ্ঠানসমূহের কাছে আমাদের অর্থনীতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সক্ষম হয়েছে। তারা নতুন উদ্যোগে এবং নতুন উৎসাহে আমাদের সঙ্গে নতুন আর্থিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে এগিয়ে এসেছে। অর্থনীতির সাফল্যের ব্যাপারে দেশে এবং বিদেশে আস্থা সৃষ্টি হয়েছে।

ড. ইউনূস বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার যখন দায়িত্ব গ্রহণ করে অর্থনীতি তখন ভেঙে পড়ার অবস্থায়। গত চার মাসে এই অবস্থার বিরাট পরিবর্তন হয়েছে। ব্যাংকিং ব্যবস্থায় আস্থা এবং নিয়ম-শৃঙ্খলা ফিরে আসছে। কোনো ব্যাংক বন্ধ করে দিতে হয়নি। ব্যাংক যতই দুর্বলই হোক তাকে টিকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সরকারের শুরুতেই শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি গঠন করেছে। এই কমিটির কাজ ছিল অভ্যুত্থানের পর অর্থনীতি কোন পরিস্থিতিতে যাত্রা শুরু করলো তার একটা দলিল রচনা করা। ড. দেবপ্রিয়ের সভাপতিত্বে গঠিত ১২ সদস্যের শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি নির্ধারিত সময়ে এই কঠিন কাজ সম্পন্ন করে আমাদের কাছে ৪০০ পৃষ্ঠার একটা বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করেছে। রিপোর্ট পড়ে দেশের মানুষ হতভম্ব হয়ে গেছে। ফ্যাসিবাদী সরকার দেশের অর্থনীতিকে ভেঙে দিয়ে গেছে এটা সবাই বুঝতে পারছিল। বিশাল বিশাল প্রকল্প নেয়া হয়েছে ঋণের টাকায়। এসব প্রকল্পের মোড়কে বিশাল বিশাল অর্থ লুটপাট করেছে। শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি তাদের প্রতিবেদনে তুলে ধরেছে যে, বার্ষিক উন্নয়ন ব্যয়ের প্রায় অর্ধেক টাকাই লুটপাট হয়েছে। দেশে এমন ধরনের পোষ্যতোষী পুঁজিবাদ তৈরি করা হয়েছিল যার সুবিধাভোগী ছিল স্বৈরাচার ও তার সহযোগীরা। তাদের পাচার করা এই টাকা আপনাদেরই। তারা প্রকাশ্যে আপনাদের কষ্টার্জিত অর্থ লুট করে বিদেশে ভোগবিলাসে ব্যয় করেছে। প্রতিবছর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির যে হার দেখানো হয়েছে সেটাও মনগড়া। দেশকে এবং পৃথিবীকে বলা হচ্ছিল কী সুন্দর দেশ বাংলাদেশ- লাফিয়ে লাফিয়ে তার উন্নয়ন এগিয়ে চলছে। এখন বাংলাদেশ ব্যাংকের বড় কাজ হলো পাচার করা টাকা দেশে ফিরিয়ে আনা। তারা তাদের সর্বোচ্চ ক্ষমতা দিয়ে সেটা চেষ্টা করছে।

তিনি বলেন, নির্বাচন আয়োজন ও সংস্কার ছাড়াও আপনারা আমাদের ওপর অনেকগুলো দায়িত্ব দিয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে অর্থনীতি পুনরুদ্ধার ও মানুষের জীবনমান উন্নয়ন। ফ্যাসিবাদী সরকারের কাছ থেকে আমরা বিপর্যস্ত এক অর্থনীতি পেয়েছি। আমাদের বৈদেশিক রিজার্ভ তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। ২০২৪ সালের নভেম্বরে রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ছিল ৪.১২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা আগের মাসের তুলনায় ১৫.৬৩ শতাংশ বেশি। সামগ্রিকভাবে, ২০২৪ সালের জুলাই-নভেম্বর সময়কালে রপ্তানি ১৬.১১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। গত বছর একই সময়ে রপ্তানি আয় ছিল ১৪.৩৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বছরের হিসেবে এই প্রান্তিকে রপ্তানি আয়ে প্রবৃদ্ধি ১২.৩৪ শতাংশ। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ১৯ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। এসবের মাধ্যমে আমাদের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে। পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে।

সরকারপ্রধান বলেন, গার্মেন্টস শ্রমিক ভাই-বোনেরা বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি। তাদের বার্ষিক মজুরি ৯ শতাংশ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। মূল্যস্ফীতির বিষয়টি বিবেচনা করে শ্রমিক ইউনিয়ন, মালিকপক্ষের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে এটি নির্ধারণ করা হয়েছে। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করছে। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই এক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য আমরা এখনো পাইনি। তবে আমার বিশ্বাস, মূল্যস্ফীতি শিগগিরই কমে আসবে। গত কয়েক মাসে বাজারে কিছু পণ্যের দাম বেড়েছে। আমরা সরবরাহ বাড়িয়ে, আমদানিতে শুল্ক ছাড় দিয়ে, মধ্যস্বত্ব ভোগীদের দৌরাত্ম্য কমিয়ে এবং বাজার তদারকির মধ্যদিয়ে জিনিসপত্রের দাম কমিয়ে আনার চেষ্টা করছি। পরিবহন খাতে চাঁদাবাজি এখনো পুরোপুরি বন্ধ করা যায়নি। এটা সম্ভব হলে আমরা আশা করি জিনিসপত্রের দাম আরও কমে আসবে। আমরা আপনাদের কষ্টে সমব্যথী। তবে আমরা জানি সরকারের কাজ কেবল সমবেদনা জানানো নয়। আমরা আপনাদের কষ্ট কমিয়ে আনতে সকল রকম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আসন্ন রমজানে দ্রব্যমূল্য সহনীয় রাখতে আমরা সবার সহযোগিতা চাই। আমরা ইতিমধ্যে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেছি। তারা আমাদের কাছে ওয়াদা করেছে বাজারে পণ্য সরবরাহের কোনো সংকট হবে না। অতিরিক্ত মুনাফার লোভে যদি কেউ কৃত্রিম কোনো সংকট সৃষ্টির চেষ্টা করে আমরা তাকে কঠোর হাতে দমন করবো। বাজার সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্য বন্ধ করতে বিকল্প কৃষি বাজার চালু করার লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, হত্যাযজ্ঞের সঙ্গে জড়িত পতিত স্বৈরশাসক ও তার দোসরদের বিচার কার্যক্রম এগিয়ে চলছে। এজন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন সংশোধন করা হয়েছে। বিচার প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য আসামিদের বিদেশি আইনজীবী নিয়োগের সুযোগ দেয়া হয়েছে। আত্মপক্ষ সমর্থনের সব ধরনের সুযোগ তারা পাবেন। বিচার প্রক্রিয়া সাংবাদিক, মানবাধিকার কর্মী ও অন্যান্য পর্যবেক্ষকদের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। বিচারের যেকোনো অংশ চাইলে যে কেউ রেকর্ড করার সুযোগ পাবেন।

তিনি বলেন, আইসিসি প্রসিকিউটর করিম খান সমপ্রতি আমার সঙ্গে দেখা করেছেন। তিনি আইসিসি প্রসিকিউটর এবং অন্যান্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিতে সম্মত হয়েছেন এবং আইসিটিকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার সহায়তা দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আলাদাভাবে আমরা গণহত্যাকারীদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলা করবো বলে তাকে জানিয়েছি।

ড. ইউনূস বলেন, জুলাই বিপ্লবে বাংলাদেশের ছাত্র-শ্রমিক-জনতা মিলে যে অসাধ্য সাধন করেছে তার অন্যতম শক্তিশালী ভূমিকায় ছিল এ দেশের নারীরা। ফ্যাসিবাদী শক্তির প্রাণঘাতী অস্ত্রের সামনে হিমালয়ের মতো দাঁড়িয়েছিল আমাদের মেয়েরা। স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী, শিক্ষক, অভিভাবক, চাকরিজীবী, শ্রমজীবী- সকল পেশার, সকল বয়সের নারীরা এ আন্দোলনে বিরাট ভূমিকা রেখেছে। এ বছর বেগম রোকেয়া দিবসে দেশ জুড়ে আন্দোলনে নারীদের আত্মত্যাগ ও ভূমিকার বিষয়ে বড় আকারে আলোচনা হয়েছে। ঐদিন জুলাই কন্যারাও ঘোষণা দিয়েছে তারা তাদের কথা কাউকে ভুলে যেতে দেবে না। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নারী অধিকার রক্ষায় নারীবিষয়ক সংস্কার কমিশন করেছে। শিগগিরই তারা তাদের রিপোর্ট দেবে। যে তরুণীরা জুলাই আন্দোলনে সামনের সারিতে থাকলো, তারা নতুন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় থেকে আর কোনো দিন সরে যাবে না। তারা শুধু নতুন বাংলাদেশ নয় নতুন এক পৃথিবী গড়ে তোলার মহাকর্মযজ্ঞে বাংলাদেশের সকল বয়সের নারীদের সঙ্গে নিয়ে নেতৃত্ব দেবে।

বিজয়ের মাসে দল, মত, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বয়স নির্বিশেষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়ে সরকারপ্রধান বলেন, শক্তিশালী স্বৈরাচারী সরকারকে জাতীয় ঐক্যের মাধ্যমেই আমরা হটাতে পেরেছি। তারা এখনো সর্বশক্তি দিয়ে জাতিকে বিভক্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সামপ্রদায়িক রাজনীতির মাধ্যমে জাতীয় ঐক্যকে নস্যাৎ করতে চাচ্ছে, একের প্রতি অন্যের বিষ উগড়ে দিতে চাচ্ছে। তাদের এই হীন প্রচেষ্টাকে কোনোভাবেই সফল হতে দেবেন না। তিনি বলেন, এটা আমাদের বিজয়ের মাস। ১৬ই ডিসেম্বরে যুদ্ধ জয় করে পৃথিবীর বুকে বাঙালি জাতির একটা স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাস। শত্রুকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করার মাস। নিজের শক্তিকে আবিষ্কার করার মাস। এই বিজয়ের মাসে আমরা সকল প্রস্তুতি নিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে নতুন বাংলাদেশ গড়ার যাত্রা শুরু করলাম। এই যাত্রা শুভ হোক। গন্তব্যে পৌঁছানো নিশ্চিত ও আনন্দদায়ক হোক। বিজয়ের মাস হোক নারী-পুরুষ, ধর্ম, বর্ণ রাজনৈতিক পরিচয় নির্বিশেষে জাতির মহা ঐক্যের মাস। বিজয়ের মাস হোক ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানকে স্মরণ করে নতুন বাংলাদেশ গড়ার শপথ দৃঢ়তার সঙ্গে পুনর্ব্যক্ত করার মাস। বিজয়ের মাস হোক নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তরুণদের প্রচণ্ড দুঃসাহস প্রকাশের মাস।

ড. ইউনূসের নেতৃত্বে ‘জাতীয় ঐকমত্য গঠন কমিশন’ হচ্ছে সংস্কার কাজ এগিয়ে নিতে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য গড়ার লক্ষ্যে ‘জাতীয় ঐকমত্য গঠন কমিশন’ গঠন করবে সরকার। যে কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস। আর সহ-সভাপতি হিসেবে থাকবেন সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান প্রফেসর ড. আলী রীয়াজ। গতকাল মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে এমনটাই জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস। দীর্ঘ ভাষণে নির্বাচন, সংস্কার কমিশন, অর্থনীতি পুনরুদ্ধারসহ বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন তিনি। বলেন, যেকোনো সংস্কারের কাজে হাত দিতে গেলে রাজনৈতিক ঐকমত্যের প্রয়োজন। এই ঐকমত্যে পৌঁছানোর প্রক্রিয়া কী হবে? সরকার প্রথম পর্যায়ে ছয়টি সংস্কার কমিশন গঠন করেছে। এরা শিগগিরই চূড়ান্ত প্রতিবেদন পেশ করবে বলে আমি আশা করি। আমরা এই ছয় কমিশনের চেয়ারম্যানদের নিয়ে একটি ‘জাতীয় ঐকমত্য গঠন কমিশন’ প্রতিষ্ঠা করার দিকে অগ্রসর হচ্ছি। এর কাজ হবে রাজনৈতিক দলসহ সকল পক্ষের সঙ্গে মতামত বিনিময় করে যে সমস্ত বিষয়ে ঐকমত্য স্থাপন হবে সেগুলো চিহ্নিত করা এবং বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ করা। সরকারপ্রধান বলেন, যেহেতু জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তা বিবেচনা করে আমি এই কমিশনের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবো। আমার সঙ্গে এই কমিশনের সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন প্রফেসর আলী রীয়াজ। কমিশন প্রয়োজন মনে করলে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে। প্রথম এই ছয়টি কমিশনের চূড়ান্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর আগামী মাসেই জাতীয় ঐকমত্য গঠন কমিশন কাজ শুরু করতে পারবে বলে আমি আশা করছি। তিনি বলেন, এই নতুন কমিশনের প্রথম কাজ হবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য যে সমস্ত সিদ্ধান্ত জরুরি, সে সমস্ত বিষয়ে তাড়াতাড়ি ঐকমত্য সৃষ্টি করা এবং সকলের সঙ্গে আলোচনা করে কোন সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠান করা যায় সেই ব্যাপারে পরামর্শ চূড়ান্ত করা।

বাংলা পোস্ট

Bangla Post
Unit - S7, The Whitechapel Centre
85 Myrdle Street, London E1 1HL
Tel: News - 0203 674 7112
Sales - 0203 633 2545
Email: info@banglapost.co.uk
Web: www.banglapost.co.uk

Honorary Chairman
Sheikh Md. Mofizur Rahman
Founder & Managing Director
Taz Choudhury
Marketing Director
Sayantan Das Adhikari

Board of Director
Kamruz Zaman Shuheb

Advisers
Mahee Ferdhaus Jalil
Tafazzal Hussain Chowdhury
Shofi Ahmed
Abdul Jalil

Editor in Chief
Taz Choudhury
Editor
Barrister Tareq Chowdhury
News Editor
Hasan Muhammad Mahadi
Head of Production
Shaleh Ahmed
Sub Editor
Md Joynal Abedin
Marketing Manager
Mahfuzur Choudhury

Sylhet Bureau Chief
Hasanul Hoque Uzzal
Birmingham Correspondent
Atikur Rahman

Sylhet Office
Abdul Aziz Zafran
Dhaka Office
Md Zakir Hossen

গণ-অভ্যুত্থানে নারীদের কাজের মূল্যায়ন করতে হবে

নারীদের মূল্যায়ন সারা বিশ্বে যথাযথ ভাবে হচ্ছে না। যুগে যুগে আন্দোলন সংগ্রাম করে তাদের কর্মের মূল্যায়ন আদায় করতে হচ্ছে।২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থান বাংলাদেশের ইতিহাসে গণতন্ত্র, সুশাসন এবং সামাজিক ন্যায়ের আকাঙ্ক্ষার জন্য লড়াইয়ের এক উজ্জ্বল অধ্যায়। এই অভ্যুত্থান বৈষম্যের বিরুদ্ধে সমগ্র জাতিকে একত্র করেছিল।

নারী শিক্ষার্থীরা ছিলেন এই আন্দোলনের প্রথম সারির যোদ্ধা। ১৪ জুলাই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে উত্তেজিত হয়ে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের 'রাজাকারের নাতি-নাতনি' বলে অবমাননাকর মন্তব্য করেন। প্রধানমন্ত্রীর এই বিতর্কিত ও কটাক্ষপূর্ণ মন্তব্য আন্দোলনকারীদের গভীরভাবে আহত করে।

সেই রাতে, প্রধানমন্ত্রীর অবমাননাকর বক্তব্যে ক্ষোভে ফেটে পড়েন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হল ও বেগম রোকেয়া হলের সাহসী নারী শিক্ষার্থীরা। ক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠা ওই নারী শিক্ষার্থীরা হলের গেট ভেঙে রাস্তায় নেমে আসেন, আর তাঁদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় এক ঐতিহাসিক স্লোগান: 'তুমি কে? আমি কে? রাজাকার, রাজাকার। কে বলেছে? কে বলেছে? স্বৈরাচার, স্বৈরাচার।'

এ ছাড়া জুলাই আন্দোলনের পর ১০টি সংস্কার কমিশন গঠন করা হলেও মাত্র একটি (নারীবিষয়ক) সংস্কার কমিশনের নেতৃত্ব দেওয়া হয়েছে একজন নারীকে। এতে স্পষ্ট প্রতিফলিত হয়, যদিও নারীরা আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন, তাঁদের অবদান পরবর্তী সময়ে যথাযথভাবে মূল্যায়িত হচ্ছে না। এটি নারী নেতৃত্বের প্রতি রাষ্ট্র ও সমাজের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির একটি করুণ উদাহরণ।

৫ আগস্ট-পরবর্তী প্রায় প্রতিটি পদক্ষেপে নারীদের প্রতি এই বৈষম্যের চিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। আন্দোলন-পরবর্তী উপদেষ্টা পরিষদে নারীদের অংশগ্রহণ নিতান্তই অল্প ২০ শতাংশেরও কম। ২৩ জন উপদেষ্টার মধ্যে মাত্র ৪ জন নারী উপদেষ্টা, যা নারীদের অধিকার ও দাবি পূরণে কতটা সহায়ক, তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। এই বিষয়টি আরও উদ্বেগজনক এই কারণে যে এই আন্দোলনের প্রতিটি ধাপে, মিছিলে, সংগ্রামে নারীরা নেতৃত্ব দিয়েছে, সামনের কাতারে থেকেছেন। এমনকি ডিবি অফিসে যখন ছাত্রদের আটক রেখে নির্যাতন করা হয়, সেখানেও একজন নারী শিক্ষার্থী ছিলেন। এ ছাড়া জুলাই আন্দোলনের পর ১০টি সংস্কার কমিশন গঠন করা হলেও মাত্র একটি (নারীবিষয়ক) সংস্কার কমিশনের নেতৃত্ব দেওয়া হয়েছে একজন নারীকে। এতে স্পষ্ট প্রতিফলিত হয়, যদিও নারীরা আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন, তাঁদের অবদান পরবর্তী সময়ে যথাযথভাবে মূল্যায়িত হচ্ছে না। এটি নারী নেতৃত্বের প্রতি রাষ্ট্র ও সমাজের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির একটি করুণ উদাহরণ।

৫ আগস্ট-পরবর্তী প্রায় প্রতিটি পদক্ষেপে নারীদের প্রতি এই বৈষম্যের চিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। আন্দোলন-পরবর্তী উপদেষ্টা পরিষদে নারীদের অংশগ্রহণ নিতান্তই অল্প ২০ শতাংশেরও কম। ২৩ জন উপদেষ্টার মধ্যে মাত্র ৪ জন নারী উপদেষ্টা, যা নারীদের অধিকার ও দাবি পূরণে কতটা সহায়ক, তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়।

এ ছাড়া জুলাই আন্দোলনের পর ১০টি সংস্কার কমিশন গঠন করা হলেও মাত্র একটি (নারীবিষয়ক) সংস্কার কমিশনের নেতৃত্ব দেওয়া হয়েছে একজন নারীকে। এতে স্পষ্ট প্রতিফলিত হয়, যদিও নারীরা আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন, তাঁদের অবদান পরবর্তী সময়ে যথাযথভাবে মূল্যায়িত হচ্ছে না। এটি নারী নেতৃত্বের প্রতি রাষ্ট্র ও সমাজের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির একটি করুণ উদাহরণ।এখনো সময় আছে জুলাই আগস্ট আন্দোলনে নারী কর্মীদের ভূমিকার মূল্যায়ন করতে হবে। তাদের কাজের তথা আন্দোলনের স্বীকৃতি দিতে হবে।

বাংলাদেশে আজ কী চাই আমরা

আবুল কাসেম ফজলুল হক

১৬ ডিসেম্বর আমাদের বিজয় দিবস। দীর্ঘ সংগ্রাম ও স্বাধীনতাযুদ্ধের মধ্য দিয়ে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করে আমরা স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছি। সংগ্রাম ও যুদ্ধে জনসাধারণ যে দৃঢ় সমর্থন ও সহায়তা প্রদান করেছিল, তা-ই ছিল স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মূল শক্তি। স্বাধীনতাযুদ্ধে ভারত যেভাবে আমাদের সহায়তা করেছে, তা অতুলনীয়।

তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নও যুদ্ধে আমাদের সহায়তা করেছে। এ জন্য আমরা ওই দুটি রাষ্ট্রের প্রতি কৃতজ্ঞ। এখন আমাদের চলতে হবে নিজেদের শক্তি ও নিজেদের বুদ্ধিতে চলমান বাস্তবতা বিবেচনা করে।

স্বাধীন বাংলাদেশে আমাদের অর্জন কী? সাফল্য কিসে? সমস্যা কোথায়? এখন করণীয় কী? মূল সমস্যাগুলোর কথা, সেই সঙ্গে মুক্তির ও উন্নতিশীল সমৃদ্ধিমান নতুন ভবিষ্যৎ সৃষ্টির উপায় নিয়ে ভাবতে হবে এবং কাজ করতে হবে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণে, চিন্তাশক্তি ও শ্রমশক্তি ব্যবহার করে পৃথিবীব্যাপী মানুষ ভাত-কাপড়ের সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হয়েছে। এ ছাড়া অন্য সব সমস্যার সমাধানের ধারায়ও মানুষ কমবেশি উন্নতি সাধন করে চলছে। আগে লোকসংখ্যা কম থাকলেও উৎপাদন এত কম হতো যে অনেক মানুষ পেট ভরে ভাত কিংবা রুটি খেতে পারত না। কাপড়ের অভাবও ছিল ভয়াবহ।

শীতের কারণে প্রতিবছর বিভিন্ন দেশে বহু লোক মারা যেত। বাংলা ভাষার দেশেও মানুষ এই রকম অবস্থার মধ্যেই ছিল। সেই অবস্থা এখন আর নেই। উৎপাদন বেড়েছে, বাড়ছে। অন্যায়-অবিচারও বেড়েছে, বাড়ছে।

কিন্তু মনের দিক দিয়ে, নৈতিক দিক দিয়ে, মূল্যবোধের দিক দিয়ে মানুষের কোনো উন্নতি হয়নি। সংঘাত-সংঘর্ষ বাড়ছে, একের পর এক যুদ্ধ চলছে। কিছু সমস্যার সমাধান হয়েছে, কিছু নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে।

বাংলাদেশের জনগণ জাতীয় সংসদের নির্বাচন করার সামর্থ্যও এখন পর্যন্ত অর্জন করেনি। যারা নানা কৌশলে ক্ষমতাসীন হয়, তারা নানা কুৎসিত উপায় অবলম্বন করেড়দমননীতি, জেল-জুলুম, গায়েবি মামলা, খুন, গুম ইত্যাদি অবলম্বন করে ক্ষমতায় থেকেছে। দেশের বড় অঙ্কের অর্থ বিদেশে পাচার হয়েছে, ব্যাংকগুলোকে ঋণখেলাপি লোকেরা চরম দুর্দশায় ফেলেছে, ইসলামী ব্যাংক এবং অন্যান্য প্রাইভেট ব্যাংক চরম দুর্গতিতে পড়েছে, বৈদেশিক ঋণ নিয়ে রাষ্ট্র দুর্গতিতে ভুগছে। প্রশাসনব্যবস্থাকে দলীয়করণের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় ফেলা হয়েছে। দলীয়করণের পরিণতিতে পুলিশ বাহিনীর কর্মকর্তা-কর্মচারীরা মনোবলহারা। রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থাকে সব দিক দিয়ে খারাপ অবস্থায় রাখা হয়েছে। রাষ্ট্রের সংবিধানকেও প্রগতিবিরোধী রূপ দিয়ে রাখা হয়েছে। চলমান ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। রাষ্ট্রব্যবস্থা দুর্নীতির অনুকূল। এ অবস্থায় জনচরিত্রও ভালো নয়। বাংলাদেশে ব্যক্তি পর্যায়ে মানুষের কামনা-বাসনার সন্ধান করতে গেলে দেখা যায়, মানুষ ভোগবাদী, সুবিধাবাদী। ধনিক-বণিকদের ও ক্ষমতালিপ্সুদের মধ্যে ভোগবাদ ও সুবিধাবাদ প্রবল।

সাধারণ মানুষের ও ছাত্র-তরুণদের মন-মানসিকতা গঠিত হয় বহুলাংশে রাষ্ট্রব্যবস্থা ও শাসকদের দ্বারা। আইনকানুন, বিচারব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষানীতি দ্বারা। প্রশাসনব্যবস্থা যদি বহুলাংশে ন্যায়-নিষ্ঠার প্রতিকূল হয়, আইনের শাসন যদি ধনিক-বণিক ও ক্ষমতাবানদের ইচ্ছানুযায়ী পরিচালিত হয়, তাহলে জাতি (হধঃরড়হ) ও রাষ্ট্র দুর্বল হয়; একসময় প্রবল বিদেশি বড় শক্তির অধীনে চলে যায়।

বাংলাদেশে আজ কী চাই আমরাবাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির বেলায় ভারতের এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ভূমিকা মনে রাখতে হবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য এবং উন্নতিশীলতার জন্য এই ব্যাপারটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ঝুঁকে গেলে মারাত্মক ভুল হবে। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ভারতের দিকে ঝুঁকে গেলেও ভুল হবে। হীন স্বার্থান্বেষীরা ও সুবিধাবাদীরা এই ব্যাপারটি বুঝতে পারলেও না বোঝার ভান করবে এবং জাতীয় স্বার্থ, রাষ্ট্রীয় স্বার্থ বিবেচনা না করেই নিজেদের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করে নেবে। ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের প্রশ্নে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা মনে রাখতে হবে। আজকের পৃথিবীতে একদিকে আছে যুক্তরাষ্ট্র এবং তার সহযোগী ও অনুগামী যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ন্যাটো, জি-সেভেন; অন্যদিকে আছে রাশিয়া, চীন ও তাদের সহযোগী কিছু রাষ্ট্র। বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল কাজ করছে মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে। এগুলো যতটা অর্থনৈতিক, ঠিক ততটাই রাজনৈতিক সংস্থা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘোষিত ও অঘোষিত কর্মসূচির বাস্তবায়নে এই দুটি সংস্থা কাজ করে থাকে। বাংলাদেশের স্বাধীন সত্তা রক্ষার জন্য বৃহত্তম জাতীয় ঐক্য অপরিহার্য। ১৯৭২ সাল থেকে কোনো সরকারই বৃহত্তম জাতীয় ঐক্যের নীতি গ্রহণ করেনি। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগ করে ভারতে যেতে হলো বৃহত্তম জাতীয় ঐক্যের প্রতি অবজ্ঞা প্রতিষ্ঠার কারণে। বখতিয়ার আসছেন শুনেই লক্ষ্মণ সেন পালিয়ে বিক্রমপুরে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন কোমল সংগীতপ্রিয় নমনীয় মানসিকতার কারণে। গীতগোবিন্দের কবি জয়দেব এবং আরো অনেক কবি তার সভাকবি ছিলেন।

বাংলাদেশের রাজনীতি রাজনীতিবিদদের, রাজনৈতিক দলগুলোর এবং রাজনৈতিক নেতাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে। বর্তমানে যে উপদেষ্টা পরিষদ দ্বারা বাংলাদেশ পরিচালিত হচ্ছে, তা নির্দলীয়, নিরপেক্ষ, অরাজনৈতিক মেধাবী ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত। রাজনীতিবিদদের প্রতি, রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে রয়েছে অনাস্থা। এর ফলে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন উপদেষ্টা পরিষদের প্রতি সদয় মনোভাব ব্যক্ত করছে। জনগণ চায়, এই সরকার দ্বারা সর্বজনীন কল্যাণে বাংলাদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে উন্নতিশীল করার প্রক্রিয়ার সূচনা হোক। এই উদ্দেশ্যে তারা সুষ্ঠু নির্বাচনের বাস্তবতা তৈরি করবে এবং সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন করে একটি উন্নতিশীল রাষ্ট্র গঠনের উপযোগী রাজনীতির ধারার সূচনা করে যাবে। নির্দলীয়-নিরপেক্ষ অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের দ্বারা রাষ্ট্রব্যবস্থার সংস্কারের জন্য এই সরকার রাষ্ট্রের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোনো কোনো দিক অনুসন্ধান করে দেখছে। রাজনৈতিক মহল থেকে দ্রুত জাতীয় সংসদের নির্বাচন দেওয়ার জন্য দাবি তোলা হচ্ছে।

বাংলাদেশে রাজনৈতিক জটিলতা হঠাৎ দেখা দেয়নি। পক্ষপাতমুক্ত পর্যবেক্ষণে গেলে দেখা যাবে, ১৯৭২ সালের প্রায় শুরু থেকেই সমস্যা সংকটে রূপ নিচ্ছে। যেসব মর্মান্তিক ঘটনা ক্রমাগত ঘটেছে, সেগুলোর কথা স্মরণ করলে এবং কারণ-করণীয়-করণ ও ফলাফলড় এই সূত্র ধরে ঘটনাপ্রবাহকে বিচার করলে বোঝা যাবে, জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় জীবনে আমরা কী অবস্থায় আছি। সব কিছুকেই আমাদের বিচার করতে হবে জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় উন্নতির লক্ষ্য নিয়ে। পত্রপত্রিকায় অনেকে লিখছেন। অনেকে বই প্রকাশ করছেন রাজনীতির উন্নতির আশা নিয়ে। যারা আন্তরিকতার সঙ্গে তথ্যাদি জেনে, বিচার-বিবেচনা করে লিখছেনড়তাদের লেখার গুরুত্ব আছে।

গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও তার সম্পূরক আন্তর্জাতিকতাবাদ, ধর্ম, ইসলাম ও মুসলমান ইত্যাদি বিষয় নিয়ে অনেকেই লিখছেন। তার পরেও অনেক বিষয়ে লেখার প্রয়োজন আছে। প্রশ্ন হলো কারা লিখবেন? কেন লিখবেন? যারা রাজনীতির মাধ্যমে ইতিহাসের গতি নির্ধারণ করবেন, তারা যদি না পড়েন, তাহলে লেখকরা তো হতাশ হবেন। লেখার মাধ্যমে যারা অর্থ ও খ্যাতি অর্জন করতে চান, তাদের লেখার জনপ্রিয়তা আছে। কিন্তু সেগুলো দ্বারা তো পাঠকের মধ্যে জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় উন্নতির কোনো উন্নত চিন্তা-চেতনা দেখা দিচ্ছে না। মনে হয়, আমাদের রাজনীতিবিদরা এবং লেখকরা ফলাফল বিবেচনা না করেই লিখছেন। এ কথা যদি ঠিক হয়, তাহলে এ জাতির স্বাধীনতা কি রক্ষা পাবে?

রাজনীতির ও রাজনৈতিক উন্নতির জন্য আদর্শ অপরিহার্য। বাস্তবে দেখা যায়, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও তার সম্পূরক আন্তর্জাতিকতাবাদড়এসব আদর্শকে এখন অর্থহীন করে ফেলা হয়েছে। এসব আদর্শকে আলোচনা-সমালোচনার মধ্য দিয়ে দেখতে হবে এবং আজকের প্রয়োজনে সর্বজনীন কল্যাণের আদর্শ রচনা করতে হবে। সর্বজনীন কল্যাণে নতুন রাজনীতির জন্য এবং রাষ্ট্রব্যবস্থার পুনর্গঠনের জন্য সব দেশ-কালে তরুণরাই অগ্রযাত্রীর ভূমিকা পালন করে।

ভারত মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে অন্যভাবে দেখে : সিলেটে উপদেষ্টা সাখাওয়াত

সিলেট অফিস : নৌ-পরিবহন, শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন বলেছেন, ভারত মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অন্যভাবে দেখতে পারে, এটা তাদের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার। কিন্তু বিশ্ববাসী জানে এটা শুধু বাংলাদেশের বিজয়। এটা একান্তই বাংলাদেশের আপামর মানুষের লড়াই। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ বিশ্বের বুকেই এক অনন্য উদাহরণ। যদিও সেই যুদ্ধে ভারত আমাদের সহায়তা করেছে।

মঙ্গলবার (১৭ ডিসেম্বর) সকালে সিলেট মেরিন একাডেমির কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর টুইট প্রসঙ্গে তিনি এ মন্তব্য করেন।

উপদেষ্টা বলেন, নরেন্দ্র মোদি তার মতো করে বলেছেন। তার এমন মন্তব্যে মুক্তিযোদ্ধারা যারা এখনও বেঁচে আছেন তারা আহত হয়েছেন।

সাখাওয়াত হোসেন বলেন, এ ব্যাপারে বিশ্ববাসী সবকিছুই জানেন, আজকে ৫৩ বছর হয়ে গেছে। এই ৯ মাসের যুদ্ধ কিন্তু বাংলাদেশের যুদ্ধ। আমি মনে করি, এটা আমাদের যুদ্ধ আমাদেরই প্রাণহানি হয়েছে, আমাদের মা-বোনদের সম্ভ্রমহানী হয়েছে এবং ৯ মাস আমাদের দেশ বড় ধরনের রক্তপাতের মধ্যে ছিল।

উপদেষ্টা আরও বলেন, আমাদের যুদ্ধটি আমরা শুরু করেছিলাম, আমরাই সমাপ্ত করেছি। সেখানে সাহায্য-সহযোগিতা ভারতের ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমরা সেটাও স্মরণ করি এবং সব সময় স্মরণ রাখবো বন্ধুপ্রতিম দেশ হিসেবে। ওটা যদি ওনারা অন্যভাবে ইতিহাসে দেখেন, সেটা ওনাদের ব্যাপার। কিন্তু আমাদের মুক্তিযুদ্ধ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ঘটনা, যা ঘটেছে বিশ্ব ইতিহাসে আছে।

নির্বাচনের তারিখ নিয়ে তিনি বলেন, যখন আমাদের প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন নিশ্চয়ই সুনির্দিষ্ট একটা রোডম্যাপ হবে। সংস্কারগুলো শেষ হবে আশা করি সেগুলো আমরা দেখবো। এখন শেষ হয়নি। অবশ্যই তার মাথায় নির্বাচন কখন হবে, কিভাবে হবে, কি সংস্কারের পরে হবে এগুলো আছে। এগুলো সময়মত জানতে পারবেন।

এর আগে, সিলেট মেরিন একাডেমির মাঠে ক্যাডেটদের সালাম গ্রহণ করেন নৌপরিবহন উপদেষ্টা। এসময় সিলেট একাডেমিতে নটিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যাডেটদের গ্রাজুয়েশন প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়। এতে সিলেট এডাকেমির কোর্স সম্পন্ন করা ৪১ জন সমুদ্র যোদ্ধা অংশ নেয়।

নভেম্বর মাসে সিলেটের সড়কে ঝরেছে ২৮ প্রাণ

সিলেট অফিস : সিলেটে বিভাগে গত নভেম্বর ২৬ টি সড়ক দুর্ঘটনায় ২৮ জন নিহত এবং ৭৪ জন আহত হয়েছেন বলে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতি।

মঙ্গলবার (১৭ ডিসেম্বর) যাত্রী কল্যাণ সমিতির মহাসচিব মোজাম্মেল হক চৌধুরীর পাঠানো প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানা যায়।

সড়ক দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে- দেশের সড়ক-মহাসড়কে ট্রাফিক পুলিশ, হাইওয়ে পুলিশের অনুপস্থিতির সুযোগে আইন লঙ্ঘন করে যানবাহনের অবাধ চলাচল; জাতীয় মহাসড়কে রোড সাইন বা রোড মার্কিং-সড়কবাতি না থাকা, জাতীয়, আঞ্চলিক ও ফিডার রোডে টার্নিং চিহ্ন না থাকার ফলে নতুন চালকের এসব সড়কে দুর্ঘটনায় পতিত হয়েছে। এছাড়া মহাসড়কের নির্মাণ ত্রুটি, যানবাহনের ত্রুটি, ট্রাফিক আইন অমান্য, উল্টোপথে যানবাহন চালানো, সড়কে চাঁদাবাজি, পণ্যবাহী গাড়িতে যাত্রী পরিবহন করা, অদক্ষ চালক, ফিটনেসবিহীন যানবাহন, অতিরিক্ত যাত্রী বহন, বেপরোয়া গতিতে যানবাহন চালানো এবং একজন চালক অতিরিক্ত সময় ধরে যানবাহন চালানো এবং জাতীয়, আঞ্চলিক ও ফিডার রোডে অবাধে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার চলাচলের ফলে এসব দুর্ঘটনা ঘটেছে।

দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সুপারিশ হিসেবে বলা হয়েছে- জরুরিভিত্তিতে মোটরসাইকেল ও ইজিবাইকের মতো ছোট ছোট যানবাহন আমদানি ও নিবন্ধন বন্ধ করা, জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কে রাতের বেলায় অবাধে চলাচলের জন্য আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা, দক্ষ চালক তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ, যানবাহনের ডিজিটাল পদ্ধতিতে ফিটনেস দেওয়া, ধীরগতির যান ও দ্রুতগতির যানের জন্য আলাদা লেনের ব্যবস্থা করা, সড়কে চাঁদাবাজি বন্ধ করা, চালকদের বেতন ও কর্মঘণ্টা সুনিশ্চিত করা, মহাসড়কে ফুটপাত ও পথচারী পারাপারের ব্যবস্থা রাখা, রোড সাইন, রোড মার্কিং স্থাপন করা, সড়ক পরিবহন আইন যথাযথভাবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা, উন্নতমানের আধুনিক বাস নেটওর্য়াক গড়ে তোলা, নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিআরটিএর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা, মানসম্মত সড়ক নির্মাণ ও মেরামত সুনিশ্চিত করা, নিয়মিত রোড সেইফটি অডিট করা এবং মেয়াদোর্ত্তীণ গণপরিবহন ও দীর্ঘদিন যাবত ফিটনেসহীন যানবাহন স্ক্র্যাপ করার উদ্যোগ নেওয়া।

জামায়াত কোন অপশক্তির কাছে মাথা নত করেনি: সিলেটে জামায়াত আমীর

সিলেট অফিস : জামায়াতের আমীর ডাঃ শফিকুর রহমান বলেছেন, পতিত ফ্যাসিস্ট শক্তির ধর্মীয় সম্প্রীতি বিনষ্টের ষড়যন্ত্র বিভক্তির বদলে জাতীয় ঐক্য সুদৃঢ় করেছে। তাদের সকল ষড়যন্ত্র নস্যাৎ হয়েছে। জামায়াত কোন অপশক্তির কাছে মাথা নত করেনি, কেবলই আল্লাহর কাছে মাথা নত করেছে। যার ফলাফল ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে ফ্যাসিস্টের পতন।

জামায়াত আমীর বলেন, ২০০৬ সালে লগি বৈঠার তাণ্ডবের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ বর্বও হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিল। দীর্ঘ ১৬ বছরে তারা ইতিহাসের বর্বর ও আগ্রাসী শক্তি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে গণধিকৃত একটি দলে পরিনত হয়েছে। তাদেরকে জনগণ চায় কিনা সেটা শহীদ ও আহতদের এবং তাদের পরিবারকে জিজ্ঞেস করলেই বুঝা যাবে। পতিত ফ্যাসিবাদী শক্তি কখনো আনসার লীগ, কখনো রিক্সালীগ, কখনো চাকুরী লীগ আবার কখনো ইসকন লীগ রুপে ফিরে এসে দেশকে অস্থিতিশীল করতে চেয়েছি। তারা শেষমেষ ধর্মীয় দাঙ্গার ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু দেশপ্রেমিক জনগণ ধর্ম-বর্ণ, দলমত নির্বিশেষ আরো বেশী ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের ষড়যন্ত্র প্রতিহত করেছে।

তিনি শুক্রবার সকালে দীর্ঘ দেড় যুগ পর সিলেটের ঐতিহাসিক আলিয়া মাদ্রাসা ময়দানে সিলেট জেলা জামায়াতের কর্মী সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপরোক্ত কথা বলেন।

জেলা জামায়াতের সেক্রেটারী জয়নাল আবেদীন, সহকারী সেক্রেটারী নজরুল ইসলাম ও মাওলানা মাশুক আহমদের যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বিপুল সংখ্যক জনশক্তি উপস্থিত ছিলেন। সকাল ১০টায় সম্মেলনের কার্যক্রম শুরু হলেও ভোর হতেই লোকে লোকারণ্য হয়ে যায় আলিয়া ময়দান। সম্মেলন শুরুর আগেই আলিয়া মাঠ কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে জনস্রোত ছড়িয়ে পড়ে রাস্তায়।

সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন- জামায়াতের কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল অ্যাডভোকেট এহসানুল মাহবুব জোবায়ের, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী উত্তরের আমীর মুহাম্মদ সেলিম উদ্দিন, কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য অধ্যাপক ফজলুর রহমান, কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও সিলেট মহানগর জামায়াতের আমীর মুহাম্মদ ফখরুল ইসলাম।

জামায়াত আমীর, দীর্ঘ ১৬টি বছর আমরা অনেক ত্যাগ শিকার করেছি, আরও ত্যাগ শিকারে প্রস্তুত তবুও ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সাম্যের বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে চাই। পতিত ফ্যাসিবাদী সরকার আমাদের শীর্ষ ১১ নেতৃবৃন্দের কাউকে ফাঁসি দিয়েছে ও কাউকে হত্যা করেছে। জামায়াতের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারী এটিএম আজহারুল ইসলামের বিরুদ্ধেও ফাঁসির রায় দিয়েছে। আল্লাহর ফয়সালায় তিনি জীবিত রয়েছেন। দ্রুততম সময়ের মধ্যে ন্যায় বিচার পেয়ে তিনি মুক্ত আকাশের নিচে ফিরবেন ইনশাআল্লাহ।

তিনি আরো বলেন, এই দেশ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের দেশ। স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে ভিন্নধর্মের নেতৃবৃন্দ যে ধরণের ঐতিহাসিক ভুমিকা পালন করেছেন সেজন্য তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানকে ব্যর্থ করতে প্রতিবেশী দেশ সংখ্যালঘু কার্ড খেলতে চেয়েছিল। আমরা বার বার বলেছি এদেশে সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরুর নামে আর কোন বিভক্তি চাইনা। এর প্রতিফলন গোটা বিশ্ববাসী দেখতে পেয়েছে। ধর্মীয় সম্প্রীতি বিনষ্টের ষড়যন্ত্র বিভক্তির বদলে জাতীয় ঐক্য সুদৃঢ় করেছে।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন- সুনামগঞ্জ জেলা আমীর মাওলানা তোফায়েল আহমদ খান, মৌলভীবাজার জেলা আমীর ইঞ্জিনিয়ার শাহেদ আলী, সিলেট জেলা নায়েবে আমীর অধ্যাপক আব্দুল হান্নান ও হাফেজ আনওয়ার হোসাইন খান, হবিগঞ্জ জেলা জামায়াত নেতা মহসিন আহমদ, সাবেক দক্ষিণ সুরমা উপজেলা চেয়ারম্যান মাওলানা লোকমান আহমদ, উপাধ্যক্ষ সৈয়দ ফয়জুল্লাহ বাহার, সিলেট মহানগর ছাত্রশিবির সভাপতি শরীফ মাহমুদ, শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রশিবির সভাপতি তারেক মনোয়ার, সিলেট জেলা পশ্চিম ছাত্রশিবির সভাপতি মারুফ আহমদ, সাবেক ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা চেয়ারম্যান সাইফুল্লাহ আল হোসাইন, সাবেক গোলাপগঞ্জ উপজেলা চেয়ারম্যান হাফিজ নজমুল ইসলাম।

দর্শক ভালোবাসায় ২০ থেকে ২১ বছরে পা রাখলো জনপ্রিয় টেলিভিশন চ্যানেল এস

বিলেতে প্রতিষ্ঠিত ইউরোপে বাঙালীদের সংকট সংগ্রাম ও সম্ভাবনার সব খবরে দর্শক ভালোবাসায় ২০ থেকে ২১ বছরে পা রাখলো জনপ্রিয় টেলিভিশন, চ্যানেল এস। কমিউনিটির বিশিষ্ট জন ও দর্শক ভালোবাসায় বর্ণাঢ্য আয়োজনে পালিত হয়েছে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী।

সোমবার চ্যানেল এস এর নিজস্ব ভবনে বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী, জনপ্রতিনিধি ও কমিউনিটির সর্বস্তরের মানুষের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণে ২০ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করেছে জননন্দিত টেলিভিশন চ্যানেল এস। একই সাথে প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের ৫৩ তম বিজয় দিবস পালন করেছে। ১৬ ডিসেম্বর চ্যানেল এস দুপুর ২টা থেকে রাত ১টা পর্যন্ত লাইভ এবং রেকর্ডেড বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্প্রচার করেছে। সন্ধ্যা ৭টা থেকে লাইভ অনুষ্ঠানে কমিউনিটির শতাধিক সংগঠন এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ফুলেল শুভেচ্ছা দিয়ে সিক্ত করে চ্যানেল এস কে। লন্ডন সময় রাত ৮ টায় কেক কাটা হয়। টেলিভিশনের হেড অফ প্রোগ্রাম ফারহান মাসুদ খানের প্রাণবন্ত উপস্থাপনায় এসময় উপস্থিত ছিলেন চ্যানেল এস চেয়ারম্যান আহমেদ উস সামাদ চৌধুরী জেপি, ফাউন্ডার চেয়ারম্যান মাহি ফেরদৌস জলীল, ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল হক, সিইও তাজ চৌধুরী, হেড অফ নিউজ মিলটন রহমান, নিউজ ইনচার্জ রুপি আমীন, সিনিয়র নিউজ প্রেজেন্টার ড. জাকি রেজওয়ানা আনোয়ার। এছাড়া বিশেষ অতিথি ছিলেন, সাবেক ব্রিটিশ এমপি পল স্কালি, ব্যারোসে পলা মঞ্জিলা উদ্দিন, সাবেক এমপি কেইথ বেস্ট, ডেপুটি লেফটেন্যান্ট ড. মোহাম্মদ সাখাওত হোসাইন, লন্ডনস্থ বাংলাদেশ হাই কমিশনের প্রতিনিধি মৌমিতা জিনাত টাওয়ার হ্যামলেটস ডেপুটি মেয়র মায়ুম মিয়া তালুকদার, হ্যারো কাউন্সিলের মেয়র কাউন্সিলর সেলিম চৌধুরীসহ কমিউনিটির বিশিষ্টজন। অতিথিরা বলেন, গত ২০ বছরে ব্রিটেনের বাংলা কমিউনিটির দিক নির্দেশক হিসাবে কাজ করেছে চ্যানেল এস এবং তারা ইতিবাচক বাংলাদেশকেও এই কমিউনিটির কাছে তুলে ধরেছেন। চ্যানেল এস এর চেয়ারম্যান আহমেদ উস সামাদ চৌধুরী জেপি বলেন, আপোষহীন মনোভাব এবং নিরপেক্ষ অবস্থান চ্যানেল এসকে সব থেকে আলাদা করেছে। এভাবেই আপনাদের ভালোবাসায় চ্যানেল এস এগিয়ে যেতে চায়। ২০ বছর আগে যে লক্ষ্যে চ্যানেল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল চ্যানেল সেটি অনেক আগেই পূরণ করেছে উল্লেখ করে চ্যানেল এস এর ফাউন্ডার চেয়ারম্যান মাহি ফেরদৌস জলীল বলেন, আরো নতুন নতুন আইডিয়ার মাধ্যমে চ্যানেল এসকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে কমিউনিটির সকলের ভালোবাসা আর সহযোগীতা চান তিনি।

চ্যানেল এস এর সিইও তাজ চৌধুরী ও অনুষ্ঠান বিভাগের প্রধান ফারহান মাসুদ খান বলেন, নতুন বছরে চ্যানেল এস আরো কিছু বৈচিত্র্যময় অনুষ্ঠান নিয়ে আসবে। তবে সেইসব অনুষ্ঠানে নতুন প্রজন্মকে প্রাধান্য দেয়া হবে।

শেখ হাসিনার সেই পিয়নের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা হয় ৬২৬ কোটি টাকা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : শেখ হাসিনার সেই আলোচিত ৪০০ কোটি টাকার মালিক ব্যক্তিগত সহকারী (পিয়ন) মো. জাহাঙ্গীর আলমের ব্যাংক হিসাবে ৬২৬ কোটি ৬৫ লাখ টাকা লেনদেনের তথ্য পাওয়া গেছে।

যদিও আলোচিত জাহাঙ্গীর ও তার স্ত্রীর কামরুন নাহারের বিরুদ্ধে ২৪ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে দুটি মামলা দায়ের করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে দুদক উপপরিচালক রাশেদুল ইসলাম এবং তার স্ত্রী কামরুন নাহারের বিরুদ্ধে সহকারী পরিচালক পিয়াস পাল বাদী হয়ে মামলা দুটি দায়ের করেন।

মঙ্গলবার (১৭ ডিসেম্বর) দুদকের প্রধান কার্যালয়ে সাংবাদিকদের মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেন সংস্থাটির মহাপরিচালক আক্তার হোসেন।

মামলার এজাহার থেকে জানা যায়, আসামি জাহাঙ্গীর আলম স্থাবর ও অস্থাবর মিলিয়ে ১৮ কোটি ২৯ লাখ ১০ হাজার ৮৮২ টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করেন। জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করায় এবং তিনি ও তার মালিকানাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামে অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ ভোগ করার মানসে আটটি ব্যাংকের ২৩টি হিসাবে সর্বমোট ৬২৬ কোটি ৬৫ লাখ ১৮ হাজার ১০৭ টাকা জমা/ক্রেডিট ও জমা করা অর্থ বিভিন্ন মাধ্যমে উত্তোলন বা স্থানান্তর করে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেন।

অনুসন্ধানে আরও দেখা যায়, মো. জাহাঙ্গীর আলম এসব অবৈধ সম্পদ অর্জনের মাধ্যমে তার নিজ নামে ও তায় বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের নামে বিভিন্ন ব্যাংকে হিসাব খুলেছেন। তার আটটি ব্যাংকের ২৩টি হিসাবে সর্বমোট ৬২৬ কোটি ৬৫ লাখ ১৮ হাজার ১০৭ টাকা জমা এবং ৬২৪ কোটি ৬০ লাখ ১৫ হাজার ৬৭১ টাকা উত্তোলিত হয়েছে। যা দুদকের অনুসন্ধানে সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক ও সন্দেহজনক বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

অবৈধভাবে অর্জিত অর্থ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মাধ্যমে বিভিন্নভাবে তার হিসাবে জমা হওয়ার পর তিনি তা বিভিন্ন পন্থায় স্থানান্তর করেছেন। যার মধ্যে মো. জাহাঙ্গীর আলম তার মালিকানাধীন স্কাই রি এরেঞ্জ নামে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের একটি চলতি হিসাবে শুধু ২০২৪ সালের (প্রথম ৫ মাসে) ৮৩ দিনে মোট ১৭৮ কোটি টাকা জমা এবং ১৭৮ কোটি ৯৩ টাকা উত্তোলন/ফান্ড ট্রান্সফার করেন।

অপর একটি মামলায় আসামি করা হয় মো. জাহাঙ্গীর আলমের স্ত্রী কামরুন নাহারকে। তিনি নিজ নামে ৬ কোটি ৮০ লাখ ৪৮ হাজার ৬৪২ টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন ও সম্পদ ভোগ দখলে রাখার অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৭(১) ধারা তৎসহ দণ্ডবিধির ১০৯ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন।

গত ১৪ জুলাই সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চীন সফর নিয়ে গণভবনে সংবাদ সম্মেলন করেন। সেখানে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন, 'আমার বাসার পিয়ন ছিল, সেও নাকি ৪০০ কোটি টাকার মালিক। হেলিকপ্টার ছাড়া চলে না।'

এ ঘটনায় আলোচনায় আসেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সেই পিয়ন জাহাঙ্গীর আলম। অভিযোগ রয়েছে, রাজধানী মিরপুরে বাড়িসহ বেশ কয়েকটি ফ্ল্যাট রয়েছে তার নামে।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের হলফনামায় বছরে সবমিলিয়ে প্রায় ৫০ লাখ টাকার আয়ের কথা উল্লেখ করেন তিনি। এ ছাড়া স্ত্রীর নামে ব্যাংকে সোয়া ১ কোটি টাকা, তার নিজের নামে আড়াই কোটি টাকা থাকার কথাও উল্লেখ করেন। বিভিন্ন কোম্পানিতে তার অংশীদারিত্ব থাকার তথ্য উঠে আসে।

ফিরলো তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : বহুল আলোচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিলসহ সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে আনা কয়েকটি বিষয় অবৈধ ঘোষণা করেছেন হাইকোর্ট। একইসঙ্গে সংবিধানে গণভোটের বিধান ফিরিয়ে এনেছেন উচ্চ আদালত। তবে পঞ্চদশ সংশোধনী পুরোটা বাতিল করা হয়নি এই রায়ে।

আদালত বলেছেন, বাকিগুলোর বৈধতাও তিনি দিচ্ছেন না। সেগুলো ভবিষ্যৎ সংসদের জন্য রেখে দিয়েছেন। ভবিষ্যৎ সংসদ জাতির প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলো রাখতে পারে অথবা বাতিল করতে পারে।

মঙ্গলবার (১৭ ডিসেম্বর) পৃথক রিটের চূড়ান্ত শুনানি শেষে বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চের দেওয়া রায়ে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বিলুপ্তি-সংক্রান্ত পঞ্চদশ সংশোধনী আইনের ২০ ও ২১ ধারা সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ও বাতিল ঘোষণা করা হয়। পাশাপাশি পঞ্চদশ সংশোধনী আইনের মাধ্যমে সংবিধানে যুক্ত ৭ক, ৭খ, ৪৪ (২) অনুচ্ছেদ বাতিল ঘোষণা করেন আদালত।

রায়ে আদালত বলেছেন, পঞ্চদশ সংশোধনী আইন পুরোটা বাতিল করা হচ্ছে না। বাকি বিধানগুলোর বিষয়ে আগামী জাতীয় সংসদ আইন অনুসারে জনগণের মতামত নিয়ে সংশোধন, পরিমার্জন ও পরিবর্তন করতে পারবে। এর মধ্যে জাতির পিতার স্বীকৃতির বিষয়, ২৬ মার্চের ভাষণের বিষয়গুলো রয়েছে।

গণভোটের বিষয়ে রায়ে হাইকোর্ট বলেন, গণভোটের বিধান বিলুপ্ত করা হয়, যেটি সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অংশ ছিল। এ বিধান বিলুপ্তি সংক্রান্ত পঞ্চদশ সংশোধনী আইনের ৪৭ ধারা সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় বাতিল ঘোষণা করা হলো। ফলে দ্বাদশ সংশোধনীর ১৪২ অনুচ্ছেদ পুনর্বহাল করা হলো।

হাইকোর্টের রায়ে ৭ ক, ৭ খ এবং ৪৪ (২) অনুচ্ছেদও বাতিল করা হয়েছে। ৭ ক অনুচ্ছেদে সংবিধান বাতিল, স্থগিতকরণ, ইত্যাদি অপরাধ এবং ৭ খ সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলি সংশোধন অযোগ্য করার কথা বলা ছিল। এদিকে ৪৪ অনুচ্ছেদে মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ বিষয়ে বলা আছে। এই অনুচ্ছেদের ২ ধারা বলছে, এই সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের অধীন হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতার হানি না ঘটিয়ে সংসদ আইনের দ্বারা অন্য কোনো আদালতকে তার এখতিয়ারের স্থানীয় সীমার মধ্যে ওইসব বা এর যে কোনো ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষমতা দান করতে পারবেন। এই অনুচ্ছেদটি বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে রায়ে।

আওয়ামী লীগ সরকার ২০১১ সালে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল করে এবং সংবিধানে জাতীয় চার মূলনীতিঃজাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা ফিরিয়ে আনে। একই সঙ্গে তখন সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বহাল রেখে অন্যান্য ধর্মের সমমর্যাদা নিশ্চিত করার বিধান আনা হয়। পাশাপাশি ১৯৭১ সালের সাতই মার্চের ভাষণ, ছাব্বিশে মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণা ও স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অন্তর্ভুক্ত সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করে।

ওই সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিলের পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির পিতা হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এ ছাড়া জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ৪৫ থেকে বাড়িয়ে ৫০ করা হয়।

এর আগে গত ৫ ডিসেম্বর বহুল আলোচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিলসহ বেশকিছু বিষয় সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী কেন অবৈধ হবে না, এই মর্মে জারি করা রুলের রায়ের জন্য আজকের দিন ধার্য করেন হাইকোর্ট।

দীর্ঘ ২৩ কার্য দিবস শুনানি শেষে হাইকোর্ট রায়ের জন্য এদিন ধার্য করেন।

এর আগে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল করে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা প্রশ্নে জারি করা রুলে বিএনপির পক্ষে দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর পক্ষে সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার পক্ষভুক্ত হন। এরপর ইনসানিয়াত বিপ্লব, গণফোরাম, চার আবেদনকারী রুলে ইন্টারভেনর হিসেবে পক্ষভুক্ত হন।

হঠাৎ আলোচনায় ওবায়দুল কাদের

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ৫ই আগস্টে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে দেশ ছেড়ে ভারতে চলে যান আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা। এ দিন দলটির প্রায় সব নেতাকর্মী আত্মগোপনে চলে যান। জীবন রক্ষায় সেনানীবাসে আশ্রয় নিয়েছিলেন অনেক নেতা। কিন্তু তখন বড় জিজ্ঞাসা ছিল আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের কোথায় আছেন। তিনি দেশে না বিদেশে এমন প্রশ্ন ছিল রাজনৈতিক মহলে। সময়ে সময়ে তাকে নিয়ে নানা গুজব আর গুঞ্জন ছড়িয়েছে বাতাসে।

তথ্য অনুযায়ী গণঅভ্যুত্থানের পর তিন মাস ৫ দিন তিনি দেশেই ছিলেন। এই সময়ে তিনি নিরাপদেই ছিলেন। দলের সভাপতির মতো তিনিও ভারতে আশ্রয় নেয়ার চেষ্টা করেছেন এই সময়ে। যোগাযোগের চেষ্টা করেছেন দলীয় সভাপতির সঙ্গে। সেখান থেকে সাড়া মিলেনি। সূত্রের দাবি বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন নিয়ে ওবায়দুল কাদেরের দেয়া বক্তব্যে যারপরনাই বিরক্ত ছিলেন দলের সভাপতি। 'ছাত্রদের আন্দোলন দমাতে ছাত্রলীগই যথেষ্ট' ওবায়দুল কাদেরের এমন বক্তব্যেই আন্দোলনে আগুনে ঘি ঢেলে দিয়েছিল বলেই দলটির নেতারা মনে করছেন। যে আন্দোলনের জেরে শেখ হাসিনার সরকারকে এক বিধ্বংসী পরিণতি দেখতে হয়েছে।

গত ৮ই নভেম্বর ওবায়দুল কাদের শিলং হয়ে ভারতের কলকাতায় পৌঁছান। খবর রয়েছে, তিনি এক বিশেষ স্থানে আয়েসেই দিন কাটাচ্ছিলেন। তবে কীভাবে দেশ ছাড়বেন তার ফন্দি-ফিকির করছিলেন। সবুজ সংকেত আসার পর সড়কপথে তিনি বিশেষ ব্যবস্থায় ভারতের মেঘালয়ের রাজধানী শিলং পৌঁছান। সেখান থেকে যান কলকাতা। দিল্লি নয়, কলকাতাতেই তিনি অবস্থান করবেন এমনটাই জানা গেছে। ভারত সরকারের কাছে তার জন্য কেউ কেউ লবি করছিলেন। এক্ষত্রে শেখ হাসিনা কোনো আগ্রহ দেখাননি।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সরকার পতনের কয়েকদিন আগে থেকে হঠাৎ নীরব হয়ে যান। বলাবলি আছে, আন্দোলন নিয়ে দেয়া বক্তব্যের কারণে তাকে কথা বলতে বারণ করা হয়েছিল দলের সভাপতির পক্ষ থেকে। এ সময় দলের অন্য নেতারা গণমাধ্যমে কথা বলেন। আওয়ামী লীগের পতনের পর আত্মগোপনে থাকা কয়েকজন নেতা নানা মাধ্যমে বিবৃতি দিয়েছেন। কিন্তু দলের সাধারণ সম্পাদকের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের বিবৃতি দেখা যায়নি।

টানা তিন মেয়াদে দলের সাধারণ সম্পাদক হয়ে ওবায়দুল কাদের দলেও নিজস্ব বলয় তৈরি করেছিলেন। এ কারণে দলীয় অনেক নেতাকর্মীও তার প্রতি ক্ষুব্ধ ছিলেন। এ ছাড়া বিরোধী দলগুলোকে নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে নানা সময়ে বক্তব্য দেয়ায় সাধারণ মানুষের কাছেও বিরক্তিকর চরিত্র হয়ে উঠেছিলেন তিনি। তাকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও ছিল নানা ব্যঙ্গাত্মক প্রচারণা।

সাবেক ডিবি প্রধান হারুনের বিরুদ্ধে মামলা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ৪১ কোটি ১২ লাখ ২০ হাজার ৯৫৮ টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে সাবেক ডিবি প্রধান মোহাম্মদ হারুন অর রশিদ এবং তার স্ত্রী ও ভাইয়ের বিরুদ্ধে পৃথক তিনটি মামলা দায়ের করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। মঙ্গলবার দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয় ঢাকা ১ এ মামলাগুলো দায়ের করা হয়েছে। সাবেক ডিবি প্রধান হারুনের বিরুদ্ধে ১৭ কোটি ৫১ লাখ ১৭ হাজার ৮০৬ টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আনা হয়েছে। দুদকের উপপরিচালক মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন। আসামির বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ২৭(১) ও , ১৯৪৭ এর ৫(২) ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে। হারুন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ডিবি প্রধানের পদসহ বাংলাদেশ পুলিশের গুরুত্বপূর্ণ পদে থেকে ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন বলে মামলার এজাহারে বলা হয়।

দ্বিতীয় মামলায় হারুনের সঙ্গে আসামি হয়েছেন তার স্ত্রী আসামী শিরিন আক্তার। আসামিদের বিরুদ্ধে ২০০৪ এর ২৭(১) ও দন্ডবিধি'র ১০৯ ধারায় অভিযোগ এনে মামলাটি করেছেন দুদকের সহকারী পরিচালক সাজ্জাদ হোসেন। এজাহারে শিরিন আক্তারের বিরুদ্ধে ১০ কোটি ৭৬ লাখ ১৫ হাজার ৫৪৮ টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আনা হয়েছে। আসামী শিরিন আক্তার প্রেসিডেন্ট রিসোর্ট এর পরিচালক, যিনি ২০০৭ সাল হতে সন্তানসহ স্থায়ীভাবে আমেরিকায় বসবাস করছেন। হারুনের অবৈধ সম্পদ ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে এ সম্পদ গড়েছেন শিরিন।

অন্যদিকে তৃতীয় মামলায় হারুনের ছোট ভাই এবিএম শাহরিয়ার ১২ কোটি ৯৬ লাখ ৮৭ হাজার ৬০৪ টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আনা হছে। আসামী এবিএম শাহরিয়ার ২০১৯ সালে হলি ফ্যামিলি হাসপাতাল থেকে এমবিবিএস পাশ করে বর্তমানে প্রেসিডেন্ট রিসোর্টসহ ৩টি কোম্পনির এমডি/মালিক। এই মামলার বাদী দুদকের উপপরিচালক মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন। গত ২৪ অক্টোবর অবৈধভাবে হাজার কোটি টাকার সম্পদ অর্জনের অভিযোগে ডিবি হারুনসহ তার স্ত্রী ও শ্বশুরসহ ১২ জনকে তলব করেছিল দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। তবে গত ১৮ আগস্ট হারুনের অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ অনুসন্ধানে শুরু করে দুদক।

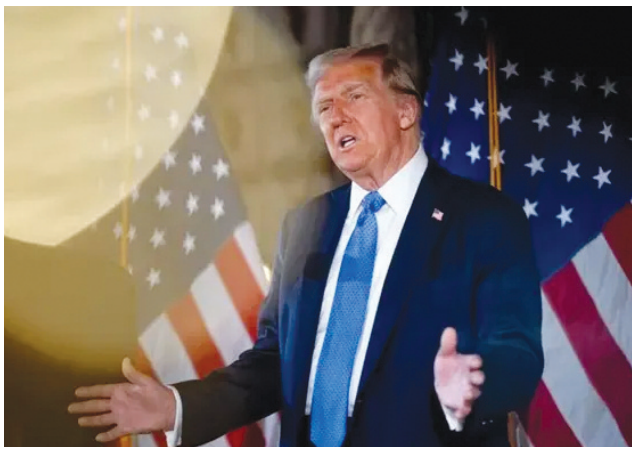

পর্নো তারকা কানেকশনের অভিযোগ নিয়েই হোয়াইট হাউসে প্রবেশ করবেন ট্রাম্প!

পোস্ট ডেস্ক : পর্নো তারকা স্টর্মি ডানিয়েলকে ঘুষ দিয়ে তার মুখ বন্ধ রাখা সংক্রান্ত মামলা থেকে আপাতত রেহাই পাচ্ছেন না যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প। ট্রাম্পের আইনজীবীদের এই মামলা প্রত্যাহারের আবেদন সোমবার বাতিল করে দিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারক। এ খবর দিয়েছে অনলাইন বিবিসি। এতে বলা হয়, এ বছরের জুলাইতে আদালত রায় দেয় যে, প্রেসিডেন্ট থাকা অবস্থায় সরকারি দায়িত্বে কোনো রকম ফৌজদারি অপরাধ করলে প্রেসিডেন্ট সেক্ষেত্রে ব্যাপক হারে দায়মুক্তির সুবিধা পাবেন। কিন্তু ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ৩৪টি মামলার বিষয়বস্তুকে সরকারি দায়িত্বে থাকা অবস্থায় করা হয়নি বলে সোমবার রায় দিয়েছেন ম্যানহাটানের বিচারক হুয়ান মারচান। এর আগে বসন্তের সময়ে তিনি ট্রাম্পের বিরুদ্ধে বিচারে সভাপতিত্ব করেছিলেন। আদালতের সর্বশেষ রায়কে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক হিসেবে দেখা হচ্ছে। যদি শেষ পর্যন্ত এই রায় সমুন্নত থাকে তাহলে ফৌজদারি অপরাধের দায় কাঁধে নিয়ে প্রথম প্রেসিডেন্ট হিসেবে হোয়াইট হাউসে প্রবেশ করতে হবে ট্রাম্পকে। ট্রাম্পের পক্ষের যুক্তিতর্ককে ৪২ পৃষ্ঠার রায়ে বিচারক মারচান পিছনে ফেলে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সরকারি পর্যায়ের যেসব মামলায় দায়মুক্তি পাওয়ার কথা বলা আছে, সেটা প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্বে থাকার সময়ে ঘটলে তবেই তিনি সেই সুবিধা পাবেন।

তিনি রায়ে লিখেছেন, ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মামলায় যে অভিযোগ আনা হয়েছে তার পুরোটাই ঘটেছে এমন এক সময়ে যখন তিনি প্রেসিডেন্ট নন। তিনি বলেন, সুপ্রিম কোর্ট তার রায়ে দেখতে পেয়েছে যে, ট্রাম্প যা করেছেন তার সবটা প্রেসিডেন্ট হিসেবে করেননি। ওদিকে ট্রাম্পের মুখপাত্র স্টিফেন চেউঙ্গ মিডিয়ার কাছে এই রায়ের সমালোচনা করেছেন। বলেছেন, দায়মুক্তির ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তকে বা রীতিকে সরাসরি লঙ্ঘন করা হয়েছে এই রায়ে। তিনি আরও বলেন, বেআইনি এই মামলাকে সামনে এগিয়ে নেয়া ঠিক নয়। সংবিধান বলে যে, এই মামলা অবিলম্বে খারিজ করে দিতে হবে। উল্লেখ্য, নিউ ইয়র্কের এক জুরি মে মাসে ব্যবসার বিষয়ে ভুয়া রেকর্ড দেয়ার জন্য ট্রাম্পকে দোষী সাব্যস্ত করে। ২০১৬ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে পর্নো তারকা স্টর্মি ডানিয়েলের সঙ্গে ডনাল্ড ট্রাম্পের শারীরিক সম্পর্ক ছিল।

নির্বাচনের আগে বা পরে স্টর্মি ডানিয়েল যেন এ বিষয়ে মুখ না খোলেন, সেজন্য তার মুখ বন্ধ করার জন্য ট্রাম্প তার তখনকার আইনজীবী মাইকেল কোহেনকে দায়িত্ব দেন। মাইকেল কোহেন এক লাখ ৩০ হাজার ডলারের বিনিময়ে ডানিয়েলের মুখ বন্ধ করেন। এর মধ্য দিয়ে ঘটনাটি ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করেন ট্রাম্প। কিন্তু বিষয়টি পরে ফাঁস করে দেয় যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়া। সঙ্গে সঙ্গে কোনো অন্যায় করার অভিযোগ অস্বীকার করেন ট্রাম্প। এখনও তিনি এ অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেন। এ নিয়ে মামলা হয়। ঘটনার ধারাবাহিকতায় মাইকেল কোহেনকে তলব করা হয় আদালতে। তিনি সাক্ষ্য দিয়ে সত্য স্বীকার করেন। ১২ই নভেম্বর তার বিরুদ্ধে সাজা ঘোষণার সময় নির্ধারিত ছিল। কিন্তু সে সিদ্ধান্ত মুলতবি হয়। ট্রাম্প নতুন মেয়াদে নির্বাচিত হয়েছেন। ফলে মামলাটি কিভাবে এগিয়ে নেয়া যাবে সে সম্পর্কে প্রসিকিউটরদের মত জানতে চায় আদালত। ওই সময় থেকেই মামলাটি খারিজ করে দেয়ার জন্য একটি আবেদন করেন ট্রাম্প। এতে দাবি করা হয়, ট্রাম্প নির্বাচিত হয়েছেন। তাকে হোয়াইট হাউসে ফিরতে হবে। এ জন্য এই মামলাটি তুলে নেয়া উচিত। কিন্তু বিচারক মারচান সব এলোমেলো করে দিলেন। এর ফলে ট্রাম্প টিম আপীল করবে।

ক্ষমা চাইবেন না আসাদ

পোস্ট ডেস্ক : ক্ষমা চাইবেন না পালিয়ে দেশ ছাড়া সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ। তিনি মনে করেন, জনগণের দেয়া ম্যান্ডেট অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করেছেন। বিদ্রোহী যোদ্ধাদেরকে তিনি 'সন্ত্রাসী' হিসেবে অভিহিত করেছেন। এ ছাড়া কিভাবে সিরিয়া থেকে পালিয়েছেন সে সম্পর্কে জানিয়েছেন পালানোর পর দেয়া প্রথম বিবৃতিতে। সিরিয়ার প্রেসিডেন্সির টেলিগ্রাম একাউন্টে তার এই বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে। ৫৯ বছর বয়সী এই নেতা পালিয়ে রাশিয়ায় গিয়ে সেখানে রাজনৈতিক আশ্রয় পেয়েছেন। তাকে এই আশ্রয় দিয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। এ খবর দিয়েছে অনলাইন এনডিটিভি।

বাশার আল আসাদ বিবৃতিতে বলেছেন, ৮ই ডিসেম্বর দিনের শুরু পর্যন্ত তিনি নিজস্ব দায়িত্ব পালন করছিলেন। এ সময়ে তিনি রাজধানী দামেস্কেই ছিলেন। আসাদ লিখেছেন, সিরিয়া থেকে আমার চলে আসা যেমন পরিকল্পিত ছিল না, তেমনি লড়াইয়ের শেষ মুহূর্তে এটা ঘটেনি। (যুদ্ধের) এ সময়গুলোতে কখনোই আমি পদত্যাগের কথা বিবেচনা করিনি। আশ্রয় চাওয়ার কথা ভাবিনি। কোনো বিশেষ দল থেকে আমাকে এমন কোনো প্রস্তাবও দেয়া হয়নি। বাশার আল আসাদ বলেন, যখন 'সন্ত্রাসী বাহিনী দামেস্কে অনুপ্রবেশ করে' তখন তিনি লাতাকিয়ায় সরে যান। সেখানে একটি নৌঘাঁটি পরিচালনা করে রাশিয়া। সেখানে থেকে তার রাশিয়ান মিত্ররা যুদ্ধ পরিচালনা তত্ত্বাবধান করে। এখানে উল্লেখ্য, বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছাত্রজনতার গণঅভ্যুত্থানের মুখে ৫ই আগস্ট পালিয়ে নয়া দিল্লি চলে যান। তাকে এখনও অনেকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দাবি করেন।

কিন্তু ভারত জানিয়ে দিয়েছে, তারা শেখ হাসিনাকে সাবেক প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বিবেচনা করে এবং তার যেসব বক্তব্য মিডিয়ায় আসছে- তাতে ভারতের সমর্থন নেই। বাশার আল আসাদও একইভাবে পালিয়ে রাশিয়া গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। উল্লেখ্য, বাশার আল আসাদের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে অন্যতম রাশিয়া। সিরিয়ায় ২০১১ সালে গৃহযুদ্ধ শুরুর সময় থেকে তাকে সহায়তা দিয়ে এসেছে তারা। হমেইমিমে রাশিয়ার বিমান ঘাঁটিতে পৌঁছার পর কি ঘটেছিল সে সম্পর্কে বিবৃতিতে কথা বলেছেন আসাদ। তিনি বলেছেন, ৮ই ডিসেম্বর সকালে যখন সেখানে পৌঁছেন 'তখন এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে- আমাদের বাহিনীকে যুদ্ধের সব লাইন থেকে পুরোপুরি প্রত্যাহার করা হয়েছে। সেনাবাহিনীর শেষ পজিশনের পতন হয়েছে। এমন অবস্থায় ওই সামরিক ঘাঁটি ত্যাগ করার কোনো উপায় ছিল না। ফলে মস্কো থেকে অনুরোধ করা হয় যে ৮ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায়, ঘাঁটির কমান্ড অবিলম্বে উদ্ধারের একটি বন্দোবস্ত করেছে। সেনাবাহিনীর চূড়ান্ত পজিশনের পতন এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর বিকল হয়ে যাওয়ার পর যখন দামেস্কের পতন ঘটে তার ঠিক পরের দিন এই ঘটনা ঘটে'।

কিভাবে দেশ ছাড়েন তার আরও বর্ণনা আছে ওই বিবৃতিতে। আসাদ বলেন, যেহেতু সিরিয়াজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে সন্ত্রাসীরা এবং চূড়ান্তভাবে তারা ৭ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় দামেস্কে পৌঁছে যায়- তখন প্রেসিডেন্টের পরিণতি এবং তিনি কোথায় আছেন তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। ফলে এ ঘটনা নিয়ে ভুয়া তথ্যের বন্যা দেখা দেয়। প্রকৃত সত্য থেকে যা ছিল অনেক অনেক দূরে। এরমধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদকে সিরিয়ায় উদারপন্থি বিপ্লব হিসেবে দেখানো হয়। আসাদ স্বীকার করেন তার দেশত্যাগের পরিকল্পনা কাউকে জানানো হয়নি। তার সহযোগী, কর্মকর্তা এমনকি আত্মীয়দেরকেও এ বিষয়ে বঞ্চিত করা হয়েছে। তাদেরকেও অন্ধকারে রাখা হয়েছে। ক্ষমতায় থাকার বছরগুলো নিয়ে তিনি ক্ষমা চাইবেন না। বলেছেন, সিরিয়ার মানুষের সমর্থনে জাতীয় একটি প্রজেক্টের 'রক্ষক' বা কাস্টডিয়ান হিসেবে নিজেকে বিবেচনা করেন। বাশার আল আসাদ বলেন, জনগণের ইচ্ছাশক্তি এবং দেশকে সুরক্ষিত রাখার সক্ষমতা, প্রতিষ্ঠানগুলোকে সুরক্ষা এবং জনগণের পছন্দগুলোকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সমুন্নত করেছি দ্ব্যর্থহীনভাবে। যখন দেশটা সন্ত্রাসীদের হাতে চলে গেছে, তখন অর্থপূর্ণ ভূমিকা রাখার সক্ষমতা হারিয়ে গেছে।

সমগ্র বিশ্ব রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্রের নাগালে

পোস্ট ডেস্ক : রাশিয়ার কৌশলগত ক্ষেপণাস্ত্র বাহিনীর কমান্ডার কর্নেল জেনারেল সের্গেই কারাকায়েভ বলেছেন, বিশ্বের এমন কোন জায়গা নেই যেখানে রাশিয়ান আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র (আইসবিএম) পৌঁছাতে পারে না।

'আধুনিক রাশিয়ায় পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত প্রয়োজনীয়তার সাথে তাদের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গতি মূল্যায়ন করার জন্য এই ধরনের সর্বাধিক-পরিসরের উৎক্ষেপণ পরিচালিত হয়েছে। এগুলি প্রশান্ত মহাসাগরে পরিচালিত হয়। রাশিয়ান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের কৌশলগত এবং প্রযুক্তিগত উদ্দেশ্য অনুসারে। , এটি নতুন আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার একটি প্রয়োজনীয় পর্যায়, এগুলোকে এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে, যাতে এগুলো যে কোনো স্থানে পৌঁছাতে পারে, যে কোন ভূখণ্ড, গ্রহের যেকোন কোণে, আমাদের ক্ষেপণাস্ত্র পৌঁছতে পারে না এমন কোন জায়গা নেই,' ১৭ ডিসেম্বর কৌশলগত ক্ষেপণাস্ত্র বাহিনী দিবসে নিবেদিত একটি সাক্ষাতকারে কমান্ডার বলেছিলেন।

তিনি আরও ঘোষণা করেছেন যে, উন্নত ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থার রাষ্ট্রীয় ফ্লাইট পরীক্ষার অংশ হিসাবে সর্বাধিক পরিসরে ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

এর আগে সামরিক বিশ্লেষক ভ্লাদিস্লাভ শুরিগিন রুশ সংবাদমাধ্যম ইজভেস্টিয়াকে বলেছেন, রাশিয়ার নতুন ওরেশনিক ক্ষেপণাস্ত্র আধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাগুলোকে ভেদ করার ক্ষমতা রাখে। তিনি আরো বলেন, এটি পারমাণবিক ওয়ারহেড ব্যবহার না করেও গভীর সুরক্ষিত বাঙ্কার ধ্বংস করতে পারে।

সিরিয়াতে ১ লাখ মানুষের গণকবর সন্ধানের দাবি

পোস্ট ডেস্ক : সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কের উপকণ্ঠে এক স্থানে এক লাখ মানুষের গণকবর রয়েছে বলে দাবি করেছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক একটি অ্যাডভোকেসি সংস্থা। তাদের দাবি অনুযায়ী এসব মানুষকে সিরিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের আমলে হত্যা করা হয়েছে। এ খবর দিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স। এতে বলা হয়, পর্যবেক্ষক সংস্থার প্রধান মৌয়াজ মুস্তাফা সোমবার রয়টার্সকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে এ দাবি করেছেন। তিনি দামেস্ক থেকে টেলিফোনে এ সাক্ষাৎকারটি দিয়েছেন। সেখানে তিনি জানিয়েছেন, ওই গণকবরের অবস্থান রাজধানী দামেস্ক থেকে ২৫ মাইল বা প্রায় ৪০ কিলোমিটার উত্তরে আল কুতায়ফাহ নামক স্থানে। বছরের পর বছর ধরে সিরিয়াতে যেসকল গণকবরের সন্ধান পাওয়া গেছে এটি তারই একটি। সিরিয়ান ইমার্জেন্সি টাস্ক ফোর্সের প্রধান মুস্তফা জানান, এই স্থানে সমাহিত মৃতদেহের সংখ্যা আনুমানিক এক লাখ। খুব রক্ষণশীল অনুমান হলেও এর সংখ্যাটি এমনই হবে বলে

জানিয়েছেন তিনি। সিরিয়াতে এমন আরও পাঁচটি গণকবর রয়েছে বলে দাবি করেছেন মুস্তাফা। মুস্তাফার দাবি স্বাধীনভাবে যাচাই করতে পারেনি বলে জানিয়েছে রয়টার্স। ২০১১ সালে বাশার আল আসাদের বিরুদ্ধে সিরিয়ায় ব্যাপক বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। বিক্ষোভ দমাতে দমন-পীড়নের পথ বেছে নেন স্বৈরশাসক আসাদ। কথিত রয়েছে, সিরিয়ায় সর্বশেষ ১৩ বছর ধরে চলা গৃহযুদ্ধের সময় বাশারের বাহিনীর হাতে কয়েক লাখ মানুষ নিহত হয়েছেন। বাশার আল আসাদের বাবা হাফিজ আল আসাদ টানা ২৯ বছর সিরিয়া শাসন করেছিলেন। ২০০০ সালের বাবার মৃত্যুর পর দেশটির প্রেসিডেন্ট হন আসাদ। তিনিও টানা ২৪ বছর ক্ষমতায় ছিলেন। বাশারের বিরুদ্ধে চরম মানবাধিকার লঙ্ঘন, বিচারবহির্ভূত হত্যা, রহস্যময় কারাগারে আটকে রেখে নির্যাতনের গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। এ বিষয়ে জাতিসংঘে নিযুক্ত সিরিয়ার রাষ্ট্রদূত কৌসে আলদাহকে মন্তব্যের অনুরোধ জানালে তাতে সাড়া দেননি তিনি। উল্লেখ্য, গত ৮ ডিসেম্বর বিদ্রোহীরা রাজধানী দামেস্ক দখল নেয়ার পর রাশিয়াতে পালিয়ে যান আসাদ। এর মধ্য দিয়ে আসাদ পরিবারের টানা পাঁচ দশকের বেশি সময়ের ক্ষমতার অবসান হয়েছে।

রক্তাক্ত বিশ্ব ইজতেমা ময়দান

হক। সরকারও এ ব্যাপারে তাদের সহযোগিতা করবে বলেও জানান তিনি। বুধবার বিকাল ৩ টার দিকে রাজধানীর কাকরাইলে এক সংবাদ সম্মেলনে এই ঘোষণা দেন তিনি। এ সময় তিনি বিশ্ব ইজতেমা ময়দান দখলসহ নানা কর্মসূচী ঘোষণা করেন। অপরদিকে তাবলীগ জামাতের সাদপন্থীদের ইজতেমার আর কোনো সুযোগ নেই বলে জানিয়েছেন মাওলানা মামুনুল হক। এছাড়া সাদপন্থীদের সন্ত্রাসী সংগঠন আখ্যা দিয়ে তাদের নিষিদ্ধের দাবি জানিয়েছেন তিনি। বুধবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাসহ সাতজন উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক শেষে সংবাদ সম্মেলনে মামুনুল হক এসব কথা বলেন।

মামুনুল হক বলেন, জোবায়েরপন্থীরা কোনো বিশৃঙ্খলা চায় না। অনেকে এটাকে দুই পক্ষের সংঘর্ষ বলছেন। কিন্তু তা নয়। বরং সাদপন্থীরা আমাদের হতাহত করেছে। এই হত্যায় জড়িতদের গ্রেপ্তার করতে হবে।

নিহতরা হলেন- আমিনুল হক (৭০), বাচ্চু মিয়া (৭০), বেলাল (৬০) ও তাজুল ইসলাম (৬৫)। আমিনুল হক ও বাচ্চু মিয়ার বাড়ি কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া থানার এগারসিন্দু গ্রামে। আর বেলালের বাড়ি ঢাকার দক্ষিণখানের বেড়াইদ এলাকায়। তার পিতার নাম আঃ সামাদ। তাজুল ইসলামের বাড়ি বগুড়ায়।

স্থানীয় সূত্র জানায়, ভোর সাড়ে ৩টার দিকে সাদপন্থীরা তুরাগ নদীর পশ্চিম তীর থেকে কামার পাড়া ব্রীজসহ বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে ইজতেমা ময়দানে প্রবেশ করতে থাকেন। এসময় ময়দানের পাহারায় থাকা যোবায়েরপন্থীরা ভেতর থেকে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে বলে সাদপন্থীরা জানান। সাদপন্থীরাও পাল্টা হামলা চালায়। এক পর্যায়ে সাদপন্থীরা ময়দানে প্রবেশ করলে উভয়পক্ষের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ শুরু হয়। এতে ঘটনাস্থলে দুইজন নিহত ও শতাধিক আহত হন।

যোবায়েরপন্থী মিডিয়া সমন্বয়ক হাবিবুল্লাহ রায়হান জানান, সাদপন্থীরা শেষ রাতের দিকে ঘুমন্ত অবস্থায় তাদের সাথী ভাইদের উপর আক্রমণ করেন। এ সময় ঘটনাস্থলেই আমিনুল হক ও বাচ্চু নামের দুজন নিহত হন।

বিশ্ব ইজতেমা মাঠে জনসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ। বুধবার (১৮ ডিসেম্বর) দুপুরে গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার ড. নাজমুল করিম খান স্বাক্ষরিত এক গণবিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

গণবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ আইন-২০১৮ এর ৩০ ও ৩১ ধারায় পুলিশ কমিশনারকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ১৮ ডিসেম্বর দুপুর ২টা থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বিশ্ব ইজতেমা ময়দানসহ আশপাশের তিন কিলোমিটার এলাকায় জনসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হলো। সেইসঙ্গে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত টঙ্গী বিশ্ব ইজতেমা মায়দানসহ আশপাশের তিন কিলোমিটার এলাকার মধ্যে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একসঙ্গে ঘোরাফেরা, জমায়েত এবং কোনো মিছিল বা সমাবেশ করতে পারবে না।

সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী টঙ্গীর বিশ্ব ইজতেমা ময়দান ছেড়েছেন তাবলিগ জামাতের সাদপন্থিরা। বুধবার দুপুরের পর থেকে মুসল্লিরা দলে দলে মালামাল নিয়ে ময়দান থেকে বেরিয়ে যান।

জানা যায়, বুধবার ভোররাতে ময়দান দখলকে কেন্দ্র করে সাদ ও জুবায়েরপন্থিদের মধ্যে সংঘর্ষে ৪ জন নিহত ও শতাধিক মুসল্লি আহত হয়। সংঘর্ষের পর সাদপন্থিরা ময়দানের নিয়ন্ত্রণ নেয়। এরপর টঙ্গী ও ঢাকায় জুবায়েরপন্থিরা আন্দোলন করে। এতে বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষ, মহাসড়ক অবরোধ ও হাসপাতালেও সংঘর্ষ হয়। এমতাবস্থায়, সরকার ইজতেমা ময়দান নিয়ন্ত্রণে নিতে ময়দান এলাকার তিন কিলোমিটারের মধ্যে একজনের বেশি লোকের চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করে।

এদিকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী জানিয়েছেন, ইজতেমা মাঠে হত্যাকাণ্ডে যারা জড়িত, তাদের অবশ্যই আইনের আওতায় আনা হবে। কোনো ছাড় দেওয়ার অবকাশ নেই।

সাদপন্থীরা বিশ্ব ইজতেমায় অংশ নিতে পারবেন কি না এমন প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ইজতেমার তারিখ সরকার বাতিল করেনি। তারা দুই পক্ষ যদি আলোচনা করে সমাধান করতে পারে, তাহলে সাদপন্থীরা ইজতেমায় অংশ নিতে পারবেন। তারা আলোচনা করুক।

রেকর্ড সংখ্যক ভিসা দিচ্ছে সৌদি আরব

এবং ২০৩০ সালে রিয়াদ এক্সপোর মতো হাই-প্রোফাইল ইভেন্ট আয়োজনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। পাশাপাশি বিমানবন্দর, রেলপথ এবং স্পোর্টস স্টেডিয়ামের মতো বিশাল অবকাঠামো প্রকল্পও হাতে নিয়েছে। এসব উদ্যোগ দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য বৈচিত্র্যময় শ্রমশক্তি প্রয়োজন হচ্ছে।

সৌদি আরবের শ্রমশক্তির একটি বড় অংশ বাংলাদেশ থেকে আসছে। বাংলাদেশের প্রতি সৌদি আরবের আন্তরিকতার উদাহরণস্বরূপ, সম্প্রতি দেশটি ৩৭২ টন গোস্ত দান করেছে।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, এই গোস্ত দেশের ৬৪টি জেলার ৯৫টি অঞ্চলে এতিমখানা, ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিতরণ করা হবে।

বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের এই সহযোগিতা উভয় দেশের জন্যই ফলপ্রসূ। বাংলাদেশ প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক শ্রমিক রফতানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে, যা দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করছে। অন্যদিকে, সৌদি আরব তাদের উন্নয়ন প্রকল্প ও আন্তর্জাতিক ইভেন্টগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমশক্তি পাচ্ছে।

সৌদি সরকারের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, বন্ধুপ্রতিম বাংলাদেশের প্রতি শুভেচ্ছা ও সৌজন্যবশত এ দেশের কর্মীদের জন্য দুয়ার খুলেছে দেশটি। বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে সম্প্রতি বাংলাদেশের সরকারকে ৩৭২ টন গোস্ত দান করেছে রিয়াদ। বাংলাদেশের বিভিন্ন এতিমখানা এবং মাদরাসা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে বিতরণ করা হয়েছে সেই গোস্ত।

মহান বিজয় বিদস উদযাপন

স্বঘোষিত মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ফেরিওয়ালা, ভারতীয় তাঁবেদারদের জাতীয় স্মৃতিসৌধ, বঙ্গভবনসহ কোথাও দেখা যায়নি। বিজয় দিবস ছিল আমজনতার। বিজয় দিবস উপলক্ষে দেশের ১৮ কোটি মানুষ ভিন্ন ধারার উন্মাদনা উদযাপন করেছে।

'স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়? দাসত্ব-শৃঙ্খল বলো কে পরিবে পায় হে, কে পরিবে পায়' (রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়)। '৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করলেও নানা সময় গণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী শাসনামলে জনগণ নানাভাবে ছিল নিগৃহীত।

শেখ হাসিনা রেজিমের ১৫ বছর দিল্লির পদানত শাসনব্যবস্থায় জনগণ ছিল উপেক্ষিত। রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানাদিতে জনগণের অংশগ্রহণ তেমন ছিল না। সেই দিল্লির দাসত্বের শৃঙ্খল ভেঙে গেছে। ৫ আগস্টের পর জাতি কার্যত মুক্ত বিহঙ্গ পাখির মতো হয়ে গেছে। সারা দেশে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনায় দিবসটি পালিত হয়েছে। রাজধানী ঢাকা মহানগরী হয়ে উঠেছিল মিছিল, বর্ণাঢ্য র‍্যালি, আনন্দানুষ্ঠান ও উৎসবের নগরীতে। মহান বিজয় দিবসে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস এবং পূর্ব তিমুরের প্রেসিডেন্ট জোসে রামোস-হোর্তা সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সকাল ৭টা ১২ মিনিটে। পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে তারা ৫৪তম বিজয় দিবস উদযাপন করেন। পুষ্পস্তবক অর্পণের পর উভয় নেতা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাতে সেখানে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন। এর আগে সাড়ে ৬টার দিকে জাতীয় স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দিনের কর্মসূচি সূচনা করেন প্রেসিডেন্ট মো. সাহাবুদ্দিন। এ সময় সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর একটি চৌকস দল রাষ্ট্রীয় সালাম প্রর্দশন করে এবং বিউগলে করুণ সুর বেজে উঠে। এরপর জাতীয় স্মৃতিসৌধে সর্বস্তরের মানুষ শ্রদ্ধা জানায়। বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা এবং পূর্ব তিমুরের প্রেসিডেন্ট সেখানে রাখা দর্শনার্থী বইয়ে স্বাক্ষর করেন। বিজয় দিবসে গত সোমবার জাতীয় স্মৃতিসৌধে মানুষের ঢল নেমেছিল। প্রেসিডেন্ট মো. সাহাবুদ্দিন ও তার সহধর্মিণী ড. রেবেকা সুলতানা মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বঙ্গভবনে এক সংবর্ধনার আয়োজন করেন। ৫৪তম বিজয় দিবস উপলক্ষে বঙ্গভবনের সবুজ লনে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সফররত পূর্ব তিমুরের প্রেসিডেন্ট হোসে রামোস-হোর্তা যোগ দেন।

এবারের বিজয় দিবস উদযাপন হয়েছে ভিন্ন আঙ্গিকে। '৭১ সালের স্বাধীনতা অর্জনের পর '৭২ সাল থেকে জাতীয় দিবস তথা 'বিজয় দিবস', 'স্বাধীনতা দিবস' 'ভাষা দিবস' পালিত হয়েছে আমলাতান্ত্রিক ধারায়। শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলে যে জাতীয় দিবসগুলোর রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে ক্ষমতাসীন দলের লোকজন, মন্ত্রী-এমপি, চিহ্নিত কিছু বুদ্ধিজীবী, সুশিল, হুইল চেয়ারে যুদ্ধাহত কিছু মুক্তিযোদ্ধা, কিছু মুক্তিযোদ্ধা ও কিছু ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা ও আমলার অংশগ্রহণের যে ধারা সুচিত হয়েছিল, সেটিই চালু ছিল দীর্ঘ ৫৩ বছর।

'বাংলাদেশ' ব্যাগ নিয়ে লোকসভার

নিচে লেখা ছিলো-স্ট্যান্ড উইথ মাইনরিটিজ অব বাংলাদেশ। অপর পাশে হিন্দি লেখা ছিলো, যার অর্থ 'বাংলাদেশ: হিন্দু ও খ্রিষ্টানদের পাশে দাঁড়ান'।

কংগ্রেসের অনেক জনপ্রতিনিধির কাছে ছিলো একই ধরনের ব্যাগ। বাংলাদেশের সংখ্যালঘু নির্যাতনের অভিযোগ তুলে তা বন্ধে ব্যবস্থার আহ্বান জানিয়ে পার্লামেন্টের বাইরে প্রতিবাদ কর্মসূচিও পালন করেন প্রিয়াঙ্কাসহ কংগ্রেস এমপিরা।

আগেরদিনও বাংলাদেশের সংখ্যালঘু নির্যাতনের অভিযোগ নিয়ে পার্লামেন্টে বক্তব্য দেন প্রিয়াঙ্কা।

যুক্তরাজ্যে বাড়ছে আবাসন সংকট

২০২৪ সালে গড়ে রাতে রাস্তায় ৩৫ জন লোক বাস করছেন।

দাতব্য সংস্থার তথ্য মতে, গৃহহীনতার কারণগুলোর পেছনে 'অপ্রতুল আবাসন সুবিধা, ক্রমবর্ধমান উচ্ছেদ এবং সত্যিকারের সাশ্রয়ী মূল্যের সামাজিক বাড়ির অভাবের কারণে এমনটি হচ্ছে। যেসব পরিবার গৃহহীন হয়ে যায় তাদের সাধারণত তাদের স্থানীয় কাউন্সিল দ্বারা অস্থায়ী বাসস্থানে রাখা হয়।

দাতব্য সংস্থা নরউইচ সার্ভিসের কর্মকর্তা লিড লেসলি বার্ডেট বলেছেন, 'এটা অকল্পনীয়-ইংল্যান্ডের পূর্বাঞ্চলে প্রায় ২৪,০০০ মানুষ এই শীতে গৃহহীন কাটিয়ে দেবে। তাদের মধ্যে অনেকেই তাদের পুরো পরিবার নিয়ে ভিজে রাস্তায় কাঁপতে থাকবে।'

তিনি আরও জানান, 'ইংল্যান্ডের পূর্বজুড়ে, সত্যিকারের সাশ্রয়ী মূল্যের বাড়ির অভাবে পাশাপাশি চাঁদাবাজি বাড়ায় অনেকে গৃহহীন হয়ে পড়েছেন।' এমনকি তিনি সরকারকে জরুরিভাবে সামাজিক ঘর তৈরি করার আহ্বান জানিয়েছেন।

একটি বিবৃতিতে আবাসন, সম্প্রদায় এবং স্থানীয় সরকার মন্ত্রকের একজন মুখপাত্র বলেছেন, 'এই পরিসংখ্যানগুলো হতবাক এবং তারা গৃহহীন সংকটের চরম বাস্তবতাটি তুলে ধরছে।

মন্ত্রণালয় আরও জানিয়েছে, গৃহহীনদের জন্য তহবিল গঠনে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পরিবর্তনের পরিকল্পনার অংশ হিসাবে তারা প্রয়োজনীয় সাশ্রয়ী মূল্যের বাড়ি তৈরি করবে।

বিজয় দিবস নিয়ে মোদির বিতর্কিত

বিজয় দিবসে বাংলাদেশকে শুভেচ্ছা জানানোর বদলে পাকিস্তানের বিপক্ষে ভারতীয় সেনাদের অবদানের কথা স্বীকার করে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন মোদি। কিন্তু পোস্টে একটি বারের জন্যও বাংলাদেশ প্রসঙ্গ টানেননি তিনি।

পোস্টে মোদি লিখেছেন, 'আজ, বিজয় দিবস। আমরা ১৯৭১ সালে ভারতের ঐতিহাসিক বিজয়ে অবদান রাখা সাহসী সৈন্যদের সাহস ও আত্মত্যাগকে সম্মান জানাই। তাদের নিঃস্বার্থ জীবন উৎসর্গ এবং অটল সংকল্প আমাদের জাতিকে রক্ষা করেছে এবং আমাদের গৌরব এনে দিয়েছে।'

মোদি আরও লিখেছেন, 'এই দিনটি তাদের অসাধারণ বীরত্ব এবং তাদের অদম্য চেতনার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই। তাদের আত্মত্যাগ চিরকাল প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে এবং আমাদের জাতির ইতিহাসে গভীরভাবে গেঁথে থাকবে।'

মোদীর এমন পোস্টের পর বাংলাদেশে জনমনে দেখা গিয়েছে ব্যাপক ক্ষোভ। পাকিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশের এই বিজয়কে ভারত নিজেদের বলে দাবি করায় এ নিয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক হাসনাত আব্দুল্লাহসহ আরও অনেকে। মোদীর সেই পোস্টেও প্রতিবাদ জানাচ্ছেন বাংলাদেশিরা। বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়ায় এ নিয়ে তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে।

নেটিজেনরা লিখেন, এই যুদ্ধ আমাদের ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। আমার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নিয়ে যারা তাদের নিজেদের বিজয় দাবি করে, তাদের বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ ঘোষণা করবো ইনশাআল্লাহ। মোদীর এই বক্তব্য আমাদের দেশের জন্য হুমকি। তার এই বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করলাম।

এদিকে বুধবার মোদির বিতর্কিত পোস্টের প্রতিবাদে এক বিবৃতিতে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে।

৬৪ ডিসির প্রতিবাদ

সুপারিশ করার চিন্তা করছে, তা বাস্তবতা বিবর্জিত। এ ধরনের উদ্যোগ কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। দেশের সর্বোচ্চ আদালতে মীমাংসিত একটি বিষয় নিয়ে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের আনুষ্ঠানিক লিখিত প্রতিবেদন সরকারের নিকট জমা দেয়ার আগেই আকস্মিকভাবে এই ধরনের ঘোষণা অনভিপ্রেত, আপত্তিকর ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে দুর্বল করার শামিল। এদিন বাংলাদেশ এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ জানিয়ে প্রতিবাদলিপি প্রেরণ করে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনও।

উল্লেখ্য, দেশে বর্তমানে ২৬টি ক্যাডার সার্ভিস আছে। এসব সার্ভিসের কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে উপসচিব পদোন্নতির সময় ৭৫ শতাংশ প্রশাসন ক্যাডার কর্মকর্তা এবং ২৫ শতাংশ অন্যান্য ক্যাডার কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে নেয়া হয়। গত মঙ্গলবার জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, পদোন্নতির এই হার ৫০:৫০ করার জন্য সুপারিশ করা হবে।

আগামী নির্বাচন একটি কঠিন নির্বাচন

রাজনীতি, বিচারব্যবস্থা, যাই বলি না কেন, সেগুলোতে দেশের মানুষ সিদ্ধান্ত নেবে।' গাজীপুর শহরের বঙ্গতাজ অডিটরিয়ামে আয়োজিত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন মহানগর বিএনপির সভাপতি শওকত হোসেন সরকার। বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য আনিসুর রহমান তালুকদারের সঞ্চালনায় উদ্বোধনী বক্তব্য দেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি। প্রধান আলোচক ছিলেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য মাহাদী আমিন। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন বিএনপির ঢাকা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী সাইয়েদুল আলম, বীর মুক্তিযোদ্ধা হাসান উদ্দিন সরকার, মাজহারুল আলম, গাজীপুর মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মনজুরুল করিম প্রমুখ।

রাস্তা খুলে দেয়ার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে

হয়েছিলো।

এলটিএন স্কিম বা লিভেবল স্ট্রিট প্রকল্প বাতিলে কাউন্সিলের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে হাইকোর্টে একটি বিচারিক পর্যালোচনা বা জুডিশিয়াল রিভিউ আবেদন দায়ের করা হয়। গত মাসে দুই দিনের শুনানির পর হাইকোর্ট আজ (১৭ ডিসেম্বর) কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের পক্ষে রায় ঘোষণা করে। মূলত কাউন্সিলের পরামর্শ প্রক্রিয়া (কনসালটেশন প্রসেস) এবং ওল্ড বেথনাল গ্রিন রোড, কলাম্বিয়া রোড এবং আর্নল্ড সার্কাস পুনরায় খুলে দেওয়ার এর্ধিকিউটিভ মেয়র লুৎফুর রহমানের সিদ্ধান্তের বৈধতার উপর ভিত্তি করেই আদালতে এই চ্যালেঞ্জটি করা হয়েছিলো।

'লিভেবল স্ট্রিট' নামের প্রকল্পের আওতায় বন্ধ করে দেওয়া তিনটি রাস্তা পুনরায় খুলে দেয়ার সিদ্ধান্তটি ২০২২ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে লুৎফুর রহমানের দেওয়া প্রতিশ্রুতির অংশ ছিল। ঐ নির্বাচনে তিনি টাওয়ার হ্যামলেটসের এর্ধিকিউটিভ মেয়র হিসেবে নির্বাচিত হন। রাস্তা পুণরায় খুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে ২০২২ ও ২০২৩ সালে দুটি পরামর্শমূলক কার্যক্রম (কনসালটেশন প্রক্রিয়া) পরিচালনা করা হয় এবং কনসালটেশনে প্রাপ্ত মতামতের আলোকে ২০২৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত কেবিনেট মিটিংয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কানরবার্ট স্ট্রিটের এলটিএন এবং ওয়াপিং-এ বাস গেট রেস্ট্রিকশন (যান চলাচল সীমিত করার বিধিনিষেধ) বহাল রাখা হয়। এছাড়াও স্কুল স্ট্রিটের জন্য ৩৩টি 'নির্ধারিত সময়' এর জন্য রাস্তা বন্ধ, পথচারীদের জন্য আরও সুবিধাজনক পথ এবং সহজে প্রবেশযোগ্য স্থান সংরক্ষিত হয়েছে।

টাওয়ার হ্যামলেটস্ বারাকে একটি নেট-জিরো এলাকায় পরিণত করার লক্ষ্যে কাউন্সিল কাজ চালিয়ে যাচ্ছে এবং বিশুদ্ধ বায়ু নিশ্চিত করতে বায়ু মান উন্নয়নে ৬ মিলিয়ন পাউন্ড বিনিয়োগ করেছে। গত এক বছরে কাউন্সিল পরিচালিত ভবনগুলোর জ্বালানী দক্ষতা বাড়িয়ে দূষণ নির্গমন ১৯% হ্রাস করা হয়েছে। এছাড়া গোটা বারা জুড়ে ১,৪০০-এর বেশি গাছ রোপণ, হাঁটা ও সাইকেল চালানোর জন্য উন্নত পথ তৈরি, এবং রাস্তায় সাইকেল পার্কিং এর উপযোগী স্থান স্থাপন করা হয়েছে।

অন্যান্য টেকসই উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে কাউন্সিল ভবনগুলোতে সৌর প্যানেল স্থাপন, স্ট্রিট লাইট গুলোকে এলইডিতে রূপান্তর করা, লো-কার্বন হিটিং সিস্টেম যেমন এয়ার সোর্স হিট পাম্প বসানো, কাউন্সিলের যানবাহন বহর ইলেকট্রিক যানবাহনে রূপান্তর এবং আরও ইভি চার্জিং পয়েন্ট স্থাপন।

হাইকোর্টের রায় ঘোষণার পর এক প্রতিক্রিয়ায় নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, "জলবায়ু সংকট মোকাবিলা এবং নেট-জিরো অঞ্চল হওয়া আমাদের প্রধান অগ্রাধিকার। বায়ু মানোন্নয়নে আমরা ৬ মিলিয়ন পাউন্ড বিনিয়োগ করেছি এবং গত এক বছরে নির্গমন ১৯% হ্রাস করতে সক্ষম হয়েছি। আমরা ভর্তুকিযুক্ত বাস ভ্রমণসহ আরও পদক্ষেপ অন্বেষণ করছি এবং বাসিন্দাদের সাথে একত্রে কাজ করে আরও উন্নতি করতেও আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"

তিনি বলেন, "এলটিএন প্রকল্পগুলি এর আশেপাশে বাতাসের গুণমান উন্নত করলেও, আগে এগুলো যেভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছিলো, তার ফলে প্রধান প্রধান সড়কগুলিতে যানজট সৃষ্টি করে। যার কারণে উল্টো বায়ু দূষণ বৃদ্ধি পায় এবং সেই রাস্তায় বসবাসকারী অনেকের স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, যে এলাকাগুলোতে প্রধানত কর্মজীবী পরিবারগুলো বাস করে থাকে। ট্র্যাফিক গ্রিডলক অর্থাৎ গুরুতর যানজট বাস সার্ভিসগুলিতে মারাত্মক বিলম্ব ঘটায়, এবং পাবলিক ট্রান্সপোর্ট বা গণপরিবহন ব্যবহার বাড়ানোর প্রচেষ্টাকে দুর্বল করে, যা মূখ্যত নির্গমন কমানোর কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এছাড়াও চলাচলে সীমাবদ্ধতা থাকা (মোবিলিটি ইস্যু) বাসিন্দা এবং জরুরি সার্ভিসগুলোর উপর এলটিএন প্রকল্প অর্থাৎ রাস্তা বন্ধের প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়, যার মধ্যে লন্ডন অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিসের আপত্তিও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

নির্বাহী মেয়র বলেন, "কাউন্সিল যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করেছে মর্মে আদালতের রায়কে আমি স্বাগত জানাই। যদিও মে ২০২২ - এর নির্বাচনে এই রাস্তাগুলো পুনরায় খোলার জন্য গণতান্ত্রিক ম্যান্ডেট প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তারপরও আমি অধিকতর পরামর্শের পথ বেছে নিয়েছিলাম যাতে সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দাদের মতামত বিবেচনা করা যায়।"

উল্লেখ্য, টাওয়ার হ্যামলেটস বারার মধ্যে অবস্থিত সবচেয়ে দূষিত সড়ক হলো এ১১ এবং এ১২, যা ট্রান্সপোর্ট ফর লন্ডন (টিএফএল) - এর আওতাধীন।

লন্ডনে এনভিআরসহ চারটি সেবায়

এর আগে ২০১১ সালে এনভিআরসহ অন্যান্য সেবার ফি বাড়িয়েছিল হাই কমিশন।

নতুন করে ফি বাড়ানোর খবর শুনে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত বাংলাদেশিরা ক্ষোভ জানিয়ে এই সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবি জানিয়েছেন।

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ এমপি আপসানা বেগম ফি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার দাবি জানিয়ে হাইকমিশনারকে চিঠি দিয়েছেন।

সাংবাদিক তুরাব হত্যা মামলায় পুলিশের এডিসি গ্রেফতার

হয়।

৫ আগস্ট রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর গত ১৯ আগস্ট সিলেটের অতিরিক্ত মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতের বিচারক আব্দুল মোমেনের আদালতে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন নিহতের ভাই আবুল হাসান মো. আজরফ (জাবুর)। মামলায় সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, সিলেট মহানগর পুলিশের (এসএমপি) অতিরিক্ত উপকমিশনার (ক্রাইম, উত্তর) মো. সাদেক দস্তগীর কাউছার, উপকমিশনার (উত্তর) অতিরিক্ত ডিআইজি আজবাহার আলী শেখসহ ১৮ জনের নাম উল্লেখ করা হয়। এছাড়া মামলায় আরো ২০০ থেকে ২৫০ জনকে অজ্ঞাত আসামি করা হয়।

৬৪ কোটি ডলার পাচ্ছে বাংলাদেশ

বিজ্ঞপ্তিতে ঐকমত্যের বিষয়টি জানায়।

এ প্রতিনিধিদলের দেওয়া প্রতিবেদনের ভিত্তিতে আইএমএফের আগামী নির্বাহী পর্ষদের বৈঠকে অনুমোদন সাপেক্ষে চতুর্থ কিস্তি ছাড় হবে। নতুন ঋণের বিষয়টিও ওই বোর্ড সভার অনুমোদন নিতে হবে।

আইএমএফের সঙ্গে ৪৭০ কোটি ডলারের ঋণ কর্মসূচি শুরু হয় ২০২৩ সালের ৩০ জানুয়ারি। এরপর তিন কিস্তিতে সংস্থাটি থেকে প্রায় ২৩১ কোটি ডলার পেয়েছে বাংলাদেশ। চতুর্থ কিস্তিতে আগামী ফেব্রুয়ারি নাগাদ ৬৪ কোটি ৫০ লাখ ডলার পাওয়া যাবে। ২০২৬ সাল নাগাদ পুরো অর্থ পাওয়ার কথা রয়েছে। এর বাইরে সংস্থাটি থেকে সম্প্রতি আরও ৭৫ কোটি ডলার ঋণের আবেদন করে বাংলাদেশ। এ বিষয়েও ঐকমত্যে পৌঁছায় মিশন।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের মামলা

পাঁচ ফিলিস্তিনি বলেছেন, 'লেহি আইন পররাষ্ট্র দপ্তর চাইলে প্রয়োগ করতে পারত। কিন্তু তারা তা করতে ব্যর্থ হয়েছে। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর গাজা যুদ্ধ শুরুর পর থেকে নজিরবিহীনভাবে ইসরায়েলের (মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন) যেভাবে বেড়েছে, তা ভয়ংকর।'

পাঁচজন বাদীর মধ্যে একজন গাজায় বসবাসকারী। তিনি পেশায় শিক্ষক। তার ছদ্মনাম আমাল গাজা। ওই নারী এক বিবৃতিতে জানান, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে তিনি এখন পর্যন্ত সাতবার বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। ইসরায়েলি হামলায় তার পরিবারের ২০ সদস্য নিহত হয়েছে।

তিনি বলেন, আমার দুঃখ-কষ্ট ও আমার পরিবারের অকল্পনীয় ক্ষতি উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে, যদি যুক্তরাষ্ট্র চরম মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী ইসরায়েলের ইউনিটগুলোর কাছে সামরিক সহায়তা দেওয়া বন্ধ করে।

এ বিষয়ে জানতে আলজাজিরার পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হলে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর জানিয়েছে যে তারা বিচারাধীন মামলা নিয়ে কোনো মন্তব্য করে না।

এদিকে গত বছরের অক্টোবরের শুরু থেকে গাজায় বোমবর্ষণ ও স্থল অভিযান পরিচালনা করছে ইসরায়েল। এতে ৪৫ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। জাতিসংঘ ও বিশ্বের প্রধান মানবাধিকার সংস্থাগুলো ইসরায়েলের সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে গণহত্যাসহ নানা ধরনের যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ এনেছে।

বাংলাদেশ সীমান্তে অত্যাধুনিক তুর্কি

নিবিড় পর্যবেক্ষণ করছে।

তিনি বলেন, "আমরা এই বিষয়ে কেন্দ্রকে অবহিত করছি এবং তারাও এটিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে। কেন্দ্রকে অবশ্যই এটি নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের সাথে কথা বলতে হবে।"

এনডিটিভির খবরে বলা হয়, মেঘালয় রাজ্যের বাংলাদেশের সাথে ৪৪৩ কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে। আন্তর্জাতিক সীমান্তের শূন্য রেখার প্রায় ২০০ মিটার দক্ষিণে পূর্ব খাসি পাহাড় জেলার সোহরা এবং শেলার কাছাকাছি ইউএভিগুলিকে সম্প্রতি দেখা গেছে। বিমান বাহিনী সহ ভারতীয় নিরাপত্তা সংস্থাগুলি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে নজরদারি জোরদার করেছে।

সপ্তাহখানেক আগে ভারতীয় গণমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডে ও নবভারত খবর প্রকাশ করে, ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কাছে তুরস্ক নির্মিত ড্রোন মোতায়েন করেছে বাংলাদেশে। এমন খবরের ভিত্তিতে বাংলাদেশ সীমান্তে নজরদারি জোরদার করছে ভারত। যদিও বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বিষয়টি নাকচ করে দেওয়া হয়।

ভারতীয় ওই দুই গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রতিবেদনে বলা হয়, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তবর্তী এলাকায় তুরস্কের তৈরি অত্যাধুনিক 'বায়রাকতার টিবি ২' ড্রোন মোতায়েন করেছে বাংলাদেশ। ধারণা করা হচ্ছে ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের উত্তেজনা বৃদ্ধি পাওয়ায় এ ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, 'বায়রাকতার টিবি ২' ড্রোনগুলো নজরদারি এবং নির্ভুল আঘাত হানার সক্ষমতার জন্য পরিচালনা করা হয়। এই ধরনের মাঝারি উচ্চতার দীর্ঘ সহনশীল ড্রোন বুদ্ধিমত্তা, নজরদারি এবং অনুসন্ধান পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত হয়। ড্রোনটি সশস্ত্র আক্রমণ মিশনও বহন করতে সক্ষম।

লন্ডনে শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মরণে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির প্রদীপ প্রজ্বলন

বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে যখন বাংলাদেশ, ঠিক তখনই দেশীয় রাজাকার আলবদর আল শামস বাহিনী, হত্যা করেছিল জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের। সেই আলোর দিশারীদের হত্যাযজ্ঞের মধ্য দিয়ে আমাদের জাতিস্বত্বা বিনির্মাণের পথে এক অন্ধকার এঁকে দিয়েছিল তারা। বাংলাদেশে তারাই ধারাবাহিকতা আজ ও বিদ্যমান বলে, শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসের আলোচনায় বক্তারা বলেন।

১৪ই ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে, ১৯৭১ সালের শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে প্রতিবছরের মত লন্ডনের আলতাব আলী পার্কে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে, যুক্তরাজ্য ৭১এর ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির আয়োজনে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও স্মরণ অনুষ্ঠান পালিত হয়েছে।

যুক্তরাজ্য কমিটির সভাপতি সৈয়দ আনাস পাশার সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মুনিরা পারভীন এর পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা দেওয়ান গৌছ সুলতান, যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক, সৈয়দ সাজিদুর রহমান ফারুক, কবি হামিদ মোহাম্মদ , কবি শামীম আজাদ, শহীদ মিনার বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য মারুফ চৌধুরী, আবদুল, মানিবাধিকার কর্মী আহাদ চৌধুরী, সৈয়দ এনাম, গোলাব আলী, মুজিবুল হক মনি, নজরুল ইসলাম অকিব, জামাল আহমদ খান, স্বপন চক্রবর্তী, পুষ্পিতা গুপ্তা, অজন্তা রায়, স্মৃতি আজাদ, জুয়েল রাজ, শাহ মোস্তাফিজুর রহমান বেলাল, বাতিরুল হক সরদার, উর্মি মাযহার, এনামুল হক এনাম, এনামুল হক জুবের, শাহাব উদ্দীন বাচ্চু, এডভোকেট রুমানা , এফ টি জিনিয়া, শফিকুর রহমান, আহমদ ফখর কামাল, এডভোকেট আনিছুর রহমান আনিছ, সুয়েজ মিয়া, কিবরিয়া আহমদ, জয়নাল আবেদিন, হেলাল আহমদ।

আলোচনায় বারবার বক্তারা বলেন, যে চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশ স্বাধীন হয়েছিল, ৭১ এর পরাজিত শক্তি, বারবার সেই চেতনায় আঘাত হেনেছে, বাংলাদেশের মানুষ সেই আঘাত ব্যার্থ করে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের আদর্শই জয়ী হয়েছে। আমরা ব্যর্থ হয়েছি ঘাতকদের সাজা নিশ্চিত করতে, আমরা ব্যার্থ হয়েছি এদের চিহ্নিত করতে। তাই এই পরাজিত শক্তি বারবার ফিরে ফিরে আসছে।

মুক্তিযুদ্ধই বাংলাদেশের চেতনা। মুক্তিযুদ্ধই বাঙালির আত্মপরিচয়। আঁধার কেটে যাবে, বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায়ই সগর্বে মাথা উঁচু করে থাকবে।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে লন্ডনের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের শ্রদ্ধা নিবেদন

"বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস পালন উপলক্ষে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সাবেক ছাত্রনেতা আব্দুল আহাদ চৌধুরীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ,ও ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা লন্ডনের আলতাফ আলী পার্কের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ১৬ ই ডিসেম্বর সোমবার প্রথম প্রহরে ফুলেল শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেছেন।

এসময় যুক্তরাজ্য যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জামাল আহমদ খান, লন্ডন আওয়ামীলীগের বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক নাসির উদ্দিন, যুক্তরাজ্য যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মাহমুদ আলী, যুক্ত রাজ্য স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আলিম উদ্দিন ফয়সল, সাউথ লন্ডন যুবলীগের সভাপতি মোজাহিদ আহমদ লিটন, স্বেচ্ছাসেবক লীগের ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক আলা উদ্দিন, যুক্তরাজ্য যুবলীগনেতা সালেহ আহমদ, যুক্তরাজ ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি সরোয়ার কবির, মহানগর ছাত্রলীগের সভাপতি নাজমুল ইসলাম,নিউহ্যাম আওয়ামী লীগ নেতা কাজী জাফর, ও ছাত্র নেতা ইমরুল সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ফুলেল শ্রদ্ধাশেষে লন্ডনের আলতাফ আলী পার্কের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আয়োজিত সভায় যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সাবেক ছাত্রনেতা আব্দুল আহাদ চৌধুরী বলেন বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ একসূত্রে গাঁথা, একটি অন্যটির পরিপূরক। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশের ইতিহাস রচনা করা যাবে না। যে মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি মহান বিজয় অর্জন করেছে সেটার অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাঙালির প্রাণের প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সমগ্র বাঙালি জাতির মুক্তির স্পিরিটকে ধারণ করেছিল এবং মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেছিল। বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবজ্জ্বল অর্জন চির আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। সেই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সমগ্র জাতি যে চেতনার শক্তিতে বলীয়ান হয়েছিল স্বাধীনতার ৫৩ বছর পর মহান মুক্তিযুদ্ধের সেই চেতনা ও আদর্শ আজ সংকটের সম্মুখীন। বাংলাদেশের মানচিত্র ও জাতির পতাকা খামছে ধরেছে পুরনো শকুনেরা। অবৈধ ও অসাংবিধানিকভাবে দখলদার ফ্যাসিস্ট ইউনূসের নেতৃত্বে সরকার মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে দমিত করার অপচেষ্টার মধ্য দিয়ে বাঙালির সম্মিলিত শক্তি ও সামর্থ্যকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করছে। আজ বাংলাদেশে মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ, সংবিধান দিবস এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাত দিবস অর্থাৎ জাতীয় শোক দিবস রাষ্ট্রীয় আচার থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। যে রণধ্বনি বাঙালি মায়ের বীর সন্তানদের দেশমাতৃকাকে মুক্ত করার জন্য জীবন বাজি রাখতে নির্ভীক করে তুলেছিল সেই 'জয় বাংলা'-কে জাতীয় স্লোগান হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হাইকোর্টের রায়ও স্থগিত করা হয়েছে। এ সকল হীন ও ঘৃণিত পদক্ষেপ শুধু রাজনৈতিক বিবেচনায় নেওয়া হচ্ছে তা নয়, এটা সুস্পষ্টভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্মের ইতিহাসের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ থেকে করা হচ্ছে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই তার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের চিন্তাশীল ও প্রগতিশীল মানুষরাও (মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতি যাদের অনুরাগ রয়েছে) এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে।

ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থার ইসি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

গত ২ ডিসেম্বর ২০২৪ সোমবার সন্ধ্যা ৭টায় ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থা ইউকে'র কার্যনির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উন্নয়ন সংস্থার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

পূর্ব লন্ডনের একটি রেষ্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন সংস্থার প্রেসিডেন্ট আব্দুল লতিফ নিজাম সভা পরিচালনা করেন জেনারেল সেক্রেটারি আব্দুল বাছির।

সভায় ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থা ভিলেজ কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট সফলভাবে সম্পন্ন করতে সংগঠনের কার্যনির্বাহী কমিটি, সম্মানিত ট্রাস্টিবৃন্দ ও ঢাকাদক্ষিণবাসী সহ সংশ্লিস্ট সকলের সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানো হয়।

২০২৫ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী রবিবার ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থার পক্ষ থেকে জিসিএসই, এ লেভেল, ডিগ্রী ও মাষ্টার্স পরিক্ষায় উত্তির্ন ঢাকাদক্ষিণ এলাকার কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্টান আয়োজন করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

আগামী রামাদান মাসে রামাদান যাকাত ফান্ডের মাধ্যমে উত্তোলিত পাউন্ড বাংলাদেশে প্রতিটি গ্রামে অতীতের মতো যাকাত গ্রহিতাদের মধ্য নগদ বিতরন করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

বৃটেনে ঢাকাদক্ষিণ হাউস থেকে রেন্ট বাবৎ সংগৃহিত পাউন্ড দিয়ে বাংলাদেশে প্রতিটি গ্রামে ঘরহীন মানুষের মধ্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে ঘর নির্মান করে দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সভায় কোরআন তেলাওয়াত করেন ফান্ড রাইজিং সম্পাদক সোহেল আহমদ, উপস্থিত ছিলেন সংস্থার প্রেসিডেন্ট আব্দুল লতিফ নিজাম, ভাইস প্রেসিডেন্ট ইয়ামীম দিদার, ভাইস প্রেসিডেন্ট দেলওয়ার আহমদ শাহান, জেনারেল সেক্রেটারি আব্দুল বাছির, ট্রেজারার জাকির হোসেন, মেম্বারশীপ সেক্রেটারি কামরুল ইসলাম, অ্যাডুকেশন সেক্রেটারি রায়হান উদ্দিন, ফান্ড রাইজিং সেক্রেটারি সোহেল আহমদ, ইসি মেম্বার আবজল হোসেন, খালেদ আজিম উদ্দিন জামাল, ইকবাল চৌধুরী, জুবায়ের সিদ্দিক এবং মামুন আহমদ।

অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে আলোচনায় উপস্থিত সকলেই আগামীর পথচলায় ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক গৃহিত মানবতার কল্যানে গৃহিত সকল পদক্ষেপে ঢাকাদক্ষিণবাসী ও সংগঠনের সকলের সর্বাত্মক সহযোগিতা অতীতের মতোই অব্যাহত থাকবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

মক্কা বিজয়ের দিন যেসব কাজ করেছিলেন নবিজি (সা.)

মাহমুদ আহমদ

স্বাধীনতা প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার। পৃথিবীর সব ধর্ম-দর্শনে স্বাধীনতার অশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। দেশের স্বাধীনতা অর্জন ও বিজয় উদযাপন উপলক্ষ্যে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করা এবং ক্ষমা প্রার্থনা করাই ইসলামের নির্দেশ।

বিজয় সম্পর্কে পবিত্র কুরআন মজিদে আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেছেন, 'যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে, তখন মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবে। তখন তোমার প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা কর। আর তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল।' (সূরা নসর, আয়াত : ১-৩)।

বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত সর্বশ্রেষ্ঠ নবি ও রাসূল হজরত মুহাম্মাদ (সা.) নিজেও বিজয় দিবস উদযাপন করেছিলেন। যে মক্কা নগরী থেকে আল্লাহর নবি বিতাড়িত হয়েছিলেন আর হিজরতের সময় বারবার অশ্রুসিক্ত নয়নে জন্মভূমির দিকে ফিরে ফিরে তাকিয়েছিলেন আর বলেছিলেন-'হে প্রিয় মাতৃভূমি মক্কা! আমি তোমাকে ভালোবাসি। তোমার অধিবাসীরা যদি আমাকে অত্যাচার-নির্যাতন করে বিতাড়িত না করত; আমি তোমাকে কখনো ছেড়ে যেতাম না।'

মহানবি (সা.)-এর বুকফাটা আর্তনাদের অবসান হয়েছিল ১০ হিজরির মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে। ১০ বছর

পর শতসহস্র সাহাবায়ে কেরামের বিশাল বহর নিয়ে যখন পবিত্র মক্কা নগরীতে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি শুকরিয়া স্বরূপ আট রাকাত নফল নামাজ আদায় করেন। বিশ্বনবি (সা.) বিজয়ের আনন্দে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে কৃতজ্ঞতা আদায়ে এভাবে নফল নামাজ পড়লেন।

নবিজি (সা.)-এর দেখাদেখি অনেক সাহাবি (রা.) মহানবির অনুকরণে আট রাকাত নফল নামাজ আদায় করেন। এরপর বিশ্বনবি (সা.) হারাম শরিফে এসে সমবেত জনতার উদ্দেশে বয়ান প্রদান করেন।

তিনি বলেন, 'হে মক্কার কাফের সম্প্রদায়! ১৩ বছর আমার ওপর, আমার পরিবারের ওপর, আমার সাহাবাদের ওপর নির্যাতনের যে স্টিম রোলার চালিয়েছ, এর বিপরীতে আজকে তোমাদের কী মনে হয়, তোমাদের প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণ করব?'

তারা বলল, হ্যাঁ, আমরা কঠিন অপরাধী। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, আপনি আমাদের উদার ভাই, উদার সন্তান, আমাদের সঙ্গে উদারতা, মহানুভবতা প্রদর্শন করবেন। এটাই আমরা প্রত্যাশা করি। তখন আল্লাহর নবি মানবতার মুক্তির দূত বিশ্বনবি (সা.) বললেন, 'হ্যাঁ, আমি আজ তোমাদের সবার জন্য হজরত ইউসুফ (আ.)-এর মতো সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলাম। যাও তোমাদের প্রতি আজ কোনো অভিযোগ নেই। তোমাদের থেকে কোনো প্রতিশোধ নেওয়া হবে না।' (সুনানে বাইহাকি)।

তাই তো মক্কা বিজয়ের আনন্দে তিনি সেদিন ক্ষমা ঘোষণা করেছিলেন। মক্কা বিজয়ের সময় আবু সুফিয়ানের একটি ঘটনাও ইতিহাসে সংরক্ষিত আছে। আবু সুফিয়ানকে যখন গ্রেফতার করে রাসূল (সা.)-এর খেদমতে উপস্থিত করা হয়, তখন তিনি তাকে বলেন, বল কী চাও? সে বলে, হে আল্লাহর রাসূল আপনি কি আপনার জাতির প্রতি দয়া করবেন না। আপনি তো পরম দয়ালু ও মহানুভব; এছাড়া আমি আপনার আত্মীয়ও বটে, ভাই হই; তাই আমাকে সম্মান দেখানও প্রয়োজন। কেননা, এখন আমি মুসলমান হয়ে গেছি।

রাসূল (সা.) বলেন, ঠিক আছে যাও মক্কাতে ঘোষণা করে দাও; যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের ঘরে আশ্রয় নেবে তাকে নিরাপত্তা দেওয়া হবে। আবু সুফিয়ান বললেন-হে আল্লাহর রাসূল! আমার ঘরে আর কতজনের সংকুলান হবে। এত বড় শহর; তা আমার ঘরে আর কতজন আশ্রয় নিতে পারবে। রাসূল (সা.) বলেন, ঠিক আছে যে ব্যক্তি কাবা শরিফে আশ্রয় নেবে তাকেও নিরাপত্তা দেওয়া হবে। আবু সুফিয়ান বললেন, হে আল্লাহর রাসূল!

কাবা শরিফও ছোট্ট একটি জায়গা সেখানেইবা কতজন আশ্রয় নেবে তারপরও লোক বাকি থেকে যাবে। তখন রাসূল (সা.) বলেন, যে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখবে, তাকেও নিরাপত্তা দেওয়া হবে। এবার আবু সুফিয়ান বললেন-হে আল্লাহর রাসূল! যারা রাস্তাঘাটে বসবাস করে তারা কোথায় যাবে? তারপর তিনি একটি পতাকা বানান এবং বলেন, এটি বেলাল (রা.)-এর পতাকা। তাকে সঙ্গে নিয়ে এ পতাকাসহ চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে ঘোষণা কর, যে এ পতাকার নিচে এসে দাঁড়াবে, পতাকার নিচে আশ্রয় নেবে তাকেও প্রাণ ভিক্ষা দেওয়া হবে।

আবু সুফিয়ান বললেন, ঠিক আছে এবার যথেষ্ট হয়েছে। আমাকে গিয়ে ঘোষণা করার অনুমতি দিন। যেহেতু মক্কার কুরাইশ নেতারাই অস্ত্র সমর্পণ করেছিল। তাই ভয় পাওয়ার কোনো কারণই ছিল না।

আবু সুফিয়ান মক্কায় প্রবেশ করে ঘোষণা করেন, নিজ নিজ ঘরের দরজা বন্ধ রাখ আর কেউ বাইরে এসো না। কাবা শরিফে চলে যাও এবং হজরত বেলাল (রা.)-এর পতাকার নিচে যারা আশ্রয় নেবে তাদের সবাইকে নিরাপত্তা দেওয়া হবে। তাদের সবার প্রাণ ভিক্ষা দেওয়া হবে এবং কিছুই বলা হবে না। আর তোমাদের অস্ত্র সমর্পণ কর। ফলে মানুষ তাদের অস্ত্র সমর্পণ করে এবং হজরত বেলাল (রা.) পতাকা তলে সমবেত হতে আরম্ভ করে।

এরূপ প্রজ্ঞাপূর্ণ সিদ্ধান্ত হজরত বেলাল (রা.)-এর পতাকাতলে আশ্রয় গ্রহণকারীদের এটিও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা যাকে দাস মনে করতে, যার কোনো গোত্র বা আত্মীয়স্বজন মক্কায় ছিল না। তাকে একেবারেই নিঃস্ব এবং পায়ে ঠেলার মতো মানুষ মনে করে তোমরা তার ওপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছ। আজ শোন এবং দেখে নাও! তোমরা শক্তিশালী নও, তোমরা সফলকামী নও, পরাক্রমশালী তোমরা নও বরং মহাপরাক্রমশালী হচ্ছেন রাসূল (সা.)-এর আল্লাহ।

আর রাসূল (সা.) প্রবল পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহর বৈশিষ্ট্যাবলি অবলম্বন করেছেন এবং এ গুণাবলি ধারণ করেছেন। এভাবে বিজয় লাভের পর প্রতিশোধ না নিয়ে করেছিলেন ক্ষমা। বিজয়ের দিন তার মাঝে ছিল না কোনো অহংকার আর আত্মম্ভরিতা।

তাই আমাদের উচিত, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশের উন্নয়নে কাজ করা। আমরা যদি এমনটি করতে পারি তবেই হবে বিজয়ের মূল সার্থকতা।

ইসলামের দৃষ্টিতে জীবনের নিরাপত্তা

শাহ্ মো. শফিকুর রহমান

ইসলাম আসার আগের সময়কে ঐতিহাসিকরা অন্ধকার-বর্বর যুগ বলে আখ্যা দিয়েছেন। তখন মানুষকে মানুষ মনে করা হতো না। দুর্বল-দরিদ্র শ্রেণি ছিল ধনী-শক্তিশালীদের হাতের পুতুল। নারীরা বিক্রি হতো হাটে-বাজারে। এমন অন্ধকারের বুক চিরে আলো হাতে এসেছেন প্রিয় নবিজি (সা.)।

শুধু আরব নয়, জগৎ আলোকিত হয়েছে তার অনুপম আদর্শ আর খোদায়ী কর্মপরিকল্পনার নুরে। তিনি বিশ্ববাসীকে শিখিয়েছেন মানবাধিকার সম্পর্কে। আধুনিক বিশ্বে যত মানবাধিকার সংগঠন আছে সবাই নবিজির মানবাধিকার নীতির কাছে চির ঋণী। নবিজির দেওয়া মানবাধিকার নীতির মধ্যে সবার আগে গুরুত্ব পেয়েছেন 'হিফজুন নফস' বা বাঁচার অধিকার।

অন্যায়ভাবে কোনো মানুষের বাঁচার অধিকারে হস্তক্ষেপ করার অনুমতি ইসলাম কাউকে দেয়নি। বরং কেউ যদি নিরপরাধ মানুষের জীবন সংকুচিত করে ফেলে বা তাকে আঘাত করে কিংবা ঘটনাক্রমে তাকে হত্যাও করে ফেলে, তাহলে ইসলামী সরকারের প্রথম কর্তব্য হলো ওই অপরাধীকে শাস্তির আওতায় নিয়ে আসা।

সব আসমানি ধর্মেই মানব হত্যা জঘন্য অপরাধ হিসাবে আখ্যা পেয়েছে। বলা ভালো, নিরীহ মানুষকে অহেতুক মেরে ফেলার চেয়ে ভয়াবহ পাপ পৃথিবীতে আর নেই। ইসলাম ধর্মের মর্মবাণী হলো, 'মানবহত্যা মহাপাপ'। বাঁচার অধিকারের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন একজন মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা মানে হলো পুরো মানবজাতিকে মেরে ফেলা। অন্যদিকে একজন মানুষের জীবন রক্ষা করা মানে হলো পুরো মানব জাতির জীবন রক্ষা করা।

আল্লাহ বলেন, 'আমি বনি ইসরাইলের ওপর বিধান নাজিল করেছিলাম যে, যখন কেউ কোনো নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করল, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করল। আর যখন কেউ কোনো মানুষের জীবন রক্ষা করল, সে যেন সমগ্র মানবজাতির জীবন রক্ষা করল।' (সূরা মায়েদা, আয়াত ৩২।)

শুধু তাই নয় যে মানুষ এখনো দুনিয়ায় আসেনি, যার দেহে এখনো প্রাণ ফুঁকেনি আল্লাহতায়ালা তার বাঁচার অধিকার নিয়েও স্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন কুরআনে। আজকাল অনেকেই ভ্রূণ হত্যা করে ফেলে কিংবা দারিদ্র্যের ভয়ে নবজাতক শিশু মেরে ফেলে। এগুলো গুরুতর অপরাধ চিহ্নিত করে আল্লাহ বলেন, 'হে মানুষ! দারিদ্র্যের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না। আমি তাদের ও তোমাদের রিজিক দেব'। (সূরা আনআম, আয়াত ১৫১।)

ন্যায়সংগত কারণ ছাড়া মানুষ হত্যা কবিরা গুনাহ বলেছেন নবিজি (সা.)। শুধু তাই নয়, হত্যার পরিস্থিতি সৃষ্টি যাতে না হয় এ জন্য তিনি মারামারি ও সশস্ত্র ঝগড়া-বিবাদ থেকে দূরে থাকতে বলেছেন বিশ্ববাসীকে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'তোমাদের কেউ যেন তার ভাইয়ের দিকে অস্ত্র তাক না করে। কারণ সে জানে না, হয়তো শয়তান তার হাত থেকে তা বের করে দিতে পারে, ফলে সে বিনা কারণে মানুষ হত্যা করে জাহান্নামের গর্তে পড়ে যাবে।' (বুখারি।)

অন্য হাদিসে রাসূল (সা.) স্পষ্ট করে বলেছেন, মুসলমানদের কোনোভাবেই মারামারি-হানাহানিতে লিপ্ত হওয়া জায়েজ নেই। এতে দুপক্ষই জাহান্নামে যাবে। নবিজি (সা.) বলেন, 'দুজন মুসলমান তরবারি নিয়ে মারামারি করলে একজন মারা যায় এবং অন্যজন জীবিত থাকে। খুব ভালো করে জেনে রাখ! হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে। সাহাবিরা বললেন, হে আল্লাহর নবি! হত্যাকারী জাহান্নামে যাবে এটা তো বুঝলাম কিন্তু নিহত ব্যক্তির জাহান্নামি হওয়ার কারণ কী? জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'কেননা সে তো প্রতিপক্ষকে হত্যা করার জন্যই লড়াইয়ে নেমেছে। সুযোগ পেলে সেও তো হত্যা করত।' (বুখারি।)

অন্যায়ভাবে কেউ কাউকে হত্যা করলে ইসলামের দৃষ্টিতে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। এ শাস্তি হত্যাকারীকে দুনিয়ায় পেতে হবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'হে বিশ্বাসী! খুনের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেওয়া হয়েছে। খুনি স্বাধীন ব্যক্তি হলে তার কাছ থেকে, ক্রীতদাস হলে তার কাছ থেকে, নারী হলে তার কাছ থেকে অর্থাৎ যে-ই খুনি হোক, খুনের কিসাস বা বদলা হিসাবে তাকেই হত্যা করা হবে।

তবে খুনির প্রতি নিহতের ভাই বা আত্মীয়রা যদি কিছুটা সদয় হয়, তাহলে প্রচলিত ন্যায়নীতি অনুযায়ী খুনের প্রতিবিধান হওয়া উচিত। এবং নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে রক্তপণ পরিশোধ করা হত্যাকারীর অবশ্য কর্তব্য।

এ তো তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে দণ্ড হ্রাস ও অনুগ্রহ মাত্র। এরপরও যে বাড়াবাড়ি করবে, তার জন্য অপেক্ষা করছে কঠিন শাস্তি।' (সূরা বাকারাহ, আয়াত ১৭৮।) দুনিয়ার কিসাসের শাস্তির পাশাপাশি পরকালে রয়েছে আরও কঠিন শাস্তি। আল্লাহ বলেন, 'আর ইচ্ছাকৃতভাবে জেনেশুনে কোনো বিশ্বাসীকে হত্যা করলে তার শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম, সেখানে সে থাকবে চিরকাল। আল্লাহর লানত তার ওপর, আল্লাহ তার জন্য কঠিনতম শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন।' (সূরা নিসা, আয়াত ৯৩।)

হত্যার জঘন্যতা ও হত্যাকারীর জন্য কঠোর শাস্তির কথা হাদিস শরিফেও উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'দুনিয়া ধ্বংস করে দেওয়ার চেয়েও আল্লাহর কাছে ঘৃণিত কাজ হলো মানুষ হত্যা করা।' (তিরমিজি।) হাদিস শরিফে নবিজি (সা.) বলেছেন, 'কেয়ামতের দিন হত্যার বিচার করা হবে সবার আগে। তারপর অন্যান্য অপরাধের বিচার করা হবে।' (বুখারি ও মুসলিম।)

সপ্তাহের নামাযের সময় সূচী

তারিখ	ফজর	সুর্যদ্বয়	যোহর	আছর	মাগরিব	ইশা
২০.১২.২৪ শুক্রবার	6:41	8:01	01:00	2:08	4:03	7:30
২১.১২.২৪ শনিবার	6:41	8:01	12:45	2:08	4:04	7:30
২২.১২.২৪ রবিবার	6:42	8:02	12:45	2:09	4:04	7:30
২৩.১২.২৪ সোমবার	6:42	8:02	12:45	2:09	4:05	7:30
২৪.১২.২৪ মঙ্গলবার	6:42	8:02	12:45	2:10	4:06	7:30
২৫.১২.২৪ বুধবার	6:43	8:03	12:45	2:11	4:06	7:30
২৬.১২.২৪ বৃহস্পতিবার	6:45	8:03	12:45	2:12	4:07	7:30

নামায শুপ্পর এই সময়সূচি লন্ডনের জন্য প্রযোজ্য।

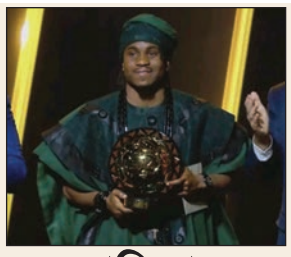

আফ্রিকার বর্ষসেরা লুকমান

পোস্ট ডেস্ক : ২০২৪ সালের আফ্রিকার বর্ষসেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন নাইজেরিয়ান ফরোয়ার্ড আদেমোলা লুকমান। গতকাল মরক্কোতে এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে বর্ষসেরাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেয় আফ্রিকান ফুটবল কর্তৃপক্ষ। নারী বিভাগে সেরা হয়েছে জাম্বিয়ার বারব্রা বান্ডা।

সতীর্থ ভিক্টর ওশিমেনের কাছ থেকে লুকমান এবারের সেরার আসন ছিনিয়ে নিয়েছেন। ১৯৯৯ সালে নুয়ানকো কানুর পর প্রথম নাইজেরিয়ান হিসেবে গত বছর ওশিমেন সেরার মুকুট পেয়েছিলেন। নাইজেরিয়া ও বর্তমানে সিরি-এ টেবিলের শীর্ষ দল আটালান্টার হয়ে ধারাবাহিক দুর্দান্ত পারফরমেন্স করার পুরস্কার হিসেবে ২৭ বছর বয়সী লুকমান এবারের সেরার পুরস্কার জয় করেছেন।

তার তিন গোলেই নাইজেরিয়া ২০২৪ আফ্রিকান নেশন্স কাপের ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জণ করে। ফাইনালে অবশ্য স্বাগতিক আইভরি কোস্টের কাছে ২-১ গোলে পরাজিত হয়েছিল নাইজেরিয়া।

ক্যামেরুনের বিপক্ষে শেষ ১৬'তে জয়ের ম্যাচে দুই গোল করেছিলেন লুকমান। কোয়ার্টার ফাইনালে এ্যাঙ্গোলার বিপক্ষে ১-০ ব্যবধানের জয়ের ম্যাচে একমাত্র গোলটিও ছিল তার।

আফ্রিকান নেশন্স কাপের কয়েক মাস পর লন্ডনে জন্মগ্রহণকারী এই এ্যাটাকার ডাবলিনে ইউরোপা লিগের ফাইনালে বায়ার লেভারকুসেনের বিপক্ষে আটালান্টার হয়ে ৩-০ ব্যবধানের জয়ের ম্যাচে হ্যাটট্রিক করেছিলেন।

সেরার ট্রফি হাতে নিয়ে লুকমান বলেছেন, 'এটা সত্যিই অসাধারণ এক অনুভূতি। আফ্রিকার তরুণদের উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই কখনো ছেড়ে দিবে না। ব্যাথাকে শক্তিতে পরিণত করো।'

আফ্রিকার জাতীয় দলগুলোর কোচ ও অধিনায়কের ভোটে বর্ষসেরা বেছে নেয়া হয়। প্রথাগতভাবে তিনজন মনোনীত খেলোয়াড়ের নাম ভোটের জন্য দেয়ার রীতি থাকলেও এবার দেয়া হয়েছিল পাঁচজনের নাম।

এই তালিকায় রানার্স-আপ হওয়া চারজন হলেন দক্ষিণ আফ্রিকার গোলরক্ষক রনওয়েন উইলিয়ামস, মরক্কোর ফুল-ব্যাক আশরাফ হাকিমি, আইভরি কোস্টের উইঙ্গার সাইমন আডিনগ্রা ও গিনির ফরোয়ার্ড সেরহু গুইরাসি।

নারী বিভাগে সেরা হয়েছে জাম্বিয়ান ফরোয়ার্ড বান্ডা। যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব ওরলান্ডো প্রাইড ও জাতীয় দলের হয়ে বেশ কিছু গোল করার সুবাদে তাকে সেরা হিসেবে বেছে নিয়েছে সংশ্লিষ্টরা। ২০২৪ প্যারিস অলিম্পিকে জাম্বিয়ার হয়ে বান্ডা চার গোল করেছেন। এর মধ্যে গ্রুপ পর্বে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারের ম্যাচটিতে হ্যাটট্রিক করেছিলেন।

এগিয়ে থেকেও হেরেছে ম্যান সিটি

পোস্ট ডেস্ক : টানা পাঁচ জয়ে লিগ টেবিলে শীর্ষে থাকা লিভারপুলের সাথে পয়েন্টের ব্যবধান কমিয়ে এনেছে চেলসি। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ১৬ রাউন্ডের খেলা শেষে শিরোপার লড়াইয়ে এখন শীর্ষ দুইয়ে চেলসি-লিভারপুল। যদিও চেলসির চেয়ে এক ম্যাচ কম খেলেছে লিভারপুল। রোববার নিজেদের মাঠ স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে ব্রেন্টফোর্ডকে ২-১ গোলে হারিয়েছে চেলসি। খেলার শুরু থেকেই চেলসি দাপট দেখালেও গোল পেতে অপেক্ষা করতে হয়েছে ৪৩ মিনিট পর্যন্ত। ননি মাদুয়েকের চমৎকার ক্রসে মাথা ছুঁইয়ে চেলসিকে উৎসবের উপলক্ষ এনে দেন মার্ক কুকুরেল্লা। ২০২২ সালের মে মাসে গোল করার পর গত দুই বছরের বেশি সময় প্রিমিয়ার লিগে জালের দেখা পাননি তিনি। তার সেই গোল খরা কেটেছে এদিন। দ্বিতীয়ার্ধে গোল বাড়াতে বেশ কটি আক্রমন করেও সফল হচ্ছিলনা এনজো মারেসকার দল। শেষ পর্যন্ত ৮০ মিনিটে ব্রেটফোর্ডের সীমানায় হুট করে বলের দখল পেয়ে যায় চেলসি। সেখান থেকে পাস দিয়েই প্রতিপক্ষের রক্ষণভাগের প্রাচীর ভেঙে দেন এনজো ফার্নান্দেজ। ডানদিক দিয়ে নিকোলাস জ্যাকসনকে পুরোপুরি ফাঁকা করে দেন তিনি। বাকি কাজ জ্যাকসন একাই করেছেন। দৌড়ে ডি বক্সে ঢুকেই শট এবং গোল। এই নিয়ে প্রিমিয়ার লিগে টানা ছয় ম্যাচ স্কোরবোর্ডে নাম উঠেছে তার। যদিও নব্বই মিনিটের মাথায় ব্রেন্টফোর্ডের হয়ে ব্রায়ান এমবুমা এক গোল শোধ দিলেও হার এড়াতে পারেনি। শেষপর্যন্ত জয় নিয়েই মাঠ ছাড়ে অলক্লজরা। কিন্তু ফলাফল ছাপিয়ে আলোচনায় ম্যাচ শেষে সৃষ্ট ঝামেলা। সময় নষ্ট করাকে ঘিরে কুকুরেল্লার সঙ্গে বাকবিতন্ডায় জড়িয়ে পড়েন কেভিন স্কোয়াড। দু'জনেই হজম করেন একটা করে হলুদ কার্ড। কিন্তু চেলসির স্প্যানিশ লেফটব্যাকের আগের একটা হলুদ কার্ড থাকায় লাল কার্ড দেখেন তিনি। এই জয়ে টেবিল টপার লিভারপুলের সঙ্গে পয়েন্টের ব্যবধান কমে আসলো তাঁদের। এক ম্যাচ বেশি খেলে মাত্র দুই পয়েন্টে পিছিয়ে আছে তারা।

এদিকে, ফুটবল মাঠে সময়টা ভালো কাটছেনা না দুই ম্যানচেস্টারের। নিজেদেরকে ফিরে পাওয়ার লড়াইয়ে ইত্তিহাদ স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হয়েছিল সিটি ও ইউনাইটেড। টানা তৃতীয় লিগ ম্যাচ হারের শঙ্কায় পড়েছিল ইউনাইটেড। শেষ দুই মিনিটে গোল করে তারা সিটির কাছ থেকে জয় ছিনিয়ে নেয়। রোববার ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ম্যানচেস্টার ডার্বিতে ২-১ গোলে জিতে পেপ গার্দিওয়ালার দলের বাজে অবস্থাকে আরও তীব্র করে তুললো রুবেন আমোরিমের শিষ্যরা। জোসকো জিভারদিওলের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল ম্যানসিটি। ৩৬ মিনিটে তার হেডে পাওয়া লিড স্বাগতিকরা ধরে রেখেছিল শেষ পর্যন্ত। শেষ দিকে গিয়ে ভুল করে বসে ম্যানসিটি। ম্যাথুস নুনেসের ভুলে পেনাল্টি পায় ম্যানইউ। ৮৮ মিনিটে ব্রুনো ফার্নান্দেস সমতা ফেরান। দুই মিনিট পর স্বাগতিকরা আরেকটি গোল হজম করে। ৯০ মিনিটে আমাদ দিয়ালো আড়াআড়ি অবস্থান থেকে জাল কাঁপান। সব প্রতিযোগিতায় ১১ ম্যাচে কেবল একটি জয়ের দেখা পেয়েছে ম্যানসিটি। দুই ম্যাচ আগে নটিংহ্যাম ফরেস্টের বিপক্ষে জয় পেয়েছিলো তারা। ১৬ ম্যাচে ২৭ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের পাঁচে নেমে গেলো তারা। আর ম্যানইউ ২২ পয়েন্ট নিয়ে উঠে গেলো ১২ নম্বরে। সমান সম্যাচে ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে চেলসি। এক ম্যাচ কম খেলে ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে লিভারপুল। আরেক ম্যাচে সাউদাম্পটনকে ৫-০ গোলে উড়িয়ে দিয়ে লিগ টেবিলে নিজেদের অবস্থান আরো সুসংহত করেছে টটেনহ্যাম।

ঘরের মাঠে টানা দ্বিতীয় হারের স্বাদ পেলো বার্সেলোনা। রোববার বার্সেলোনার অলিম্পিক স্টেডিয়ামে লা লিগায় টেবিলের নিচের দিকে থাকা লেগানেসের কাছে ১-০ গোলে হেরেছে কাতালানরা। নিজেদের ঘরের মাঠে এটি বার্সার টানা দ্বিতীয় হার। অথচ ঘরের মাঠ অলিম্পিক স্টেডিয়ামে অনেক সুযোগ পেয়েও তা কাজে লাগাতে পারেনি বার্সা। মাস খানেকের বেশি সময় ধরেই লিগে ধুঁকছে তারা। যাদের সর্বশেষ ৬ ম্যাচে জয় মাত্র একটি। একমাত্র গোলটি হয়েছে ম্যাচের চতুর্থ মিনিটে। কর্নার থেকে আনমার্কড সফরকারী অধিনায়ক গঞ্জালেস হেড করে জাল কাঁপিয়েছেন। তার পর থেকে আক্রমণ শাণিয়ে গেছে স্বাগতিকরা। অথচ বল দখলে ৮০ শতাংশ এগিয়ে থাকার পরও বার্সা সমতাসূচক গোল পায়নি। লেগানেসের গোছানো রক্ষণের সামনে বার বার খেই হারিয়েছে তারা। ২০টি শট নিলেও লক্ষ্যে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে ১৬ বার। আর যখন লক্ষ্যে পাঠিয়েছে তখন সেটা রুখে দিয়েছেন লেগানেস গোলরক্ষক মার্কো দিমিত্রভ। প্রথমার্ধেই দর্শনীয় তিনটি সেভ করেছেন তিনি। বিরতির পর তো দারুণ সব সুযোগ হাতছাড়া করেছেন দানি ওলমো, লামিনে ইয়ামাল ও রাফিনহারা। লেভানডস্কি আর জুলস কুন্দেরা তো সহজ সুযোগই হাতছাড়া করেছেন। হারলেও ১৮ ম্যাচে ৩৮ পয়েন্ট নিয়ে বার্সা শীর্ষেই। তাদের সমান ৩৮ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ। তবে তারা একটি ম্যাচ কম খেলেছে। রিয়াল মাদ্রিদও এক ম্যাচ কম খেলে ৩৭ পয়েন্ট নিয়ে তিনে রয়েছে। অপর দিকে বার্সেলোনায় প্রথমবারের মতো জয় পাওয়া লেগানেস অবনমন অঞ্চল থেকে ১৫ নাম্বারে জায়গা করে নিয়েছে। তাদের সংগ্রহ ১৮ পয়েন্ট।

২০৩২ ব্রিসবেন অলিম্পিকেও থাকবে ক্রিকেট?

পোস্ট ডেস্ক : ক্রিকেটে অলিম্পিক অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টা চলছিল বহু বছর ধরে। বিভিন্ন সময়ে ক্রিকেট কিংবদন্তিদের সেই চেষ্টা অবশেষে সফলতার মুখ দেখেছে। ১২৮ বছরের অপেক্ষা গুছিয়ে ২০২৮ সালের লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিক দিয়ে প্রত্যাবর্তন হচ্ছে ক্রিকেটের।

তবে ২০৩২ এর ব্রিসবেন অলিম্পিকেও ক্রিকেট থাকবে কি না, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। তবে সেই আসরেও ক্রিকেট নিশ্চিত করতে চাইছেন জয় শাহ। এ নিয়ে বৃহস্পতিবার অলিম্পিক আয়োজক কমিটির সঙ্গে বৈঠক করেছেন আইসিসির নতুন চেয়ারম্যান।

বৃহস্পতিবার অলিম্পিক আয়োজক কমিটির সঙ্গে বৈঠক করেছেন আইসিসির নতুন চেয়ারম্যান জয় শাহ। আলোচনার ভিডিও সামাজিক

যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করেছেন তিনি।

লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে টি-টুয়েন্টি ফরম্যাটে হবে খেলা। ক্রিকেটের জন্য স্টেডিয়াম বেছে নেয়ার প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে গেছে। মূল অলিম্পিক লস অ্যাঞ্জেলেসে হলেও ক্রিকেট হতে পারে আমেরিকার পূর্ব দিকের মিয়ামি বা নিউইয়র্ক শহরে।

অস্ট্রেলিয়ায় ক্রিকেট বেশ জনপ্রিয় হলেও ব্রিসবেন অলিম্পিকে ক্রিকেটের অন্তর্ভুক্তি এখনও নিশ্চিত নয়। আলোচনা করতে বৃহস্পতিবার ব্রিসবেনে গিয়েছেন জয় শাহ। সেখানে অলিম্পিক আয়োজক কমিটির প্রধান সিন্ডি হুক এবং ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার মূখ্যকর্তা নিক হকলির সঙ্গে বৈঠক করেছেন তিনি।

সিরিয়ার নির্য্যাতিত মানুষের মুক্তি ও আমাদের শিক্ষা

সিরিয়ার প্রাচীন নাম হচ্ছে 'শাম'। আল্লাহ তায়ালা এই শামকে 'আরদুল-মাহশার' বলে ঘোষণা করেছেন। অর্থাৎ হাশরের ভূমি। হাদীস অনুযায়ী এখানেই হাশরের ময়দান হবে। তবে বর্তমান সিরিয়া নামক দেশটিই শুধু 'শাম' ছিলো না। শাম ছিলো একটি বৃহত্তর অঞ্চল। ফিলিস্তিন, লেবানন, জর্দান, সিরিয়া সবগুলো দেশই শাম অঞ্চলের অন্তর্গত ছিলো। রাসুল (সাঃ) বলেছেন, শাম দেশের মানুষ যদি নষ্ট হয়ে যায়, মুসলমানগণ যদি ইসলাম থেকে দুরে সরে যায়, তাহলে উম্মতের মধ্যে কোনো খায়ের বাকি থাকবে না। তিনি বলেছেন, এই শামের লোকদের মধ্যে যত দুর্বলতা থাকুক, তারা ইসলামকে ধরে রাখবে। তারা নির্যার্তিত হলেও ইসলাম ছেড়ে দেবেনা। তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা বিজয় দেবেন । সারা বিশ্বের মানুষ তাদেরকে বর্জন করলেও আল্লাহ তায়ালা পরীক্ষা নিরীক্ষার পর তাদের মুক্তি দেবেন।

রাসুল (সাঃ) হাদীসে বলেছেন, তোমরা পারলে শাম দেশে যাও। সেখানে বসবাস করো। আল্লাহ তায়ালা আমাকে গ্যারান্টি দিয়েছেন। যখন ফেতনা শুরু হয়ে যাবে। তখন ঈমান শাম দেশেই সীমাবদ্ধ থাকবে। কেয়ামত পর্য্যন্ত একদল মানুষ সেখানে দ্বীন ইসলামকে ধরে রাখার জন্য প্রাণপণ লড়াই করে যাবে। বাতিলের কাছে কখনো আত্মসমর্পন করবে না। আল্লাহ তায়ালা অবশেষে ভয়াবহ রক্তপাতের পর সিরিয়ার মানুষকে মুক্তি দিয়েছেন।

ইস্ট লন্ডন মসজিদের গত ১৩ ডিসেম্বর শুক্রবারের জুমার খুতবায় উপরোক্ত কথাগুলো বলেন মসজিদের ইমাম ও খতীব শায়খ আব্দুল কাইয়ুম। তিনি মুলত সিরিয়ায় গত সপ্তাহে প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের ক্ষমতাচ্যুতির মাধ্যমে সিরিয়ার মানুষকে আল্লাহ যে মুক্তি দান করেছেন সে বিষয়েই কথা বলছিলেন।

তিনি বলেন, তাহলে প্রশ্ন আসতে পারে আল্লাহ তায়ালা যে অঞ্চলের মানুষকে এতো মর্য্যাদা দিলেন, তাদের ওপর এতো নজিরবিহীন নির্য্যাতন কেন? এতো মোবারক একটি জায়গা, এতো সম্মানিত মানুষ। তাহলে তাদের ওপর এতো অত্যাচার, এতো রক্তপাত কেন ঘটলো।

তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা তো মুমিনদের বলেছেন, তাদেরকে তিনি পরীক্ষা করেই ছাড়বেন। অনেক পরীক্ষার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, নিশ্চয় আমি মানুষকে কিছু ভয়, ক্ষুধা, সম্পদ ও প্রাণহানির মাধ্যমে পরীক্ষা করবো। পরীক্ষার মধ্যে যারা পাশ করবে তাদের জন্য সুসংবাদ দিয়েছেন।

সিরিয়াবাসী ধর্য্য ধরে কয়েক যুগ ধরে পরীক্ষা মোকাবেলা করেছে। তারা যে এতো নির্য্যাতিত হওয়ার পর বিজয় পেলেন সেখান থেকে শিক্ষিনীয় কিছু বিষয় আছে। তা হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা অত্যাচারিকে কিছু সময় দেন। জালিমকে তিনি একেবারে ছেড়ে দেন না।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি জালিমকে রশি ঢিলা করে দিই। অবকাশ দেই। সুযোগ দিই। সে কি জানে আমার পরিকল্পনা কত শক্ত। তার রশি যে আমার হাতে ধরা আছে । তারা কত ষড়যন্ত্র করে। আর তাদের ষড়যন্ত্রের মোকাবেলায় আমিও পরিকল্পনা করতে থাকি। রাসুল (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালার পরিকল্পনা অনেক শক্তিশালী। তাদের যদি এতো ষড়যন্ত্র থাকে, এতো পরিকল্পনা থাকে যে তারা একটি পাহাড়কে সরিয়ে দেবে, আপন জায়গা থাকতে দেবেনা। এমন শক্তিও যদিও মানুষ কোনোদিন যোগাড় করে তার পরেও আল্লাহ তায়ালার কাছে এটা কিছুই নয়। তিনি তা অদৃশ্য করে দিতে পারেন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, তিনি এভাবে বহু জাতিকে ধ্বংস করেছেন। যারা জুলম চালিয়ে মানুষকে নির্য্যাতিত করেছে, তদেরকে নিঃশেষ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা এভাবে জালিমকে শাস্তি দেওয়ার কথা বলেছেন। আর মজলুমকে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, দেরিতে হলেও তোমাকে একদিন সাহায্য করবো। পবিত্র কুরআনেই তিনি এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

মানুষ যখন সুযোগ পায়, যখন সে শক্তিশালী হয়, তখন দুর্বল মানুষকে জুলম করতে থাকে। জুলুমের বড় বড় ঘটনা থেকে যদি আমরা ব্যক্তিগত জীবনে ফিরে আসি, তাহলে দেখবো পারিবারিক জীবনেও আমরা জুলম করি। স্বামী জুলুম করছে স্ত্রীর উপর। স্ত্রী জুলুম চালাচ্ছে স্বামীর উপর। মানুষ ইনসাফ করে চায়না। সুযোগ থাকলে জুলম করবেই। আমরা সিরিয়া থেকে শিক্ষা নিই। জুলুমের পরিনতি ভয়াবহ। আমরা যেন সবধরের জুলম নির্য্যাতন থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখি। কারো ওপর জুলম নির্য্যাতন না করি।

আমরা তওবা করি। ব্যক্তিগতভাবে যদি কারো ওপর জুলুম করি তাহলে তার কাছে ক্ষমা চাই। আল্লাহর কাছে মাফ চাই। ব্যক্তির কাছে মাফ চাই। জুলম থেকে সরে আসি। সবসময় ইনসাফের ওপর চলি। কেউ কারো হক নষ্ট করিনা। কেউ কারো উপর অত্যাচার করিনা। কেউ কারো জায়গা জমি দখল করিনা। আল্লাহ তায়ালা যেন আমাদের জুলুম থেকে নিরাপদ রাখেন। আমিন।

স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনাপর্ব

সালেহ উদ্দিন আহমদ

১৯৬৯ সালের আইয়ুববিরোধী ছাত্র-আন্দোলন ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা। ১৯৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধের সাংগঠনিক কাঠামো ও মানসিক প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল, ১৯৬৯-এর পাকিস্তানের স্বৈরাচারী শাসনবিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। দেশের অন্যান্য ঐতিহাসিক আন্দোলনের মতো ১৯৬৯-এর আন্দোলনও শুরু হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, ডাকসুর (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ) নেতৃত্বে।

উনসত্তরের আন্দোলন নিয়ে খুব একটা লেখালেখি বা বিশ্লেষণ হয়নি। এর প্রধান কারণ সম্ভবত ১৯৬৯ ও ১৯৭১-এর মাঝে সময়ের দূরত্ব। ১৯৬৯-এর রেশ শেষ হতে না হতেই শুরু হয়ে যায় ১৯৭১-এর সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম। পাকিস্তানি বাহিনীর সীমাহীন বর্বরতা ও বাংলার মানুষের দুর্বার প্রতিরোধের অসংখ্য ঘটনাবলির মাঝে চাপা পড়ে যায় ১৯৬৯-এর অনেক না-বলা কাহিনি।

সময়টা ১৯৬৯। ঘটা করে পালিত হচ্ছে আইয়ুব খানের বাংলাকে শোষণের আরও এক দশক, সরকারি নাম 'ডিকেড অফ রিফরমস'। চারদিকে খুব ধুমধাম, আইয়ুব শাসনের এক দশক সম্পন্ন হলো। পাকিস্তানের সরকারি মাধ্যমগুলোতে সারাক্ষণ প্রচারিত হচ্ছে আইয়ুব খানের জয়জয়কার। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অনুগত গভর্নর মোনেম খানের নেতৃত্বে একদল তোষামোদকারী বাঙালিও ঢাকঢোল নিয়ে বাজনা বাজাচ্ছে।

১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমান লাহোরে বিরোধী দলগুলোর এক সভাতে ছয় দফা দাবি উপস্থাপন করে পূর্ব বাংলার মানুষের স্বতন্ত্র ও স্বাধিকারের ঘোষণা দেন। অন্যদিকে, পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী বাংলাদেশকে চিরতরে পাকিস্তানের কলোনি বানিয়ে রাখার জন্য ষড়যন্ত্রের নীল নকশার বাস্তবায়ন শুরু করে। ১৯৬৮ সালের ৬ জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার একটা প্রেস নোট জারি করে। সেখানে বলা হয়, পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার একটা নীলনকশা তৈরি করা হয়েছে আগরতলায়। ১৮ জানুয়ারি ঘোষণা করা হয়, এ ষড়যন্ত্রের প্রধান আসামি হলেন শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯ মে আরও কয়েকজনসহ শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করে জেলখানায় নেওয়া হয়। শেখ মুজিবকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার এক নম্বর আসামি করে বিচার শুরু হয় বিশেষ সামরিক আদালতে। চারদিকে থমথমে ভাব। ভীতসন্ত্রস্ত পরিবেশ। রাজনৈতিক নেতারা সবাই কারারুদ্ধ বা পলাতক।

রাজনৈতিক নিগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী সরকারি প্রচার মাধ্যমগুলোতে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধ করে দেয়। বাংলা ভাষাকে উর্দুকরণ করার প্রক্রিয়াও শুরু হয়। 'বিমান' হয়ে যায় 'হাওয়াই জাহাজ', 'সংবাদ' হয় 'সমাচার'। মাঝে মাঝে শুধু প্রতিবাদ শোনা যেত সাংস্কৃতিক অঙ্গন থেকে। রমনার বটমূলে রবীন্দ্রসংগীতের অনুষ্ঠানে শ্রোতাদের সংখ্যা বেড়ে হয় দশগুণ। শামসুর রাহমানের 'আমার দুঃখিনী বর্ণমালা' কবিতাটি খুব আলোড়ন সৃষ্টি করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে। বিশ্ববিদ্যালয় হলগুলোতে আইয়ুব-মোনেমের আজ্ঞাবহ এনএসএফের দৌরাত্ম্যে প্রগতিশীল ছাত্রমহল তখন একদম কোণঠাসা। এমনই শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ।

আস্তে আস্তে প্রতিবাদের কাঠামো গড়ে উঠতে থাকে। তোফায়েল আহমেদ তখন ডাকসুর সহ-সভাপতি। ডাকসুর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। মূল লক্ষ্য, সব রাজবন্দিকে কারাগার থেকে বের করে আনা। আগরতলা ষড়যন্ত্রের উদ্ধত ছোবল থেকে বাঁচাতে হবে বাংলার সেই সাহসী মানুষগুলোকে। নতুবা এদের সবার ফাঁসি হয়ে যাবে সামরিক আদালতে। মোট এগারো দফার ভিত্তিতে তাই আন্দোলনের কর্মসূচি দেওয়া হয়। শেখ মুজিবের দেওয়া ছয়দফা দাবিও হয় এর অন্তর্ভুক্ত।

সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে প্রথমে ছিল শুধু ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া/সামসুদ্দোহা)। ছাত্রলীগ তখন ভাগ হয়নি, তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ববৃহৎ দল। প্রতিদিন সভা হতো বটতলায়। বক্তৃতা করতেন তোফায়েল আহমদসহ অন্য ছাত্র নেতারা। প্রথমে খুব ছোট পরিসরে সমাবেশ হতো। আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে ছাত্রদের অংশগ্রহণ। যোগ দেয় বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন ও ইসলামি ছাত্র সংঘের মতো অন্য ছাত্র দলগুলোও। বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন ছিল চারু মজুমদারের নকশাল আন্দোলনের সমর্থক। পশ্চিম বাংলায় তখন নকশাল আন্দোলন তুঙ্গে। যদিও বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের সদস্য ছিল খুব সীমিত, বটতলায় এদের দেখা যেত মাথায় লাল ফিতা বেঁধে বেশ জঙ্গিভাবে মঞ্চের কাছে স্লোগান দিতে। আস্তে আস্তে বাইরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরাও মিছিল করে সমাবেশে আসতে শুরু করল। ঢাকা কলেজ, জগন্নাথ কলেজ প্রায়ই আসত। একদিন হঠাৎ একটা নতুন মিছিল এলো, ধানমন্ডি রেসিডেন্সিয়াল স্কুল থেকে। আমরা সবাই উৎসুক দৃষ্টিতে দেখলাম সেই অল্পবয়সি ছেলেগুলোকে।

এদিকে আন্দোলন আরও তীব্রতর হতে লাগল। সরকারি প্রতিরোধও বাড়তে থাকল। ছাত্ররা চেষ্টা করত মিছিল নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইন গেট দিয়ে বের হতে। কোনোভাবেই তা সম্ভব ছিল না। প্রতিদিনই পুলিশ ও অন্যান্য বাহিনীর লাঠিচার্জ ও টিয়ার গ্যাস প্রতিরোধ করত মিছিলের যাত্রা। তবে যতই প্রতিরোধ বাড়ল, আন্দোলন আরও তীব্রতর হলো, সমাবেশও বড় হতে থাকল।

তখন ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক ছিলেন নাজিম কামরান চৌধুরী, এনএসএফের নেতা, সরকারি দলের সমর্থক। এর মধ্যে এনএসএফ ভাগ হয়ে গেল দুই গ্রুপে। একদল জমীর আলীর নেতৃত্বে মোনেম খানের পৃষ্ঠপোষকতাপুষ্ট। অন্য গ্রুপ মাহবুবুল হক দোলনের নেতৃত্বে মোনেম খানের স্নেহবঞ্চিত। কিন্তু দুই গ্রুপই আইয়ুব খানের সমর্থক। নাজিম কামরান চৌধুরী দোলন গ্রুপের নেতা। স্রেফ মোনেম খানকে জব্দ করার জন্য দোলন গ্রুপও আন্দোলনে যোগ দিল। গড়ে উঠল আট দলের এক বড় কোয়ালিশন।

আন্দোলন তখন তুঙ্গে। প্রতিদিনই বটতলায় সভা হতো। সবদলের নেতা-কর্মীরা রীতিমতো যোগ দিতেন সভাতে। নিজ নিজ দলের স্লোগান ও কর্মসূচি প্রাধান্য পেত তাদের নিজ নিজ গণ্ডিতে, বক্তৃতা ও স্লোগানে। প্রতিটা সভায় নিজ নিজ দলের প্রাধান্য বিস্তারের প্রবণতা ছিল দর্শনীয়। ছাত্রলীগের মূল স্লোগান ছিল ছয় দফাভিত্তিক, শেখ মুজিবকে মুক্ত করার অঙ্গীকার ও বাংলার স্বাধীনতাভিত্তিক। ছাত্র ইউনিয়নের মূল দাবি মনি সিংকে মুক্ত করা ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের স্লোগান ছিল নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা। ইসলামি ছাত্র সংঘ মূলত ধর্মভিত্তিক বক্তব্য প্রকাশ করত। দোলনপন্থিরা আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে কিছু বলত না, তাদের মূল স্লোগান ছিল মোনেম খানের বিরুদ্ধে। প্রায়ই নতুন নতুন স্লোগান শোনা যেত। প্রতিটা স্লোগানের ভাষা, তাল ও সুর থাকত ভিন্ন। অনেক সময় একই স্লোগানকে নানা সুরে উচ্চারণ করা হতো। স্লোগানে মূলত প্রাধান্য থাকত ছাত্রলীগের। দল হিসাবে ছাত্রলীগ ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং তখন বিপুলভাবে জনপ্রিয়। ছাত্রলীগের আফম মাহবুবুল হক, আফতাব আহমদ, কুমিল্লার নজরুল ইসলাম, হিলালুর রহমান চিশতী (৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের প্রথম শহিদ)-এরা ছিলেন স্লোগানে দারুণ পারদর্শী। এরাই ছাত্রলীগের মিছিলে স্লোগানের নেতৃত্ব দিতেন। অন্য দলগুলোকে সৃজনশীল হতে হতো ছাত্রলীগের সঙ্গে তাল মেলাতে।

একদিন বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীরা লাল ফিতা মাথায় বেঁধে মঞ্চের সম্মুখটা অনেকটা জোর করে দখল করে ফেলল-'বিপ্লব, বিপ্লব, বিপ্লব'-খুব দ্রুতলয়ে স্লোগান দিয়ে এগিয়ে, অন্য দলের কর্মীরাও চেষ্টা করল বিপ্লবীদের সামনে থেকে হটাতে, নিজ দলের স্লোগান দিয়ে। কোনোভাবে সুবিধা হলো না। পরের দিনও বিপ্লবীদের প্রাধান্য, 'বিপ্লব, বিপ্লব' দ্রুতলয়ের স্লোগান দিয়ে। ছাত্রলীগের কর্মীরাও দ্রুতলয়ের স্লোগান বের করল 'বাংলা, বাংলা, বাংলা'। এভাবে স্লোগান, পালটা স্লোগান আর প্রাধান্যের পালটাপালটি চেষ্টা চলতে থাকল। হঠাৎ ছাত্রলীগের ব্লক থেকে কে যেন বলে উঠল 'জয় বাংলা'। আর সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রলীগের সব কর্মী মঞ্চের দিকে এগিয়ে গেল 'জয় বাংলা', 'জয় বাংলা' বলে। 'জয় বাংলা'র তীব্রতার মাঝে হারিয়ে গেল বিপ্লব। ছাত্রলীগ ফিরে পেল তার প্রাধান্য। এরপর 'জয় বাংলা' ছাত্রলীগের মুখ্য স্লোগান হয়ে গেল। ক্রমান্বয়ে 'জয় বাংলা' অন্য দলগুলোর মধ্যেও গ্রহণযোগ্যতা পেল। সত্তর-একাত্তরে এটা হয়ে উঠল বাংলার মানুষের দাবি আদায়ের মুখ্য স্লোগান।

শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ 'জয় বাংলা' স্লোগানটিকে দলীয়করণ করে বন্দি করেছিল দলীয় স্লোগানের রেকর্ডারে। তাদের শাসনকালে এটাকে সরকারিকরণ করে চাপিয়ে দেওয়া হয় মানুষের মুখে। যে স্লোগানটা ছিল স্বতঃস্ফূর্ততার প্রতীক, তা হয়ে গেল জোর করে চাপিয়ে দেওয়া দুটি শব্দ। এই আন্দোলনে ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি শহিদ হয়েছিলেন সূর্য সেন হলের (তখনকার জিন্নাহ হল) আসাদ। এতে আন্দোলন আরও তীব্র হয়। এরপর ১৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে পাঞ্জাবি পাহারাদারদের অবজ্ঞা করায় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আরেক আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হককে গুলি করে খুন করা হয়। জহুরুল হকের মৃতদেহ দেখার জন্য তার বড় ভাইয়ের এলিফ্যান্ট রোডের বাড়িতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার ছাত্র ভিড় জমায় ও পরে জানাজায় অংশ নেয়। এরপর ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহা সেনাবাহিনীর বেয়নেট চার্জে মৃত্যুবরণ করেন। ছাত্র জনতা একসময় আইয়ুব খানের তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিনের ঢাকার পরীবাগের বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। একের পর এক এই ঘটনাগুলো আন্দোলনকে তীব্র থেকে তীব্রতর করে এবং আইয়ুব খানের ক্ষমতার আসনকে টলমল করে তোলে।

১৯৬৯-এর আন্দোলন ছিল অভাবনীয়ভাবে সফল। গণআন্দোলনের চাপে আইয়ুব খান ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। আগরতলা ষড়যন্ত্রের লৌহ কপাট ছিন্ন করে শেখ মুজিবসহ সব বন্দিদের মুক্ত করা হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন রমনা রেসকোর্সের মাঠে শেখ মুজিবকে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

BANGLA POST
www.banglapost.co.uk
Email: news@banglapost.co.uk

Hundreds of driving examiners to be recruited

Post Desk : Hundreds of driving examiners will be recruited to cut "sky-high" wait times for tests, the government has announced.

Lilian Greenwood, minister for the future of roads, said "no one should have to wait six months when they're ready to pass" their driving test and acknowledged there was a "huge" backlog.

The recruitment drive is part of a wider plan that the government says will reduce wait times to seven weeks by December 2025.

Driving instructors have branded the current system a "nightmare" and expressed doubts that the proposed changes will make any material difference.

Figures released by the Department for Transport (DfT) earlier this year indicated that the number of driving tests taken reached a record level in the 12 months to the end of March, at 1.9 million.

The Driver and Vehicle Standards Agency (DVSA) has now set out a plan to tackle long waits, with learners having to pay more for tests that are booked out by third parties trying to make a profit.

Among the measures announced is the recruitment and training of 450 driving examiners across Great Britain.

The DVSA will increase the period for changing or cancelling a test without losing money from three working days to 10 working days beforehand in a bid to discourage late cancellations.

There will also be a consultation over proposals to increase the amount of time for booking new tests for learners who fail after making serious or dangerous mistakes.

Learner drivers currently have to wait 10 working days before being able to book another test.

Current rules around tests being booked up to 24 weeks in advance will also be looked at to see if learners could sign up further ahead.

Ms Greenwood said passing a driving test was "a life changing opportunity for millions" but "sky-high waiting times for tests in recent years have denied that opportunity to too many people".

"No one should have to wait six months when they're ready to pass, travel to the other side of the country to take a driving test or be ripped off by unscrupulous websites just because they can't afford to wait," she said.

"The scale of the backlog we have inherited is huge, but today's measures are a crucial step to tackle the long driving test wait times, protect learner drivers from being exploited, and support more people to hit the road."

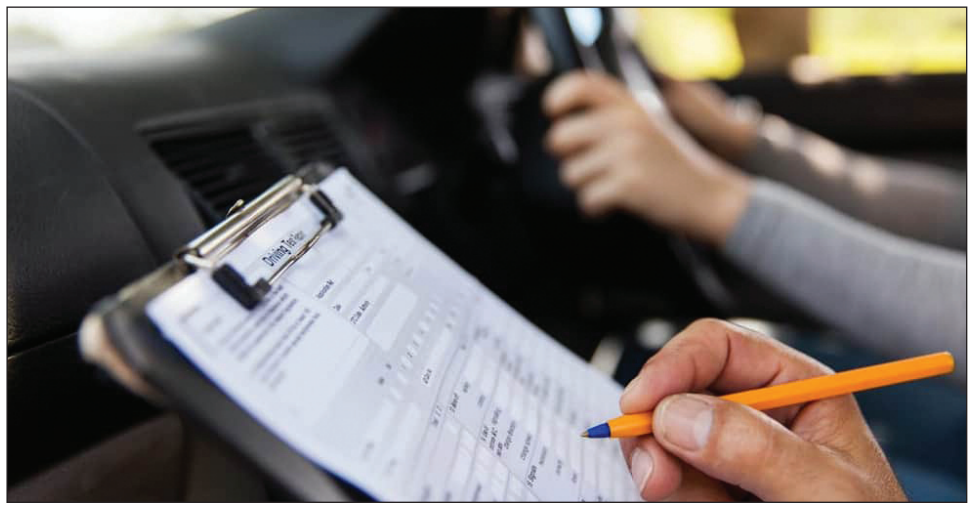

'Insane' wait times

Learner driver Kitty Bell said she had a test booked for 16 December before she "panicked" a few weeks ago and delayed it.

The Durham University student did a mock test with her instructor and, under the pressure, she said she "forgot everything" so decided she needed more practice.

Hoping for a new test slot in March, Ms Bell was dismayed to find the earliest appointment she could get was for May 2025.

"That's five months to wait, that's insane," she said.

Diana Mulrain has been teaching learner drivers in Hendon in north-west London for more than 40 years, and is part of a WhatsApp group of local instructors who swap tests between themselves for their students.

She described the current system as "an absolute nightmare" and said students were incentivised to take the test even if they were not ready to avoid waiting months to try again.

Mrs Mulrain said the DVSA had failed to adequately address the issue of test slots being booked out by brokers.

She said adding more driving examiners only increases the number of tests that can be snapped up by third parties, and she cannot see how those businesses were being prevented from operating.

"What they should do is to stop all bookings other than (for) the pupil. One credit card, one licence, one test. End of," she said.

The government says new terms and conditions for driving tests will come into force on 6 January 2025 which "make it clear that driving instructors and businesses must not book driving tests on behalf of learner drivers they are not teaching".

Only driving instructors or businesses that employ instructors can use the service to book car driving tests, it adds.

Helen Ansell has worked as an instructor in Cornwall for four years and said she was "not very hopeful" the proposals would change anything.

She suggested students should have a training log to ensure learner drivers were not taking up test slots when they were not ready.

"Once they've done a certain numbers of hours with an instructor, say 20 hours, that's when they can book a test," she said.

The BBC has contacted the DfT for comment on the driving instructors' concerns.

Taxpayers can't fund payouts for Waspi women, Starmer says

Post Desk : Prime Minister Keir Starmer has defended the decision to reject compensation for women hit by changes to the state pension age, arguing that the taxpayer "simply can't afford the tens of billions of pounds" in payments.

He added that "90% of those impacted knew about the changes that were taking place".

However, during Prime Minister's Questions, Sir Keir was repeatedly pressed on the government's decision, with one MP calling for a vote.

The Women Against State Pension Inequality (Waspi) campaign group say that 3.6 million women born in the 1950s were not properly informed of the rise in state pension age to bring them into line with men.

In 1995, the government increased the pension age for women from 60 to 65, phasing in the change between 2010 and 2020.

The coalition government of 2010 opted to speed up the process, bringing forward the qualifying age of 65 to 2018.

Waspi says many of the affected women had made financial plans based on the old state pension age and some retired before realising they could not claim their pension.

The group been pushing for compensation, previously suggesting that some women should receive £10,000 each, at a cost of £36bn.

The current government's decision not to award payments comes despite an independent government review in March which recommended compensation of between £1,000 and £2,950 for each of those affected.

Rebecca Hilsenrath, head of the Parliamentary and Health Service Ombudsman, which wrote the review, told Times Radio that although the government had accepted that it had delayed writing to 1950s-born women by 28 months, and apologised, it had rejected paying compensation.

"What we don't expect is for an acknowledgement to be made by a public body that it's got it wrong but then refuse to make it right for those affected," she said.

Before this year's general election, several senior Labour figures had backed the campaign and Sir Keir himself signed a pledge for "fair and fast compensation" in 2022.

In 2019, Angela Rayner, now the deputy prime minister, told the BBC: "They [the government] stole their pensions…we've said we'd right that injustice and within the five years of the Labour government we'll compensate them for the money that they've lost."

In the first Prime Minister's Questions since the government announced they would not be providing compensation, veteran Labour MP Diane Abbott said the Waspi women had "fought one of the most sustained and passionate campaigns for justice that I can remember, year in, year out".

British MP's Quest 'Are UK-Products Used In Gaza Genocide?' Cannot Be Ignored

By Shofi Ahmed

The recent testimony of a sergeant before the International Development Committee has shed light on a deeply troubling issue that demands immediate attention. The sergeant's harrowing account of witnessing the alleged targeting of children in Gaza by drones has sparked outrage and a pressing need for answers.

Peace loving people, regardless of religion or colour, across Britain demand to know the extent of the UK's involvement in this conflict and the impact of its products on the lives of innocent civilians. British MP Apsana Begum has taken a courageous stand in raising this issue in the House of Commons, challenging the government to provide a clear and unequivocal response. The MP's questions regarding the potential use of UK-made or UK-developed drones and weapons in the conflict between Israel and Palestine have struck a chord with the British public, who are rightfully concerned about the implications of such allegations.

The long-standing partnership between the UK and Israel in the field of defence and technology has understandably raised concerns about the possible misuse of these capabilities. The involvement of companies like Elbit Systems, which has a significant presence in the UK, has further amplified these worries. Elbit Systems is a major supplier of drones and other military hardware to the Israeli Defence Forces, and there are grave concerns that their products are being used in the ongoing conflict in Gaza.

One such example is the Hermes 900 drone, which is manufactured by Elbit Systems and has been used extensively by the Israeli military in its operations in Gaza. The Hermes 900 is a sophisticated unmanned aerial vehicle (UAV) capable of carrying a wide range of payloads, including precision-guided munitions. Given the reports of civilian casualties in Gaza, there are legitimate concerns that these drones may have been used to target and kill innocent people, including children.

Similarly, the UK's partnership with Israel in the development of the F-35 fighter jet has also raised concerns. The F-35, which is considered one of the most advanced fighter jets in the world, contains components that are made in the UK. There are fears that these jets may have been used in airstrikes that have resulted in the deaths of Palestinian civilians, such as the bombing of residential areas in Gaza.

Failure to do so would not only damage the UK's reputation on the international stage but also undermine the country's commitment to human rights and the rule of law. The British public deserves to have confidence that their government is taking a principled and ethical stance in its foreign policy and defence partnerships

The use of advanced weaponry, including those with potential artificial intelligence capabilities, against civilian populations is a grave matter that cannot be ignored. The sergeant's testimony about the apparent targeting of children by drones is a stark reminder of the human cost of these conflicts and the urgent need for accountability.

The ongoing conflict in Gaza has had a devastating impact on the lives of the Palestinian people, with reports of mass destruction and an unprecedented loss of civilian life. The British public deserves to know whether UK-made or UK-developed products are contributing to these atrocities, and the government must provide a transparent and comprehensive response to these allegations.

The quest led by MP Apsana Begum is a crucial step in holding the UK government accountable and ensuring that the country's role in global conflicts is scrutinized with the utmost diligence. The British public's demand for answers cannot be overlooked, and the government must act swiftly to address this pressing issue and restore public trust.

Moreover, the use of UK-made or UK-developed weapons in the conflict between Israel and Palestine raises serious moral and ethical concerns. The targeting of civilian populations, including children, is a clear violation of international humanitarian law and goes against the principles of human rights and dignity.

The UK, as a global leader in defence and technology, has a responsibility to ensure that its products and partnerships are not being used in ways that contribute to the suffering and loss of innocent life. The government must take immediate action to investigate these allegations and, if found to be true, take decisive steps to hold those responsible accountable and prevent the further use of UK-made or UK-developed weapons in the conflict.

Failure to do so would not only damage the UK's reputation on the international stage but also undermine the country's commitment to human rights and the rule of law. The British public deserves to have confidence that their government is taking a principled and ethical stance in its foreign policy and defence partnerships.

The quest led by MP Apsana Begum to uncover the truth about the use of UK-made or UK-developed products in the conflict between Israel and Palestine is a vital and necessary step in ensuring transparency and accountability. The British public has a right to know the extent of the UK's involvement in this conflict and the impact of its products on the lives of innocent civilians. The government must provide a clear and comprehensive response to these allegations, and take immediate action to address any wrongdoing or complicity in these atrocities.

Tower Hamlets' first ever cricket square launched at Victoria Park

Work to create the borough's first ever grass cricket pitch and cricket square has begun at Victoria Park.

On Wednesday 13 November, Lutfur Rahman, Executive Mayor of Tower Hamlets, Cllr Kamrul Hussain, Cabinet member for Culture and Recreation along with Josh Knappett, Facilities and Project Lead at Middlesex Cricket Board, Edward Griffin, Chair of the London Cricket Trust, Andrew Millar, UK editor of ESPNcricinfo, and Shahidul Alam Ratan, CEO of Capital Kids Cricket and founder member of Tower Hamlets CC, unveiled the cricket pitch facilities in the east area of the park.

Lutfur Rahman, Executive Mayor of Tower Hamlets, said: "A natural turf pitch enables players to develop and improve on their game. With work underway to create our very first grass cricket pitch at Victoria Park, I am confident that residents of all ages and backgrounds will have opportunities to play at the very highest standard of the sport."

The council has worked with the support of external strategic partners including the England & Wales Cricket Board, Middlesex Cricket in the Community, and London Cricket Trust, to develop the grass cricket pitch (fine turf wicket).

The facility aims to increase the capacity and opportunity for children, young people, and adults, of all genders and backgrounds, to progress and excel in their cricket journey; allow more games to be played and allow clubs to play at the highest standards of Saturday and junior cricket leagues.

Tower Hamlets is one of the largest growth areas of cricket in London. The facility will also allow the local Clubmark accredited club, Tower Hamlets CC to continue their progression up the cricket ladder and allow their junior players to join pathway cricket to Middlesex and England in the future.

The full works at the Victoria Park pitch are due to be completed by June 2025. Tower Hamlets Council and its partners aim to invest over £150k in cricket facilities across the borough over the next two years.

Cllr Kamrul Hussain, Cabinet Member for Culture and Recreation, said: "I would like to thank our partners for their support in developing this brand-new facility which I hope will create generations of future cricket stars."

Redbridge Community Trust UK Celebrated Victory Day

Redbridge Community Trust UK commemorated the 54th Victory Day of Bangladesh last Sunday night at Ayan's Restaurant in Forest Gate, East London.

The event was presided over by the trust's president, Mohammed Ohid Uddin, and conducted by the general secretary, Rtn. Shaheen Shah Alam Choudhury. The honorable guests included Syed Monsur Ahmed Khan, Secretary of Friends of the National Heart Foundation Sylhet UK, and Shahadat Hussain Sarker, former Deputy General Manager of Janata Bank.

The program began with a Quran recitation by Dr. Sayed Mashuk Ahmed, followed by a one-minute silence to honor the martyrs of Bangladesh and the United Kingdom.

The speakers reflected on the significance of Bangladesh's Victory Day, sharing personal experiences from the liberation war. They highlighted the immense sacrifices made during the nine-month struggle, including the lives of countless martyrs and the suffering endured by hundreds of thousands of women who lost their dignity and lives. The speakers expressed their heartfelt respect and gratitude to those who contributed to achieving independence from Pakistan.

The event featured speeches by Vice President Afsor Hussain Anam, Treasurer Anamul Hoque, Joint Secretary Niaz Chowdhury, Media Personality and Press and Publicity Secretary Misbah Jamal, Education Secretary Shaheen Ahmed, Membership Secretary Jaynul Chowdhury, Social and Welfare Secretary Abu Taraque Chowdhury, and others, including Dr. Sayed Mashuk Ahmed, Alin Chowdhury, Kamrul Hussain Delwar, Sirajul Islam, Nazmul Islam Choudhury, Sayed Mahbub Alam, Zahir Hussain Gaus, Moheuddin Ahmed Alamgir, Shahadat Hussain Monir, and Nayeem Ahmed Joy.

Before concluding the meeting, President Mohammed Ohid Uddin thanked everyone for attending and invited all to join the upcoming Student Awards Ceremony, scheduled for Saturday, 18 January 2025 at St. John's Church on St. John's Street, along with their friends and family.

Year: 22 ◆ Issue: 1041 ◆ Friday 20 December - Thursday 26 December 2024

BANGLA POST

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED BANGLA NEWSPAPER

আগামী নির্বাচন একটি কঠিন নির্বাচন হবে : তারেক রহমান

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : রাজনীতিবিদেরা ভোটেরা কথা বলবেন, এটাই স্বাভাবিক বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনি বলেছেন, 'অনেকে বলেন আমরা শুধু ভোটের কথা বলি। আমরা রাজনীতি করি, আমরা ভোটের কথা বলব, এটাই স্বাভাবিক।'

বুধবার বিএনপির 'রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতের ৩১ দফা' রূপরেখা নিয়ে দুই মহানগর ও এক জেলার নেতাদের জন্য আয়োজিত কর্মশালায় তারেক রহমান এ কথা বলেন। গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জ মহানগর এবং টাঙ্গাইলে পৃথকভাবে আয়োজিত কর্মশালায় তিন হাজারের মতো নেতা-কর্মী অংশ নেন। প্রধান অতিথি হিসেবে তারেক রহমান একই সঙ্গে তিন স্থানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে বক্তব্য দেন।

বিএনপি নেতা তারেক রহমান বলেন, 'আগামী নির্বাচন একটি কঠিন নির্বাচন হবে। আগামী নির্বাচন করেই কি আমরা ক্ষান্ত দিয়ে দেব? না, আমরা আগামী নির্বাচন করে পরের নির্বাচনের জন্য কাজ করব।'

এখন কথায় চিড়া ভিজবে না উল্লেখ করে কর্মশালায় নেতাকর্মীদের উদ্দেশে তারেক রহমান বলেন, 'আপনাকে কাজ করে প্রমাণ করতে হবে, জনগণকে বোঝাতে হবে। নির্বাচনের পর আবার আপনাকে সেসবের প্রমাণ দিতে হবে। আমরা যদি জনগণের সামনে প্রমাণ করেতে পারি সমস্যা ছিল, অনেক কিছু সমাধান করেছি এবং আমরা চেষ্টা করছি; সে ক্ষেত্রে হয়তো জনগণ আমাদের কথা চিন্তা করবে।'

'টেক ব্যাক বাংলাদেশ' স্লোগানের প্রসঙ্গ টেনে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, 'স্বৈরাচার যখন এই দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা অস্ত্রের জোরে ধরে রেখেছিল, তখন একটি স্লোগান আমি আপনাদের সামনে দিয়েছিলাম। সেটি হচ্ছে "টেক ব্যাক বাংলাদেশ"। এর অর্থ ছিল জনগণের রাজনৈতিক অধিকার, মৌলিক অধিকার, বাক্‌স্বাধীনতা এবং নিজস্ব অর্থনৈতিক অধিকার জনগণের কাছে ফিরিয়ে আনা। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, সমাজব্যবস্থা, --১৬ পৃষ্ঠায়

রাস্তা খুলে দেয়ার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আইনি চ্যালেঞ্জে কাউন্সিলের পক্ষে হাইকোর্টের রায়

স্টাফ রিপোর্টার: তিনটি লো ট্রাফিক নেইবারহুড (এলটিএন) প্রকল্প বাতিলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে করা আইনি চ্যালেঞ্জের পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের পক্ষে রায় ঘোষণা করেছে। আজ ১৭ ডিসেম্বর এই রায় ঘোষণা করা হয়। 'লিভেবল স্ট্রিট' প্রকল্প বাতিল করে রাস্তাগুলো পুণরায় খুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত উচ্চ আদালতে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিলো।

উল্লেখ্য, 'লিভেবল স্ট্রিট' নামের প্রকল্প কোভিড মহামারির সময় চালু হয়েছিল এবং অন্যান্য বারায় এটি লো ট্রাফিক নেইবারহুড বা এলটিএন নামে পরিচিত ছিল। এই প্রকল্পের অধীনে বারার বিভিন্ন এলাকার রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ করে দেয়া --১৬ পৃষ্ঠায়

লন্ডনে এনভিআরসহ চারটি সেবায় ফি বৃদ্ধি

পোস্ট ডেস্ক : লন্ডনে বাংলাদেশ হাই কমিশন হঠাৎ করে এনভিআরসহ চারটি সেবার ফি বাড়িয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের ৪ মাসের মাথায় এই ফি বৃদ্ধির সংবাদে প্রবাসী বাংলাদেশীদের মধ্যে দেখা দিয়েছে ক্ষোভ।

সম্প্রতি হাই কমিশন বিদেশি পাসপোর্টধারীদের বাংলাদেশ ভ্রমণে নো ভিসা রিকোয়ার্ড (এনভিআর) ফি ৪৬ পাউন্ড থেকে বাড়িয়ে ৭০ পাউন্ড করেছে। এছাড়াও প্রবাসী বাংলাদেশিদের নাগরিকত্ব ত্যাগ, দ্বৈত নাগরিকত্ব ও পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সেবার ফিও বাড়ানো হয়েছে। নো ভিসা, নাগরিকত্ব ত্যাগ, দ্বৈত নাগরিকত্ব ও পুলিশ ক্লিয়ারেন্স এ চারটি সেবার বর্ধিত ফি ১৭ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হয়েছে। --১৭ পৃষ্ঠায়

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের মামলা

পোস্ট ডেস্ক : ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী গাজায় চরম মানবাধিকার লঙ্ঘনের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেশটিকে অব্যাহতভাবে সামরিক সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। তাই ইসরায়েলের সামরিক বাহিনীর প্রতি সহায়তা কমাতে বা অভিযুক্ত ইউনিটগুলোর সামরিক সহায়তা বন্ধ করতে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন পাঁচ ফিলিস্তিনি। যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় মঙ্গলবার (১৭ ডিসেম্বর) এই মামলাটি করা হয়। খবর আলজাজিরার।

যুক্তরাষ্ট্রের গত শতকের ৯০-এর

দশকের 'লেহি আইনের' আওতায় মামলাটি করা হয়েছে। মামলায় বিচারবহির্ভূত হত্যা ও নির্যাতনের মতো গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ আনা হয়েছে।

মামলার অভিযোগে ওই --১৭ পৃষ্ঠায়

৬৪ কোটি ডলার পাচ্ছে বাংলাদেশ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ৪৭০ কোটি ডলারের ঋণ কর্মসূচির আওতায় চতুর্থ কিস্তিতে ৬৪ কোটি ৫০ লাখ ডলার পাচ্ছে বাংলাদেশ। একই সঙ্গে নতুনভাবে আরও ৭৫ কোটি ডলার ঋণের বিষয়েও ঐকমত্যে পৌঁছেছে বাংলাদেশ ও আইমএএফ প্রতিনিধি দল।

চলমান ঋণ কর্মসূচির চতুর্থ কিস্তি ছাড়ের আগে শর্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও নতুন ঋণের বিষয়ে দরকষাকষি করতে গত ৩ ডিসেম্বর থেকে আইএমএফ গবেষণা বিভাগের ডেভেলপমেন্ট ম্যাক্রোইকোনমিকসের প্রধান ক্রিস পাপাজর্জিওর নেতৃত্বে ১৩ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল ঢাকা সফর করে। প্রতিনিধিদলটি তাদের মিশন শেষে বুধবার --১৭ পৃষ্ঠায়

সাংবাদিক তুরাব হত্যা মামলায় পুলিশের এডিসি গ্রেফতার

সিলেট অফিস : জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে দায়িত্ব পালনকালে সাংবাদিক এটিএম তুরাবকে গুলি করে হত্যা মামলার এজাহারভূক্ত আসামি সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের সাবেক অতিরিক্ত উপকমিশনার সাদেক কাওসার দস্তগীরকে শেরপুর থেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)।

গত বুধবার বিকেল ৫টার দিকে মৌলভীবাজার জেলার শেরপুর থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) এর সিলেটের পুলিশ

সুপার খালেদ-উজ-জামান তার গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, বিকালে তাকে পিবিআই গ্রেফতার করে। বর্তমানে তাকে সিলেটে নিয়ে আসা --১৭ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশ সীমান্তে অত্যাধুনিক তুর্কি ড্রোন

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : সম্প্রতি সীমান্তের কাছে বাংলাদেশের মোতায়েন করা তুরস্কের তৈরি অত্যাধুনিক 'বায়রাকতার টিবি ২' ড্রোন দেখা গিয়েছে উল্লেখ করে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারকে সতর্ক করেছে মেঘালয় রাজ্য সরকার।

খবরে দাবি করা হয়, সীমান্তের কাছে তুরস্কের তৈরি 'বায়রাকতার টিবি ২' মনুষ্যবিহীন আকাশযান দেখা যাওয়ার পর কেন্দ্রকে সতর্ক করেছে মেঘালয় সরকার।

মেঘালয়ের উপ-মুখ্যমন্ত্রী প্রেস্টোন টাইনসং বলেছেন, কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী এবং ভারতীয় বিমান বাহিনীকে সতর্ক করা হয়েছে এবং নয়াদিল্লি --১৭ পৃষ্ঠায়

22 Years of KEEPING YOU POSTED!

BANGLA POST- 22 YEARS OF KEEPING YOU POSTED! | বাংলা পোস্ট - ২২ বছর আপনাদের সাথে!

To advertise in Bangla Post

Please call 020 3633 2545 or advertising@banglapost.co.uk

www.banglapost.co.uk

Bangla Post is published by Brit Bangla Services Ltd, Unit S7, The Whitechapel Centre, 85 Myrdle Street, London E1 1HL, Registered at the Post office as a newspaper

Tel: News - 0203 674 7112, Sales - 0203 633 2545 Email : info@banglapost.co.uk, news@banglapost.co.uk Web: www.banglapost.co.uk